# বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

## (Child Education in Bangladesh : Problem & Prospect)

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫
জুলাই, ২০১০

RB
B
372.95492
IBB
C . 5
Acc: 465902

465902

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

# বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

## (Child Education in Bangladesh : Problem & Prospect)

Dhaka University Library
465902

465902

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

জুলাই, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

## (Child Education in Bangladesh : Problem & Prospect)

সমাজকল্যাণ বিষয়ে এম. ফিল.ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

465902

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মোঃ ইব্রাহীম
এম ফিল ২য় বর্ষ
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৪১০
শিক্ষাবর্ষ ঃ২০০৩-২০০৪

তত্ত্বাবধায়ক ঃ অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম আজম
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণা

## (Declaration)

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, "বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণার বিষয়বস্তুর পূর্ণ বা অংশত কোথাও প্রকাশ করিনি। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও এম. ফিল অথবা অন্য কোন ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করা হয়নি।

465902

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মোঃ ইব্রাহীম 29/09/2020

**গবেষক ঃ মোঃ ইব্রাহীম**

**এম. ফিল ২য় বর্ষ**

**রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৪১০**

**শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৩-২০০৪**

**সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট**

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।**

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
দূরালাপনী : ৮৬২২৮৬০, ৯৬৭০৪১২
ফ্যাক্স : ৮৬১৫৫৮৩

Dhaka University Institutional Repository

Institute of Social Welfare and Research
University of Dhaka
Dhaka-1205, Bangladesh
Phone : 880-2-8622860, 9670412
Fax : 880-2-8615583
E-mail : iswr@bttb.net.bd

# প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ ইব্রাহীম এর "বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শিরোনামে এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। এটা তার মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশে বিশেষ কেহ কোন ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপন করেনি।

29.09.2010

**তত্ত্বাবধায়ক ঃ অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম আজম**
**সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট**
**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।**

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার মানুষকে কাজে অনুপ্রাণিত করে থাকে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো নিজের কাজের স্বীকৃতি পাওয়া এবং সংগত কারণে কেহ তার কাজের স্বীকৃতি পেলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকেন। এটি একটি শ্বাশত বা চিরন্তন রীতি। কৃতজ্ঞতাবোধ একটি অনুভূতি সঞ্জাত স্বীকৃতি, লেখার মাধ্যমে এটির বহিঃপ্রকাশ খুবই কঠিন।"বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" (Child Education in Bangladesh : Problem & Prospect) শীর্ষক নমুনা জরিপ ভিত্তিক গবেষণাটি মূলতঃ সমাজকল্যাণ বিষয়ে এম. ফিল. শেষ বর্ষের পাঠ্যক্রমের আংশিক পরিপূরণে সম্পন্ন একটি সামাজিক গবেষণাকর্ম। সর্বপ্রথম আমি এ সম্পন্ন গবেষণাকর্মটির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি এবং তাঁর প্রিয় হাবীব ও আমাদের দয়ালু রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে সালাম জানাচ্ছি । স্মরণ করছি আমার মরহুম পিতা জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ও মরহুমা মাতা মোহাম্মদ রহিমা বেগমকে ।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, আমার গবেষণা কাজটি অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার জন্য। সে সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বিজ্ঞ একাডেমিক কমিটি , সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটট এর পরিচালক এবং সকল শিক্ষকমন্ডলীকে । আমি বিশেষভাবে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আমার গবেষণার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম আজম, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি। যিনি তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও গবেষণাকর্মটি শুরু থেকে চূড়ান্ত অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক আন্তরিক সাহায্য, সহযোগিতা, কার্যকরী উপদেশ, গঠনমূলক পরামর্শ, আধুনিক গবেষণার দিক নির্দেশনা এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

এ জটিল ও শ্রমসাধ্য গবেষণাকর্ম শুরু থেকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যাঁদের সাংগঠনিক সহযোগিতা, অকৃত্রিম স্নেহ, আন্তরিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা, বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞাপূর্ণ অভিমত, সুচিন্তিত উপদেশ ও পরামর্শ, ঐকান্তিক শ্রম এবং গঠনমূলক নির্দেশনা পেয়েছি, তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সেই সকল স্বনামধন্য লেখক, গবেষক ও প্রবন্ধকার পন্ডিত ব্যক্তিদের, যাদের অভিজ্ঞতালব্ধ রচনা থেকে, আমি এম.ফিল গবেষণা কর্মে ব্যাপক সহায়তা পেয়েছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

আমি আন্তরিকভাবে ঋনী এ গবেষণার তথ্য দানকারী সম্মানিত পরিবারের প্রধান বা অভিভাবকদের কাছে, যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি , সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটট গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (পরিকল্পণা মন্ত্রনালয়), আই.ই.আর লাইব্রেরী, লোক প্রশাসন গ্রন্থাগার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গ্রন্থাগার, বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো গ্রন্থাগার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা প্রভৃতি লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে, যাঁরা আমাকে তাঁদের লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমতিদানসহ ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা কর্মে তথ্য সরবরাহ ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন।

আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফরিদা আক্তার লুনা এবং স্টাফবৃন্দ। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কামারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেওলা, বাড়ীয়া, ৫৬নং মাজুখান, বসুগাঁও, ৬৭নং কুদাব, হাড়িনাল, জয়দেবপুর জকী স্মৃতি, পশ্চিম জয়দেবপুর, মারিয়ালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকবৃন্দকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমফিল সতীর্থ মারুফ, ফরহাদ ও আমিরুলকে, তাদের সময়োপযোগী কোঅপারেশণের জন্য । পারিবারিক অণুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য সহধর্মিনী মিসেস নাসরিন ইসলাম রেবেকাকে এবং ছেলে এস.এম. সামাউ নূস সাফাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাদের জন্য রহিল আমার অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসা । উচ্চশিক্ষায় বিশেষভাবে উৎসাহদানকারী আমার অনুজ সাতভাই ও একবোনের মধ্যে ৫ম মুসা আহমেদ এর জন্য রহিল স্নেহ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা।

**গবেষক**

Dhaka University Institutional Repository

# গবেষণা সার-সংক্ষেপ(Abstract)

জীবজগতের অন্যতম প্রধান দাবী "আমি মানুষের মত বেঁচে থাকতে চাই" এই বেঁচে থাকার অধিকারকে রক্ষা ও পোষন করার জন্য গড়ে উঠেছে সমাজ, আবির্ভূত হয়েছে ধর্ম এবং সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্র। সুতরাং সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার পথকে সুগম করা। আধুনিক জগতে এ বেঁচে থাকার পথকে সুগম করার জন্য অত্যাবশ্যক সুসংহত শিক্ষা। শিক্ষা মানব সভ্যতার ক্রমান্বিত অগ্রযাত্রার পথ নির্মাণ করেছে অর্থাৎ শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী মানবীয় প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষকে ক্রমাগত তার পরিবর্তিত পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করতে হচ্ছে এবং ফলে তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটেছে। সে নবতর জ্ঞান, দক্ষতা ও জীবন দৃষ্টি অর্জন করেছে। কাজেই শিক্ষার সবচেয়ে বড় আদর্শ মানব ব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলা এবং বাস্তবতা রুপায়ন করা। **শিশু শিক্ষা বলতে**, সে সব কর্মসূচীর সমষ্টিকে বোঝায়, যা শিশুর শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করে তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। প্রচলিত মতে, পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিশুদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে, তাকে শিশু শিক্ষা বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশুর জন্য সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র শৈশব কালীন পরিচর্যা ও শিক্ষার স্থল। ইতোপূর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের জরিপে বলা হয়ছিল যে, দেশের ১৬ হাজার ১শত ৪২টি গ্রামে সরকারি বা বেসরকারি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এ তথ্যে স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা পরবর্তী কালে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে ও মানোন্নয়নে সরকারি - বেসরকারি পর্যায়ে গর্জন যতো হয়েছে বর্ষন তার অর্ধেকও হয়নি।

সম্পন্ন গবেষণাটি বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার অনুভূত সমস্যার অনুসন্ধান ও সম্ভাবনার দিক নির্দেশনার প্রয়াস মাত্র। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের গাজীপুর জেলাকে বর্তমান গবেষণার এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বর্তমান গবেষণাটি মূলতঃ একটি নমুনা জরিপ ভিত্তিক সামাজিক গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে গবেষণার সমগ্রক ও বিশ্লেষণের একক নির্বাচন করা হয়। গবেষণা এলাকায় বসবাসরত সকল শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী পরিবারের প্রধানগন গবেষণার সমগ্রক এবং প্রতিজন পরিবার প্রধানকে বিশ্লেষণের একক ধরা হয়। গবেষণা এলাকা থেকে গাজীপুর সদর উপজেলাকে গুচ্ছ নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। এ থেকে গুচ্ছ নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় বাড়ীয়া ইউনিয়ন ও পূবাইল ইউনিয়ন এবং গাজীপুর পৌরসভাকে নির্বাচন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এ নির্বাচিত এলাকা থেকে সুবিধাজনক নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় ২টি ইউনিয়নের প্রতিটি থেকে পঁচাত্তর (৭৫) জন করে একশত পঞ্চাশ (৭৫×২=১৫০) জন এবং পৌরসভা থেকে পঞ্চাশ (৫০) জন সহ সর্বমোট দুইশত (১৫০+৫০=২০০) জন পরিবার প্রধানকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁদের নিকট থেকে বাংলাভাষায় লিখিত ও প্রাক-যাচাইকৃত (Pre-Tested) সাক্ষাৎকার অনুসূচি ব্যবহার করে, সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। তারপর সংগৃহীত তথ্যাবলী সম্পাদন করা হয় এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যানের গুণগত ও পরিমানগত পদ্বতি (Statistical Method) প্রয়োগ করে, এগুলোকে বিশ্লেষণ (Analysis) করা হয়েছে । এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (শ্রেণীকরন, সারণীকরন, গড়, মধ্যমা, শতকরা হার ) ব্যবহারের মাধ্যমে তা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। চুড়ান্ত পর্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে বিশ্লেষিত তথ্যমান পর্যালোচনা করে, উপস্থাপন করা হয়েছে এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের সার-সংক্ষেপ হলো ঃ **গবেষণায় শিশু ও তার পরিবারের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানতে,** দুইশত (২০০) জন তথ্যদানকারীর মধ্যে পঁচিশজন (২৫) পুরুষ (পরিবারের প্রধান) এবং একশত পঁচাত্তরজন (১৭৫) নারী (পরিবারের প্রধান) ছিলেন। তথ্যদানকারীদের গড় বয়স ছিল ৩৪ বছর এবং নারী তথ্যদানকারীদের গড় বয়স ছিল ৩১ বছর। তথ্যদানকারীদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যাছিল ৪ জন । এ সকল পরিবারের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী সর্বোচ্চ শতকরা ৫২টি পরিবারে ২ জন করে শিশু ছিল এবং শতকরা ৪০টি পরিবারে ছিল ১ জন করে। এতে শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুর সংখ্যার স্থূলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তথ্যদানকারীদের শিক্ষা গ্রহনের সর্বোচ্চ শতকরা হার ৪০ জন। যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ৬ষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। এতে লক্ষ্যনীয় যে, কোন নিরক্ষর ছিলেন না এবং নারী তথ্যদানকারীদের সর্বোচ্চ শতকরা হার ৫৫ জন । যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং শতকরা ৩৬ জন ছিলেন ৬ষ্ট থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত। তবে লক্ষ্যনীয় যে নারীদের মধ্যে নিরক্ষর ছিলেন এবং স্নাতক বা তদূর্ধ শিক্ষিতা ছিলেন।

তথ্যদানকারীদের অধিকাংশের (২৪%) পেশা ছিল কৃষি এবং অন্যান্য পেশার মধ্যে ছিল চাকুরী, শ্রমিক, ক্ষুদ্রব্যবসা, ব্যবসা প্রভৃতি এবং নারী তথ্যদানকারীদের অধিকাংশ ছিলেন গৃহিনী (৮৬%) এবং অন্যান্য পেশায় শ্রমিক, কৃষি, শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। তথ্যদানকারীদের পরিবারের গড় আয় ছিল আট হাজার চারশত আশি ( ৮,৪৮০/- ) টাকা মাত্র এবং তাদের মাঝে ভূমিহীন ছিল শতকরা ৪ জন । তথ্যদানকারীদের পরিবারেও তেমন কোন (৭৯%) সামাজিক সমস্যা নেই, তবে

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ১১টি পরিবার স্বল্প আয়ের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া শতকরা ৫টি শ্রমিক পরিবার এবং শতকরা ৩টি বিধবা প্রধান পরিবার ছিল । পরিবার সমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দৃষ্টিতে দুইশত (২০০) পরিবারের শতকরা ১৮টি পরিবারের মৌলিক চাহিদা সমূহ পূরন হয় না। এ চাহিদা পূরন না হওয়ার কারণ হিসেবে একাধিক উত্তরে সর্বোচ্চ সংখ্যক (১০০%) আয় কম, ব্যয় বেশি বলে জানিয়েছেন এবং শতকরা ৯৮টি মতে, দরিদ্রতার কারণে। দরিদ্রতার কারণ হিসেবে একাধিক উত্তরে সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ৮৩টি মতে, লেখা পড়া না জানা বা কম জানাকে, শতকরা ৪৩টি মতে, প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকাকে, শতকরা ৩১টি মতে বংশ পরম্পরায় দারিদ্র্যকে এবং শতকরা ২৯টি মতে, হাতের কাজ না জানা বা কারিগারি জ্ঞান না থাকাকে দেখিয়েছেন। দরিদ্রতা দুরীকরনে সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ৮৯ জন নিজ নিজ শিশুদের পড়াতে চেয়েছেন। শতকরা ৫৪ জন প্রয়োজনীয় পুজি সংগ্রহের, শতকরা ২৯ জন ভাল আয়ের কাজ পাওয়ার কথা বলছেন। উল্লেখযোগ্য যে, শতকরা ১৪ জন ছোট পরিবার গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শতকরা ৫৬ জন তাদের পরিকল্পনায় নিজ সন্তানদেরকে স্বাবলম্বী বা মানুষ করতে চেয়েছেন। শতকরা ৩১ জন পড়ানোর বিকল্প ভাবছেন না, যা অবশ্যই ইতিবাচক।

**শিশু শিক্ষার সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে,** দুইশত (২০০) জনের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন, তাদের পরিবারের প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী শিশুদেরকে স্কুলে পাঠান বলেছেন কিন্তু সমাজ চিত্রে এ উচ্চহার পরিলক্ষিত হয়নি। শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সর্বোচ্চ শতকরা ৯৭ জনের মতে, তাদের শিশুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। এতে সুস্পষ্ট যে, শিশু শিক্ষাদানের মূল দায়িত্ব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যার গড় ৪ জন এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গড় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮০ জন। অর্থাৎ সত্তর (২৮০÷৪=৭০) জন শিশু শিক্ষার্থীর জন্য একজন মাত্র শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষার পশ্চাৎপদতার জন্য এ কারণটি বিশেষ ভাবে দায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ শুরুর বয়স সম্পর্কে সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ৯৬ জন ৬+ বয়সে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির কথা বলেছেন, এটি সরকারি নিয়মেই রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৯৬ জন শিশুই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, কেননা এক্ষেত্রে শিশু শ্রেণী (প্লে, নার্সারী, কেজি) নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৩৬ জন শিশু প্রথম শ্রেণীতে পড়ে , শতকরা ৩৫ জন তৃতীয় শ্রেণীতে এবং শতকরা ৩৩ জন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। **সবচেয়ে কম সংখ্যক, শতকরা ২৮ জন শিশু ৫ম শ্রেণীতে এবং শতকরা ৩০ জন শিশু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এ দুটো শ্রেণীতে ড্রপ আউট সবচেয়ে বেশী।** প্রতি শ্রেণীতে প্রতিশাখায় বা ক্লাসে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড় শিশু

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৬ জন, সরকারি নির্দেশনায় যা, ২৫ঃ১ জন। স্বল্প শিক্ষকের কারণেই এটি হয়ে থাকে, এ তথ্যে এটি প্রমাণিত বাস্তবতা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারনত শতকরা ৯৬ ভাগ সরকারি টেক্সবুক বোর্ডের বই পড়নো হয়ে থাকে। শিশুর পাঠদানের সময়ের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ৩৮ জনের মতে, ক্লাসে বেশী সময় দেয়া উচিত এবং শতকরা ২৩ জনের মতে, শিশুদের জন্যে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো উচিত। শিশুর পাঠদানের মান সম্পর্কে শতকরা ৪১ জনের মতে, ক্লাসে অমনোযোগী শিশু রয়েছে এবং শতকরা ৬৮জনের মতে, শিশুরা একই ক্লাসে একাধিক বছর পড়ে, এটি খুবই নেতিবাচক দিক।

ম্যানেজিং কমিটি, অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারনত (৭০%) কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। স্কুলে শিশুদের উপস্থিত রাখতে শতকরা ৪৪ জনের মতে, তারা কোন কাজ করেন না এবং শতকরা ২৫ জনের মতে, এটিকে তারা প্রয়োজনীয় কাজ মনে করেন না। ক্লাসে অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি সাধারনত কোন গুরুত্ব (৭৪%) দেন না এবং এ ক্ষেত্রে তাদের কোন করণীয় আছে বলেও (৭৫%) তারা মনে করেন না। একই ক্লাসে একাধিক বছর পড়ে এমন শিশুদের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির স্বাভাবিক ভাবেই (৮৩%) কোন মাথাব্যথা নেই এবং এক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের (৭১%) চিন্তাও করেন না। তাহলে সংগত কারণেই ম্যানেজিং কমিটির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন আসে, কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিতে সঠিক ও দায়িত্বশীল ম্যানেজিং কমিটি অত্যাশ্যকীয়। স্কুলে শিশুদের অনুপস্থিত থাকার কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৯৪টি মতে, অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না। শতকরা ৯২টি মতে, অনেক শিশু স্কুলে আসতে চায় না। শতকরা ৮০টি মতে, হাজিরা খাতায় নাম থাকলেই চলে, স্কুলে না গেলে শিক্ষকরা কিছুই মনে করেন না। শতকরা ৭৭টি মতে, স্কুলে নিয়মিত না গেলে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই।

এদিকে শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতির প্রভাবে শতকরা ৬০ জনের মতে, শিশুদের ঝরে পরা শুরু হতে পারে। এটিকে রোধ করতে অর্থাৎ শিশুদেরকে স্কুলে উপস্থিত রাখতে একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৬৮টি মতে, প্রতিদিন এ জাতীয় শিশুর খোঁজ নিতে হবে এবং সংগ দিতে হবে। শতকরা ৩৯টি মতে, শিশুর পরিবারের সাথে যোগাযোগে করে সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। অনেক শিশু প্রায়শঃই অনিয়মিত উপস্থিত থাকে। সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ৯৭ জনের মতে, অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে এটি হয়ে থাকে। এতে আরও লক্ষ্যনীয় যে, শতকরা ৯৪ জনের মতে, শিশুকে পরিবারের সাহায্যে কাজ করতে হয়। এটিও অভিভাবকদের এক ধরনের অসচেতনতা, যা তাকে মানুষ হতে দেয় না। এটি স্পষ্ট শিশু অধিকার লংঘন, এতে সে নিজের ও পরিবারের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক কোন দিক থেকেই কাম্য নয়। এটিই

Dhaka University Institutional Repository

শিশু শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম সমস্যা বা অন্তরায় বলে আমার বিশ্বাস ছিল, যা জনমত সমর্থিত হয়েছে। এতে গবেষণার অনুকল্পে উল্লেখিত, জন অসচেতনাতাই শিশু শিক্ষা উন্নয়নে প্রধান বাধা, কথাটির যথার্থতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিশুর স্কুলে নিয়মিত আসতে না চাওয়ার কারণ হিসেবে ২০০ জনের মধ্যে একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৯৬টি মতে, শিশুরা স্কুলে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শতকরা ৯২টি মতে, শিক্ষকরা স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না এবং শতকরা ৫৫টি মতে, নিয়ম বহির্ভূত স্কুলে শিশুদেরকে বেত্রাঘাত করা হয় । শিশুর নিয়মিত স্কুলে আসার আগ্রহ হারানোর কারণ অনুসন্ধানে স্পষ্ট লক্ষ্যনীয় যে, একাধিক উত্তর থাকায়,শতকরা ৯৬টি মতে, শিক্ষকরা শিশুদেরকে মানবজীবন সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেন না। শতকরা ৯৫টি মতে, পাঠ্য বই পড়ানো ছাড়া - অন্য কোন আনন্দ লাভের ব্যবস্থা নেই। শতকরা ৯৩টি মতে, শিশুরা স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষায় বারবার ফেল করে এবং শতকরা ৩৫টি মতে, শিশুর ভাল কাজের কোন পুরস্কার নেই ।

শিশুদের অনিয়মিত স্কুলে আসতে শিক্ষকদের নেতিবাচক ভুমিকা রয়েছে, এ কথার পক্ষে একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৯৫টি মতে, শিক্ষকগন সহানুভূতি ও উৎসাহ দান করে ক্লাসে পড়ান না। শতকরা ৮৮টি মতে, তাঁরা শিক্ষকতাকে সরকারি চাকুরী মনে করেন। শতকরা ৮৭টি মতে, ভাল শিক্ষকরাও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে নিজেদের উদারতা দেখাতে পারেন না। অধিকাংশ শিশু ঝরে পরে, এর কারন অনুসন্ধানে একাধিক উত্তর থাকায় , শতকরা ৯৬টি মতে, ঝরে পরে অনেক শিশু আর শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী হয়ে উঠতে পারে না। শতকরা ৬৮টি মতে, অনেক অভিভাবক শিশুকে কোন না কোন কাজে লাগিয়ে দেয়। শতকরা ৫৫টি মতে, অনিয়মিত থেকে শিশুরা বাইরের পরিবেশকে ভাল মনে করে ফেলে এবং শতকরা ৪৮টি মতে, অন্য ঝরে পরাদের সাথে মিশে যায় । ঝরে পরা শিশুদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যে, ২০০ জনের মধ্যে ৬৪ জনের মতে, শতকরা ২০ জন শিশু মাকে বাসায় সাহায্য করে এবং শতকরা ১৭ জন শিশু গাড়ীর গ্যারেজে কাজ করে। শতকরা ১৬ জন শিশু জুতা পালিশ করে, টোকাই হিসেবে কাজ করে, হোটেল বয়ের কাজ করে এবং ফেরিওয়ালার কাজ করে নিজ নিজ পরিবারের আয় বাড়াতে নিয়োজিত রয়েছে। এটি একটি ভয়াবহ শিশু শ্রমকে ইংগিত করে। এতে গবেষণার অনুকল্পে উল্লেখিত , ক্ষুধা নিবারণ করতেই শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত রয়েছে, কথাটির যথার্থতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

**বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও সার্বিকচিত্র সম্পর্কে অবহিত হতে,** বর্তমান প্রচলিত সমাজে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ১০০টি মতে, সমাজে শিশু শিক্ষার জন্য রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শতকরা ৯৯টি মতে, এনজিও স্কুল। শতকরা ৯৮টি মতে, কিন্ডার গার্টেন। শতকরা ৫৩টি মতে, এবতোদায়ী মাদ্রাসা। শতকরা ৩৬টি

Dhaka University Institutional Repository

মতে, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি ও বেতন ফ্রি ছাড়া শিশুদের যে সকল সুবিধা দেয়, সে সম্পর্কে শতকরা ৯৮টি মতে, বিনা মূল্যে বোর্ডের পাঠ্যবই, শতকরা ৭৫টি মতে,শর্তসাপেক্ষে উপবৃত্তি দেয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের থেকে টাকা পয়সা গ্রহণ করা সম্পর্কিত তথ্যে, একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৯৯টি মতে, পরীক্ষার ফি নেয়। শতকরা ৯৬টি মতে, উপবৃত্তির নাম ও টাকা উঠাতে, শতকরা ৬৮টি মতে, ৫ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট এর জন্যে, শতকরা ৫৯টি মতে, বাৎসরিক পরীক্ষার রেজাল্ট কার্ড এর জন্যে এবং অন্যান্য আরো ক্ষেত্রে টাকা নিয়ে থাকে। গবেষণা এলাকার শিশু শিক্ষা উপযোগী সকল শিশু স্কুলে যাওয়া সম্পর্কিত তথ্যে, একাধিক উত্তর থাকায় ৬০টি মতে, সকল শিশু পড়তে যায়। শতকরা ৫৮টি মতে, সকল শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। শতকরা ৪০টি মতে, অনেকে পড়তে যায় না।

সমাজের পড়তে না যাওয়া শিশুদের শতকরা হার জানতে, জানা যায় যে, গড়ে শতকরা ৭ জন শিশু পড়তে যায় না এবং সমাজের সকল শিশু পড়তে না যাওয়ার কারণ জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় ৯৯টি মতে, শিশুর অভিভাবক অসচেতন। শতকরা ৭২টি মতে, পারিবারিক অভাবের কারণে। শতকরা ৬৩টি মতে, মা-বাবা অশিক্ষিত। শতকরা ৫২টি মতে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে পঙ্গু বলে। শতকরা ৪১টি মতে, স্কুলে যাওয়ার সরঞ্জাম নেই। অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণ জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় ৯৯টি মতে, শিশু শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হলেও প্রচার ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের অভাব রয়েছে। শতকরা ৯২টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্বহীনতা। শতকরা ৬৫টি মতে, অধিক সন্তানের কারণে। শতকরা ৬৩টি মতে, মা মিটিং ও উঠান বৈঠকের অনুপস্থিতি। শতকরা ৩৮টি মতে, দারিদ্র্য সীমার নিচের লোকের সংখ্যাধিক্য। শতকরা ৩৪টি মতে, জাতীয় শিক্ষার হার কম ।

শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে না, এমন পরিবারের ধরন জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় ৯৯টি মতে, দারিদ্র্য সীমার নিচের পরিবার সমূহ এবং ভিক্ষুক পরিবার। শতকরা ৬০টি মতে, বস্তির পরিবার। শতকরা ৪৫টি মতে, ব্রোকেন ফ্যামিলি। উক্ত কারণগুলিতে অধিকাংশ মানুষের আত্মবোধ সম্পর্কিত অসচেতনতা দেখা যাচ্ছে, এতে গবেষণার অনুকল্পে উল্লেখিত ,অভিভাবকদের জীবনবোধ অনুপলব্ধি শিশু শিক্ষার অন্তরায় , কথাটির যথার্থতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভর্তিকৃত শিশুদের শতকরা কত জন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন বা সমাপ্ত করে এ তথ্য জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় , শতকরা ৫১টি মতে, ৬৬-৭০ জন। গড়ে মাত্র শতকরা ৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে থাকে। সংগত কারণেই বাকী আর (১০০-৬৯ = ৩১) শতকরা ৩১ জন শিশুর সমাজে তাদের অবস্থান কী জানতে ইচ্ছা করে। শিশুদের স্কুলে থেকে ঝরে পরা রোধে উপবৃত্তির ভূমিকা জানতে, একাধিক উত্তর থাকায়,

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৯৬টি মতে, উপবৃত্তি প্রকৃত অভাবীদেরকে দিতে হবে। শতকরা ৭৪টি মতে, উপবৃত্তির সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং শতকরা ৭৩টি মতে, বন্টনের অনিয়ম দূর করতে হবে। শিশু শিক্ষায় উপবৃত্তি বন্টনের অনিয়ম জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৭৩টি মতে, উপবৃত্তি বন্টনকারী কর্তৃপক্ষ সঠিক নয়। শতকরা ৭২টি মতে, যোগ্যপ্রার্থীর নাম উপবৃত্তির তালিকায় থাকে না। শতকরা ৭০টি মতে, উপবৃত্তির তালিকায় নাম উঠাতে টাকা লাগে।

ঝরে পরা রোধে খাদ্য সহায়তা সম্পর্কে জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৯৬টি মতে, ক্ষুধার্ত শিশুদের পরিবারগুলোকে রেশনিং এ নিয়ে আসলে ঝরে পরা কমতে পারে । সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এনজিও বা কিন্ডার গার্টেনে কম ঝরে পরার কারণ জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৯৯টি মতে, এনজিও বা কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সেবাধর্মী। শতকরা ৯০টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করেন এবং শতকরা ৩৯টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জবাবদিহিতার কঠোরতা নেই বলেছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কার্যকারিতা জানতে, একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৯৪টি মতে, ম্যানেজিং কমিটির গঠন প্রক্রিয়া সঠিক নয়। শতকরা ৭০টি মতে, অযোগ্য লোকেরা কমিটিতে স্থান পায় বলেছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৭৬টি মতে, পাঠদান প্রক্রিয়া ও পাঠ্যক্রম আধুনিক চাহিদা সম্পন্ন নয়। শতকরা ৭০টি মতে, প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বলেছেন।

শিক্ষকতার বাইরে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজ সম্পর্ক জানতে, একাধিক উত্তর থাকায় ৯৯টি মতে, জাতীয় নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং টিকা দিবসকে কার্যকর, শতকরা ৯৮টি মতে, স্থানীয় ও সংসদ নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে হয় বলেছেন। শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের কাজের ক্ষতি সম্পর্কে জানতে একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৭২টি মতে, শিশু শিক্ষায় কু-প্রভাব পড়ে শতকরা ৫০ ভাগ বলেছেন। শিক্ষকদের ডেপুটেশনে এ কাজের নেতিবাচক প্রভাব জানতে শতকরা ৩৫টি মতে, শিক্ষাদানের শতকরা ৪০ ভাগ ক্ষতি হয়। প্রধান শিক্ষকের শিক্ষকতার বাইরের কাজের প্রভাব জানতে একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৯৩টি মতে, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরন কাজ নিয়মিত হওয়া উচিত। শতকরা ৮৮টি মতে, তার অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পরে এবং শতকরা ৫৩টি মতে, মিটিং এ সদস্যদের স্বাক্ষর গ্রহনের কাজ অপমানজনক বলেছেন। শিক্ষকদের সরকারি ছুটিতে কাজ করা নিয়ে জানতে শতকরা ৪৫টি মতে, বিকল্প ছুটি থাকা আবশ্যক। শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রভাব জানতে শতকরা ৬২টি মতে, বদলী শিক্ষক থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

**শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা নিরূপন করতে,** এ সম্পর্কিত তথ্য জানতে, অভিভাবকদের দৃষ্টিতে সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৮৪টি মতে, প্রাথমিক শিক্ষা হলো মৌলিক/ আসল/ মূলশিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যে, একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৭০টি মতে, বৈষম্য মূলক, হযবরল ও লাগামছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা। শতকরা ২৮টি মতে, শহরে বস্তির, পল্লীতে গরীবের স্কুল । বর্তমান সমাজের শিশুদের জন্য কী ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজন জানতে, একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৪৯টি মতে, শিশুশিক্ষা জীবনভিত্তিক বাস্তবধর্মী ও কর্মমূখী হবে। শতকরা ৪৫টি মতে, সার্বজনীন, পরিকল্পিত, একমূখী ও বাধ্যতামূলক জাতীয় শিশু শিক্ষা হবে । প্রচলিত শিশু শিক্ষা উন্নয়নে করনীয় সম্পর্কে জানতে, একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৪৯টি মতে, জাতীয় নীতি ভিত্তিক, পরিকল্পিত ও স্বাধীন দেশ উপযোগী শিশু শিক্ষা চাই ।শতকরা ৪৬টি মতে, অভিন্ন, সরকারি, একমাত্র জাতীয় শিশু শিক্ষা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্যে) সম্পর্কে জানতে সর্বাধিক (৯০%) মতে, এটি সময়ের দাবী, ভাল উদ্যোগ। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদান বর্হিভূত কাজে শিশুদের শিক্ষা ক্ষতি হয় এ সম্পর্কিত তথ্যে, শতকরা ৮০জনের মতে, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে সরকারের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখায় শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজের শিশু শিক্ষা সহায়ক শক্তি সমূহ সম্পর্কে জানতে, একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৯০টি মতে, এনজিও পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল রয়েছে এবং শতকরা ৪৫টি মতে, কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা রয়েছে । ঝরে পরা শতভাগ রোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে, শতকরা ৫১টি মতে, ঝরে পরা শতভাগ রোধ করে, শিশুদের পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিশু শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করতে করণীয় সম্পর্কে জানতে, একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৮৩টি মতে, শিশুর পরিবারকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে শিশুকে, শিশু শিক্ষার আওতায় আনতে বাধ্য করতে হবে।

**শিশু শিক্ষার কার্যক্রমে ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রধান করতে,** এ সম্পর্কিত তথ্য জানতে, শিশু শিক্ষার কার্যক্রমে ও উন্নয়নে বিভিন্ন দেশী বিদেশী সাহায্য প্রয়োগ সম্পর্কিত সুপারিশে শতকরা ৫১জনের মতে, প্রাপ্ত সাহায্য সরকারি সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতে হবে। শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে প্রাথমিক শিক্ষকগণ সরকারের কোন মাঠকর্মী বা কামলা নয় - শুধুই শিক্ষক, এ বক্তব্যের সুপারিশে শতকরা ৫৫জনের মতে, শিক্ষকতার বাইরে শিক্ষকগণকে মাঠকর্মীর মতো কাজ করানো সরকারের উচিত নয়। শিশুতোষ উত্তরনী পরীক্ষা (৫ম শ্রেণীর কেন্দ্র পরীক্ষা) সম্পর্কিত সুপারিশে শতকরা ৫৯ জনের মতে, শিশুতোষ উত্তরনী পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে। ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে আসা হবে, সরকারি এ ঘোষনা সম্পর্কিত সুপারিশে শতকরা

Dhaka University Institutional Repository

৫৩ জনের মতে, সরকারের এ ঘোষণা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় । প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, এটি কার্যকর করতে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কিত সুপারিশে, একাধিক উত্তর থাকায়, শতকরা ৫০টি মতে, প্রতিটি শিশুকে সরকারি ভাবে শিশু শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জীবনকে স্বার্থক করতে ভবিষ্যতে করনীয় সুপারিশে, একাধিক উত্তর থাকায় শতকরা ৭৯টি মতে, স্বাধীন দেশ উপযোগী, সুষ্ঠুনীতি ও পরিকল্পনার আওতায় সার্বজনীন ও অভিন্ন শিশু শিক্ষা পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, সমাজ সচেতন, সুধীজন, গবেষক, শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষা সেবক, শিক্ষক, সচেতন জনতা, সকল শিশুর পরিবারের প্রধান বা অভিভাবক তথা বাংলাদেশীদের সকলেরই সহযোগীতায় বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা, শিশু শিক্ষা উন্নয়নে একটি ঈর্ষনীয় মডেল হোক, একজন শিক্ষা গবেষক হিসেবে এটিই আমার কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

# সূচিপত্র


| শিরোনাম | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সারণী তালিকা | | ০১-০৬ |
| **প্রথম অধ্যায়** | | ০৭-৩৭ |
| ১.১ | গবেষণা সমস্যার বিবরণ | ০৮ |
| ১.২ | গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞায়ন | ১৬ |
| ১.৩ | গবেষণার উদ্দেশ্য | ১৯ |
| ১.৪ | গবেষণায় ধারণা গ্রহণ | ২০ |
| ১.৫ | গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি | ২০ |
| ১.৬ | গবেষণার যৌক্তিকতা | ২৩ |
| ১.৭ | বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা জরিপ | ২৬ |
| ১.৮ | একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা ভাবনা | ৩১ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | | ৩৮-৪৫ |
| | গবেষণা সম্পর্কিত সাহিত্যসমূহ পর্যালোচনা | ৩৯ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | | ৪৬-১২০ |
| ৩.০ | গবেষণার ফলাফল | ৪৭ |
| ৩.১ | শিশু ও তার পরিবারের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা | ৪৭ |
| ৩.২ | শিশু শিক্ষার সামগ্রিক সমস্যা | ৫৮ |
| ৩.৩ | বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক চিত্র | ৮০ |
| ৩.৪ | শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা নিরূপণ | ১০২ |
| ৩.৫ | শিশু শিক্ষার কার্যক্রমে ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান | ১১৩ |

*Dhaka University Institutional Repository*

**চতুর্থ অধ্যায়** ১২১-১৩১

৪.১ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা ১২২

৪.২ উপসংহার ১২৭

৪.৩ সুপারিশসমূহ ১৩০

৪.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৩১

**পঞ্চম অধ্যায়** ১৩২-১৫১

৫.০ পরিশিষ্ট ১৩৩

৫.১ সাক্ষাৎকার অনুসূচি ১৩৩

৫.২ গবেষণা এলাকার মানচিত্র ১৫০

তথ্যনির্দেশণা ১৫২-১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

# সারণী তালিকা


| সারণী নং | শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **৩.১.১** | **তথ্যদাতাদের বয়স** | ৪৭ |
| ০১ | তথ্যদাতা শিশুর পরিবারের প্রধানদের বয়স | ৪৭ |
| ০২ | তথ্যদানকারীদের (নারীর) বয়স | ৪৮ |
| **৩.১.২** | **তথ্যদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা** | ৪৮ |
| ০৩ | তথ্যদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ৪৮ |
| ০৪ | তথ্যদানকারীদের শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুর সংখ্যা | ৪৯ |
| **৩.১.৩** | **তথ্যদাতাদের (অভিভাবক) শিক্ষা** | ৪৯ |
| ০৫ | তথ্যদাতাদের (অভিভাবক) অর্জিত শিক্ষা | ৪৯ |
| ০৬ | তথ্যদানকারী নারীদের শিক্ষা | ৫০ |
| **৩.১.৪** | **তথ্যদাতাদের পেশা** | ৫১ |
| ০৭ | তথ্যদাতাদের পেশা | ৫১ |
| ০৮ | তথ্যদানকারী নারীদের পেশা | ৫২ |
| **৩.১.৫** | **তথ্যদাতাদের পারিবারিক আয়** | ৫৩ |
| ০৯ | তথ্যদাতাদের পরিবারের মাসিক আয় | ৫৩ |
| **৩.১.৬** | **তথ্যদাতাদের জমির (ভূমি) মালিকানা** | ৫৪ |
| ১০ | তথ্যদাতাদের পরিবারের জমির ধরন ও মালিকানা | ৫৪ |
| **৩.১.৭** | **তথ্যদাতাদের সামাজিক সমস্যা** | |
| ১১ | তথ্যদাতাদের পরিবারের সামাজিক সমস্যা | ৫৪ |

Dhaka University Institutional Repository


| | | |
|---|---|---|
| **৩.১.৮** | **তথ্যদাতাদের মৌলিক চাহিদা** | ৫৫ |
| ১২ | তথ্যদাতাদের পরিবারের মৌলিক চাহিদা | ৫৫ |
| ১৩ | তথ্যদাতাদের মৌলিক চাহিদা অপূরণ | ৫৫ |
| ১৪ | তথ্যদাতাদের দরিদ্রতার কারণ | ৫৬ |
| ১৫ | তথ্যদাতাদের দরিদ্রতা দূরীকরণ | ৫৭ |
| **৩.১.৯** | **তথ্যদাতাদের সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন** | ৫৭ |
| ১৬ | তথ্যদাতাদের সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন পরিকল্পনা | ৫৭ |
| **৩.২.১** | **তথ্যদাতাদের সন্তানদের পড়ালেখা** | ৫৮ |
| ১৭ | তথ্যদাতাদের সন্তানদের পড়ালেখা | ৫৮ |
| ১৮ | তথ্যদাতাদের (অভিভাবক) শিশুদের পড়ানোর প্রতিষ্ঠান | ৫৮ |
| ১৯ | শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা | ৫৯ |
| ২০ | শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা | ৬০ |
| **৩.২.২** | **শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ** | ৬১ |
| ২১ | তথ্যদাতাদের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ | ৬১ |
| ২২ | বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি ফি | ৬১ |
| ২৩ | প্রাইমারিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে শিশুদের ভর্তি | ৬২ |
| ২৪ | প্রাইমারিতে শ্রেণীভিত্তিক পাঠরত শিশুদের সংখ্যা | ৬২ |
| ২৫ | তথ্যদাতাদের শিশুদের শাখাভিত্তিক (একসংগে) পড়ানোর সংখ্যা | ৬৩ |
| ২৬ | প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বই | ৬৪ |

Dhaka University Institutional Repository


| | | |
|---|---|---|
| **৩.২.৩** | **শিশুদের শিক্ষাদান কার্যক্রম** | ৬৫ |
| ২৭ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠদান প্রকৃতি | ৬৫ |
| ২৮ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসের অমনোযোগী শিশু | ৬৬ |
| ২৯ | প্রাইমারিতে একই ক্লাসে একাধিক বছর পাঠরত শিশু | ৬৬ |
| **৩.২.৪** | **প্রাইমারী স্কুল ম্যানেজিং কমিটি** | ৬৭ |
| ৩০ | প্রাইমারিতে ক্লাসে অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ | ৬৭ |
| ৩১ | প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের ধরে রাখার কর্মসূচী | ৬৮ |
| ৩২ | প্রাইমারিতে ক্লাসে অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ | ৬৯ |
| ৩৩ | প্রাইমারিতে অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা | ৬৯ |
| ৩৪ | একই ক্লাসে একাধিক বছর পাঠরতদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা না নেয়া | ৭০ |
| ৩৫ | একই ক্লাসে একাধিক বছর পাঠরতদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা না নেয়ার কারণ | ৭০ |
| **৩.২.৫** | **প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি** | ৭১ |
| ৩৬ | প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনুপস্থিত থাকার কারণ | ৭১ |
| ৩৭ | প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতির প্রভাব | ৭২ |
| ৩৮ | প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের নিয়মিত উপস্থিত রাখতে করনীয় | ৭৩ |
| ৩৯ | প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণ | ৭৪ |
| ৪০ | প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের নিয়মিত না আসতে চাওয়ার কারণ | ৭৫ |
| ৪১ | প্রাইমারি স্কুলে শিশুরা নিয়মিত আসার আগ্রহ হারানোর কারণ | ৭৬ |
| **৩.২.৬** | **বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি বাড়াতে শিক্ষকের ভূমিকা** | ৭৭ |
| ৪২ | বিদ্যালয়ে শিশুদের অনিয়মিতিতে শিক্ষকদের নেতিবাচক ভূমিকা | ৭৭ |

Dhaka University Institutional Repository


| | | |
|---|---|---|
| ৩.২.৭ | **স্কুল থেকে শিশুদের ঝরে পরা** | ৭৮ |
| ৪৩ | প্রাইমারি থেকে শিশুদের ঝরে পরার কারণ | ৭৮ |
| ৪৪ | প্রাইমারি থেকে ঝরে পরা শিশুদের সামাজিক অবস্থান | ৭৯ |
| ৩.৩.১ | **সমাজে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাপনা** | ৮০ |
| ৪৫ | বর্তমান সমাজে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাপনা | ৮০ |
| ৪৬ | সরকারি প্রাইমারিতে ভর্তি ও বেতন ফ্রি ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা | ৮১ |
| ৪৭ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের থেকে অর্থ গ্রহণ | ৮২ |
| ৪৮ | শিশু শিক্ষা উপযোগী সকল শিশুর স্কুলে যাওয়া | ৮৩ |
| ৪৯ | সমাজের পড়তে না যাওয়া শিশুদের শতকরা হার | ৮৪ |
| ৫০ | সমাজের সকল শিশু পড়তে না যাওয়ার কারণ | ৮৫ |
| ৫১ | শিশুদের অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণ | ৮৬ |
| ৫২ | সমাজের যে সকল পরিবারের শিশুরা শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে না | ৮৭ |
| ৩.৩.২ | **সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব** | ৮৮ |
| ৫৩ | ভর্তিকৃত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তিকরণ | ৮৮ |
| ৫৪ | শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পরা রোধে উপবৃত্তির ভূমিকা | ৮৯ |
| ৫৫ | সরকারি প্রাইমারিতে উপবৃত্তি বন্টনের অনিয়ম | ৯০ |
| ৫৬ | প্রাইমারিতে ঝরে পরা রোধে খাদ্য সহায়তার ভূমিকা | ৯১ |
| ৫৭ | এনজিও স্কুল বা কিন্ডার গার্টেন থেকে কম ঝরে পরার কারণ | ৯২ |
| ৩.৩.৩ | **সমাজে সরকারী প্রাইমারীর ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা** | ৯৩ |
| ৫৮ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কার্যকারিতা | ৯৩ |
| ৫৯ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা | ৯৪ |

Dhaka University Institutional Repository


| | | |
|---|---|---|
| ৩.৩.৪ | **সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের কার্যক্রম** | ৯৫ |
| ৬০ | সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের সরকারি কাজ | ৯৫ |
| ৬১ | সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের সমাজ সেবামূলক কাজ | ৯৬ |
| ৬২ | শিক্ষকতার বাইরের ব্যস্ততাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব | ৯৭ |
| ৬৩ | প্রাথমিক শিক্ষকদের ডেপুটেশন-এ কাজের নেতিবাচক প্রভাব | ৯৮ |
| ৬৪ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাইরের কাজ | ৯৯ |
| ৬৫ | প্রাইমারি শিক্ষকদের সরকারী ছুটিতে কাজ করা | ১০০ |
| ৬৬ | প্রাইমারি শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন (চারমাস) ছুটির প্রভাব | ১০১ |
| ৩.৪.১ | **সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব** | ১০২ |
| ৬৭ | সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব | ১০২ |
| ৬৮ | বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার সমাজমান সম্পর্কিত মতামত | ১০৩ |
| ৬৯ | বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক মতামত | ১০৪ |
| ৩.৪.২ | **প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন** | ১০৫ |
| ৭০ | বর্তমান সমাজে যে ধরনের শিশু শিক্ষা প্রয়োজন | ১০৫ |
| ৭১ | প্রচলিত প্রাথমিক শিশু শিক্ষার উন্নয়ন | ১০৬ |
| ৭২ | প্রাক প্রাথমিক (৩-৫বছর) শিক্ষা | ১০৭ |
| ৩.৪.৩ | **প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের অবদান** | ১০৮ |
| ৭৩ | প্রচলিত প্রাইমারিতে শিক্ষকদের শিক্ষাদান বহির্ভূত কাজের প্রভাব | ১০৮ |
| ৩.৪.৪ | **সমাজে শিশু শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ** | ১০৯ |
| ৭৪ | শিশু শিক্ষার সহায়ক সামাজিক পরিবেশ | ১০৯ |

Dhaka University Institutional Repository


| | | |
|---|---|---|
| ৩.৪.৫ | **সকল শিশুর জন্য শিক্ষা** | ১১০ |
| ৭৫ | প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের ঝরে পরা শতভাগ রোধে করনীয় | ১১০ |
| ৭৬ | শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজ ব্যবস্থায় করণীয় | ১১১ |
| ৭৭ | প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করতে নীতিগতভাবে করণীয় | ১১২ |
| ৩.৫.১ | **পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ** | ১১৩ |
| ৭৮ | প্রাইমারি শিক্ষা কার্যক্রমে ও উন্নয়নে বিভিন্ন দেশী বিদেশী সাহায্য | ১১৩ |
| ৩.৫.২ | **পরিকল্পিত শিশু শিক্ষা** | ১১৪ |
| ৭৯ | সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাকদের শিক্ষাদানই মূল দায়িত্ব | ১১৪ |
| ৩.৫.৩ | **শিশু শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক** | ১১৫ |
| ৮০ | প্রাইমারির শিশুতোষ উত্তরনী (৫ম শ্রেণীর) পরীক্ষা | ১১৫ |
| ৮১ | ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে আসা | ১১৬ |
| ৮২ | বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক ভাবে কার্যকরকরণ | ১১৭ |
| ৮৩ | বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকরকরণ | ১১৮ |
| ৮৪ | প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে করনীয় | ১১৯ |
| ৮৫ | প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জীবনকে স্বার্থক করতে করনীয় | ১২০ |

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

## ১.১ সমস্যার বিবরণ (Statement of the Problem)

পৃথিবীর মানব সন্তানকে মানুষে পরিণত করাই শিশু শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার মাধ্যমে মানব সন্তান তার পরিচয়, জীবন যাপনের জ্ঞান লাভ, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। মানুষ হিসেবে সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিকতার রক্ষার্থে শিক্ষা জ্ঞান, বিনা প্রশ্নেই মানব শিশুদের জন্যে অত্যাবশ্যক। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড ও উন্নতির চাবিকাঠি। উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। জীব জগতের অন্যতম প্রধান দাবী "আমি বেঁচে থাকতে চাই"। এই বেঁচে থাকার অধিকারকে রক্ষণ ও পোষণ করার জন্য গড়ে উঠেছে সমাজ, আবির্ভূত হয়েছে ধর্ম এবং সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্র। সুতরাং সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সর্ব প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার পথকে সুগম করা। আধুনিক জগতে এই বেঁচে থাকার পথকে সুগম করার জন্য অত্যাবশ্যক সুসংহত শিক্ষা। স্বাস্থ্য রক্ষা ও চরিত্র গঠন এই দুটোই শিশু শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিজকে নিজে নিয়মানুবর্তিকরণ (Internal self discipline) করাই হচ্ছে আধুনিক শিশু শিক্ষার গোড়ার কথা।

**শিশু শিক্ষা বলতে**, সেসব কর্মসূচীর সমষ্টিকে বোঝায়, যা শিশুর শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রীক উন্নয়ন সাধন করে তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। প্রচলিত মতে, পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিশুদেরকে শিক্ষিত গড়ে তুলবে তাকে শিশু শিক্ষা বলে। শিক্ষা মানব সভ্যতার ক্রমান্বিত অগ্রযাত্রার পথ নির্মাণ করেছে। অর্থাৎ শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী মানবীয় প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষকে ক্রমাগত তার পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হচ্ছে এবং এর ফলে তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটেছে।সে নবতর জ্ঞান, দক্ষতা ও জীবন দৃষ্টি অর্জন করেছে। কাজেই শিক্ষার সবচেয়ে বড় আদর্শ মানব ব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলা এবং বাস্তবে তা রূপায়ন করা। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শিক্ষা বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ শিক্ষা সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন, যেমনি প্লেটো তিন ধরণের শিক্ষাক্রম ও স্কুলের কথা বলেছেন। রুশো প্রকৃতিবাদী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পেস্তালজি বলেছেন, মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষার কথা। হকিট শিক্ষাদান ক্ষেত্রে উত্থাপন করেছেন তার পঞ্চসোপান পদ্ধতি।

### ১.১.১ বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিকথা

বাংলাদেশের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থারই ধারাবাহিকতা মাত্র। অবিভক্ত ভারত বর্ষের অংশ হিসেবে কখন বাংলাদেশে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি। এদেশে বহুজাতির আগমন ঘটেছে

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে নতুন জাতি, যাকে বাঙালী জাতি বললে ভুল হবে না। দ্রাবিড়, হুন, আর্য, মঙ্গোলীয়, আরব, তুর্কী, আফগান, মোঘল, পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি অধ্যুষিত এ উপমহাদেশের আনুমানিক আজ থেকে প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) বছরেরও পূর্বে বর্তমানের এ প্রাথমিক শিক্ষার বা শিশু শিক্ষার বীজ রোপিত হয়।

বিভূতিভুষণের কালজয়ী উপন্যাস পথের পাঁচালীতে শিশু অপু নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিশু বিভাগে শিক্ষা গ্রহণ করতো তার বিবরণ কমবেশী অনেকের জানা। মুদি দোকানের পাশে খোলা ঘরে মাটিতে মাদুর পেতে শিক্ষার্থীরা বসত। প্রসন্ন গুরুমহাশয় দোকানের খদ্দের বিদায়, গ্রামবাসীর সঙ্গে গল্প গুজব এ সবের পরেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পড়া আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসে যে ভাবে গুরু মহাশয়ের পাঠশালার বর্ণনা আছে, তা থেকেই বুঝে নেয়া যায় আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার 'শৈশব' অবস্থাটি ছিল কেমন। প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে অপুরা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার মৌলিক ভিত ছিল ওই সব গ্রাম্য পাঠশালা। পরবর্তীকালে এ ব্যবস্থা আরও প্রচলিত, প্রয়োগিত, সংশোধিত এবং বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

## প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ

প্রাচীন যুগ -> বৈদিক যুগ -> বৌদ্ধ যুগ -> মুসলিম যুগ -> বৃটিশ যুগ ->

পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭০) -> বাংলাদেশ আমল (১৯৭১- ২০০৫) (আক্তার আয়েশা , ২০০২ )

## ১.১.২ মুসলিম যুগে প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে। ইসলামী সমাজে শিক্ষা লাভ তথা শিক্ষা দেয়া ধর্মীয় কর্তব্য ছিল বলে আলেম সম্প্রদায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন এবং শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্য দান করতেন। এ উদ্দেশ্যে সুলতানী আমলে সুলতানরা আলেম, শেখ, সৈয়দ এবং অন্যান্য পন্ডিতদের এনাম, বৃত্তি ও জায়গীর ইত্যাদি প্রদান করতেন। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা দেয়ার জন্য সুলতান এবং উচ্চ পদস্থ আমীর ও ওমরাহগণ বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন করেন। ফলে মুসলমানদের শাসনামলে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মক্তবগুলোই ছিল প্রাথমিক শিক্ষালয় এবং মাদ্রাসা ছিল উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য মসজিদের ইমামই ছিলেন শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষায় বস্তুত ঃ পড়তে, লিখতে ও

Dhaka University Institutional Repository

হিসাব নিকাশ জানার জন্যই সীমিত ছিল। সাধারণত সাত বৎসর বয়সে মক্তবের শিক্ষা শুরু হতো, তবে শিশুর বয়স চার বছর পুরো হলেই সবক বা হাতে খড়ি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ, **"বিসমিল্লাহ খানি অনুষ্ঠান"** নামেও পরিচিত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা আজও কিংবদন্তী হয়ে আছে।

## ১.১.৩ বৃটিশ যুগে প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষা

আজকের দিনে আমরা যে শিক্ষাধারার সাথে পরিচিত তার সূচনা ঘটে ইউরোপীয় বণিকগণ এদেশে আসবার পর। ১৭৫৭ সালের আগে বাণিজ্যের জন্য পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের এদেশে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বাস করতে হতো। তাদের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে অতি প্রাচীন একটি নিজস্ব শিক্ষা ধারা প্রচলিত ছিল, যা **দেশীয় শিক্ষা** নামে পরিচিত ছিল। এ শিক্ষা ছিল গুরুগৃহ, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা কেন্দ্রিক। এ শিক্ষা দেশের মানুষের ধর্ম, রীতি-নীতি, কৃষ্টি- সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, এদেশের আবহাওয়া ও মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠে। দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে বিদেশী শাসকগণ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। তারা চেষ্টা করতেন দেশীয় শিক্ষাকে কিভাবে এদেশের মাটি থেকে মুছে ফেলে তার স্থলে ভিন্ন সংস্কৃতিতে লালিত তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে ইংরেজী শিক্ষাকে এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্টের মাধ্যমে এদেশে বৃটিশরা আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করে। **তাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল দোভাষী তৈয়ার করা এবং এমন এক শ্রেণী সৃষ্টি করা যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধি বৃত্তিতে ইংরেজ।** লর্ড মেকলের এ শিক্ষা নীতি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চিরতরে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

## ১.১.৪ বাংলাদেশের বর্তমান শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষাপট

পৃথিবীর সকল দেশেই শিশুর মানবীয় বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জ্ঞানের অনাবিল সাধনায় নিয়োজিত থাকে শিক্ষার্থীরা। সুশিক্ষিতরাই জাতির নির্ভরশীল উত্তরাধিকার। শিশুর শিক্ষা গ্রহণ শুধু মাত্র স্বাক্ষর জ্ঞানকেই বোঝায় না বা শিক্ষা উপযোগী শিশুদের প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম রেজিস্ট্রিকরণকে বোঝায় না। বাংলাদেশের প্রচলিত শিশু শিক্ষা কার্যক্রম হলো ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ননরেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটি -আই সংযুক্ত পরীক্ষণ বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এনজিও পরিচালিত স্কুল,এবতেদায়ী মাদ্রাসা,উচ্চমাদ্রাসায়এবতেদায়ী শিক্ষা শাখা,

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা শাখা, স্যাটেলাইট স্কুল, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মকতব শিক্ষা, গৃহশিক্ষা, ফুলকুড়ি বা নতুন কুড়ি শিক্ষা, কঁচি কাঁচার আসর, শিশু একাডেমী প্রভৃতি। নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তি আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন। পরাধীনতা, শোষণ, বঞ্চনা ও অজ্ঞতার অতীত অতিক্রম করে জাতীয় মেধার অবাধ বিকাশ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুধাবন, ধারণ ও উন্নয়ন এবং নতুন বিশ্বমানবিক সম্পর্কের চেতনা উন্মেষের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ঐক্যভূমি নির্মাণে "সকলের জন্য শিক্ষা"- এ উচারণের লক্ষ্য। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর গৃহীত ও প্রচারিত মানব অধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণায় বলা হয় যে, "শিক্ষা লাভের অধিকার অন্ততঃ পক্ষে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক, প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার সকলের আছে।" যে কোন দেশের উন্নয়নে মানব সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। অপরদিকে শিক্ষাই মানব সম্পদ সৃষ্টির একমাত্র হাতিয়ার। এছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। আর সকল শিক্ষার বুনিয়াদ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সকল নাগরিকের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে (আক্তার আয়েশা, ২০০২)।

সংবিধান হচ্ছে একটি দেশের দেশ পরিচালনার জাতীয় স্থায়ী দলিল। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, "দেশে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, সব ছেলেমেয়ের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর এই শিক্ষা হবে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ।" আমাদের শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়েছে এমন কথা প্রায়শঃ শোনা যায়। কথাটি সম্পূর্ণ অমূলক নহে। প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার ভিত্তি বা গোড়া। স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার দীনদশা দুর হয় নাই। অর্জিত হয় নাই প্রত্যাশিত মান। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক। উল্লেখ্য যে, দারিদ্র্যের কারণে শতকরা ৯ ভাগ শিশু এখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না। আর যারা যায়, তাদের মধ্যে শতকরা ৪৮ ভাগই ঝরে পরে প্রাথমিক পর্যায়ে।

বর্তমান সরকার ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করন এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। **সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ হলো শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়মূখী করা।** প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে এ যাবৎ সরকারি নানা কর্মসূচি সত্ত্বেও সে লক্ষ্য আজও অর্জিত হয়নি। গণসাক্ষরতা অভিযানের এক গবেষণা হতে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহনকৃত শিশুর ৭০ শতাংশই রয়েছে সরকারি প্রাথমিক

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয়ে। আর বেসরকারিভাবে আছে ১০ হতে ১৫ শতাংশ অবশিষ্ট ৮ হতে ১০ শতাংশ শিশুদের নিয়ে কাজ করছে এনজিও। এনজিও ও বেসরকারি স্কুল গুলিতে শিশুর ঝরে পরার হার তুলনামূলক ভাবে কম। অর্থাৎ সরকারি স্কুলগুলোতে রয়েছে পর্যবেক্ষণের অভাব (বেগম ড. কামরুন্নেসা)। আমাদের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে একই পদ্ধতির গনমূখী, সার্বজনীন, নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কিন্তু এধারা প্রতিপালনে আমরা যথেষ্ট গাফিলতির পরিচয় দিয়েছি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা দান কর্মসূচী কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বহির্বিশ্বের অনুদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্বি করা হলেও আমরা কার্যতঃ ততটা সুফল পাচ্ছি না, ইহা অবশ্যই পর্যলোচনার দাবি রাখে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয় এমন খবরাখবরই নিত্য প্রকাশিত হয় পত্র-পত্রিকায়। শিক্ষা নিয়ে ব্যবসাও চলছে। উচ্চশিক্ষা নিয়ে ব্যবসার ব্যাপারে সরকার সচেতন বটে কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা নিয়ে যে ক্ষতিকর ব্যবসা চলছে সে বিষয়টি সরকারের গোচর বর্হিভূত। গ্রামে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নামে এক ধরনের এনজিও শিক্ষা ব্যবসা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে এবং তাদের শিশুদেরকে ছোট বেলা থেকেই শিশুশ্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ২০০৫ এর গবেষণায় জানা যায় যে, বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রায় অর্ধেক শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উঠতেই ঝরে পরে। যে সকল শিশু মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হয়, তাদের মধ্য হতে প্রায় ৮০ শতাংশ এ স্তরেই ঝরে পরে। এর অর্থ ২০১০ সালে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ১০০টি শিশুর মধ্যে ২০১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিবে মাত্র ২০ জন এবং উচ্চ শিক্ষার জগতে প্রবেশ করবে মাত্র ৪ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ হচ্ছে ১৮ বছরের কম বয়সী। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী এ বয়সী সবাই শিশু। ২০০৭ সালের হিসেবে অনুযায়ী দেশের ১৪ কোটি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ। এদের উপেক্ষা করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়।

জানা গেছে, দেশে প্রচলিত ৩৬টি আইনে শিশুদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছে এবং তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ৫ বছরের শিশুদের এক বছরের জন্য চালু করা হয়েছে। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার শতকরা ৯০ জনই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় কিন্তু শিশু শিক্ষা শেষ না করেই অর্ধেকের বেশী ঝরে পরে। এদের অধিকাংশই শিশু শ্রমের সংগে যুক্ত হয়। দেশে

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান প্রায় ১৭ লক্ষ শিশু শ্রমিক সর্বাপেক্ষা ঝুকিপূর্ণ শ্রমের সংগে যুক্ত রয়েছে। এরা ঘূর্ণায়মান যন্ত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, উচ্চতাপমাত্রা, অ্যাসিড, যৌনকর্ম, গৃহ-পরিচারিকা, পাচার, ইত্যাদি কর্মে জড়িত রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ ইউ, এন, সি, আর, সি,(UNCRC)ও আই, এল, ও,(ILO) ১৮২ অনুমোদনকারী দেশ সমূহের অন্যতম । তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুদেরকে এ সমস্ত শ্রমের কাজ থেকে তুলে এনে বিকল্প কাজ ও শিক্ষার সংগে সম্পৃক্ত করতে হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরনের অনেকগুলো কৌশলের মধ্যে শিশু উন্নয়ন একটি। এদেশে শিশু উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে অপুষ্টি, রোগ বালাই, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নিপীড়ন, শোষন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেশের সংবিধান, অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার শিশু উন্নয়নে ও অধিকার রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে অবহেলিত ও উপেক্ষিত ধাপটি হচ্ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এমনিতেই এ দেশে একটি ধারনা প্রচলিত রয়েছে যে, প্রাইমারি স্কুলে বাস্তবিকই শিক্ষাদানের কোন কাজই হয় না। এর পেছনের কারণগুলা হলো - অবকাঠামোগত অব্যবস্থাপনা , শিক্ষক স্বল্পতা, পরিচালনা কমিটির অদক্ষতা , যথাসময়ে শিক্ষার্থীর হাতে সরকারি বিনামূল্যের বইগুলো না পৌছানো, পরিচালনা কমিটিতে অযোগ্য ও সরকার দলীয় লোকদের অন্তর্ভুক্তি, জনগনের আর্থিক অসচ্ছলতা ও শিক্ষা বিমুখতা, শিশুদের শিশুশ্রমে ঠেলে দেয়া, উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলোতে চলমান আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম ইত্যাদি।

প্রাথমিক শিক্ষদের মূল কাজ পাঠদান এবং তা নিয়ে চিন্তা করা। অথচ সরকার তাদেরকে যে ভাবে নানা কাজে ব্যস্ত রাখছে, তাতে শিশু শিক্ষার্থীরা শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে। এদিকে জনমনে দেখা দিচ্ছে সন্দেহ যে, প্রাথমিক শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের না পড়িয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকছেন। আসলে সরকার তাদেরকে শিক্ষা বহির্ভূত বা পাঠদানের বাহিরে যে সকল কাজে ব্যস্ত রাখছে তা হল ঃ আদমশুমারি, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভোট গ্রহণ, কাঁচা পাকা পায়খানার হিসেবে রাখা ও তথ্য প্রেরণ, শিশু পাচারের তথ্য দাখিল, কিন্ডার গার্টেন ও মাদ্রাসা মক্তবের সারা বছরের তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। এছাড়াও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি , শিক্ষক অভিভাবক সমিতি, বিদ্যালয় কল্যাণ সমিতি, বাধ্যতামূলক ওয়ার্ড কমিটি , স্লিপ কমিটি - এ পাঁচটি কমিটির প্রতিটির সচিব হিসেবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক্কে দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং উপজেলা কর্মকর্তার ডাকে সাড়া দেয়াতো রয়েছেই। প্রচলিত রয়েছে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি , অভিভাবক শিক্ষক সমিতি, পালিত হয় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন ও প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ উদযাপন। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-০৮ সেপ্টেম্বর ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-জনতার সচেনতার অনুষ্ঠান পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু শিক্ষা উৎসাহিত করতে কার্যকর রয়েছে বিভিন্ন পুরষ্কার প্রদান ব্যবস্থা, খেলাধূলা, কালচারাল অনুষ্ঠান, কন্যা শিশুদের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা সুযোগ ও শিক্ষা উপবৃত্তি। সকল শিশুর জন্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থাও প্রচলিত রয়েছে। চালু রয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী এবং শিক্ষা গবেষণা কার্যক্রম। শিক্ষা পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ২ কোটির অধিক শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশু রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শতকরা ৯৪ ভাগ দাবীকৃত। ঝরে পরার হার শতকরা ৪৪ ভাগ। ভর্তিকৃত শিশুদের সমাপণী কাঙ্খিত হার শতকরা ৭০ ভাগ। সার্বিক শিক্ষার হার (৬৫.৫০%) ভাগ দাবীকৃত। ১৯৭২টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, দেশের শিক্ষার/সাক্ষরতার হার ৫৩ শতাংশ, জনসংখ্যার ১০ ভাগ প্রতিবন্দী **(দৈনিক নয়ীদগন্ত, ২০১০)**।

শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণে কার্যকর রয়েছে ১৯৯০ সালের "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন।" ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে গৃহীত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী। ২০০০ সালের ঘোষিত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার "সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রম। **শিক্ষা বঞ্চিত ও অসচেতন মানুষের অভিব্যক্তি হলোঃ** প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা – জীবিকা বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের অনাগ্রহ, দারিদ্র্য নিরসনে শিক্ষার ব্যর্থতা, কৃষকের ছেলে কৃষক হওয়া, শিশু পুত্র কন্যার ক্ষেত-খামারে ও পরিবারে পিতা-মাতাকে সাহায্য করা লাভজনক, শিক্ষা গ্রহণ সময় নষ্টকারী কাজ, মেয়েদের শিক্ষাদান অর্থের অপচয় মাত্র প্রভৃতি সামাজিক নেতিবাচক ধারণা, যা শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণের অন্ত রায় **(মুন্সী শামছুল হক,১৯৯৪)**। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র শৈশবকালীন পরিচর্যা ও শিক্ষারস্থল। আবার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার অনুকুল না হলেও, হত-বিধ্বস্ত পরিবারসহ এক্ষেত্রে প্রায় সকলেই শিশু শিক্ষার প্রতি অনুরাগী। যা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বা শিশু শিক্ষার অন্যতম একটি মূলধন। এদেশের শিশুদের আনুষ্ঠানিক হাতে খড়ি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ সময় মানব শিশু সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জন করে থাকে।

**সাক্ষরতা জ্ঞান হলো ঃ** "একজন ব্যক্তি (পুরুষ/নারী ) সাক্ষর যে তার প্রাত্যহিক জীবনের একটি ছোট ও সাধারন বিবরণ বুঝে পড়তে ও লিখতে পারে।" এটি জাতীয় আদম শুমারীর সাক্ষরতা পরিমাপের নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। পাঁচ বৎসর শিক্ষাকালে সে সহজ ভাষায় পড়তে ও লিখতে শিখে। এছাড়া ভগ্নাংশের ও শতাংশের কিছু অংক কষে এবং নিজ দেশের ইতিহাস ও ভূ-পরিচয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকাল, যা অবৈতনিক। অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক

*Dhaka University Institutional Repository*

শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অংশ নেয়, তবে সকল শিশুই বিদ্যালয়ে যায় না। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষ করার আগেই অধিকাংশ শিশু শিক্ষাগ্রহণ থেকে ঝরে পরে, যা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। দেশে প্রচলিত শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও তার ফলাফল উৎসাহ জনক নয়। তাই শিশুর মানবিক বিকাশের প্রথম সোপান হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু অক্ষর জ্ঞানই নয়, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে হলো প্রতিটি শিশুর ন্যুনতম স্বাস্থ্য, পরিবার ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা (**ইউনেসকো, ২০০৬**)।

উপরের বর্ণিত শিশু শিক্ষা চিত্রটি একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। উন্নয়নের পূর্ব শর্তই হলো জানা অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা। না জানলে ধান থেকে ভাত খাওয়া যাবে না। জানা মানুষের সংখ্যা বাড়াতে হবে, তাই শিশু শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এর কোন বিকল্প নেই। এ উপলব্ধি থেকেই সমাজে শিশু শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা, বর্তমান অবস্থার সার্বিক চিত্র, শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা নিরুপণ, প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নে - "বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" (Child Education in Bangladesh ঃ Problem & Prospect) শীর্ষক নমুনা জরিপ ভিত্তিক সামাজিক গবেষণামূলক সহায়ক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

সম্প্রতি 'রিচিং মারজিনালাইজ' শিরোনামে প্রকাশিত এক বৈশ্বিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব প্রাথমিক শিক্ষায় সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ( মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি) অর্জনে অসমর্থ হবে। কেননা মৌলিক শিক্ষায় ধনী দেশগুলির সহায়তা প্রদানের অংগীকার এক পঞ্চমাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। ফলে ২০১৫ সাল নাগাদ এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তো দূরে থাকুক, কেবল ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মেয়ে শিশু প্রাথমিক স্কুলে যাবার সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। সংগত কারণেই সারা বিশ্বের যখন এ পরিস্থিতি তখন বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্য অর্জনের জন্য নিজস্ব উদ্যোগ ও কর্ম প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। **এখানে অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও দারিদ্র্য ঘরের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো** - এ তিন উদ্যেগের বাস্তবায়ন হবে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এ ব্যাপারে সরকারের এখন হতেই ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া বাঞ্চনীয়। আর এ পরিকল্পনা গ্রহনে সহায়তহার জন্যই প্রয়োজন, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য, তথা শিশু শিক্ষার স্বরূপ জানা। এ অনুভূত জাতীয় উন্নয়ন বা শিশুর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বর্তমান গবেষণাটি সমাজকল্যাণ বিষয়ে এম. ফিল.ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে "বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক শিরোনাম নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। আশা করা যায়, গবেষণার ফলাফল প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে উৎসাহী পাঠকদের কৌতুহল নিবারনের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ও ভবিষ্যৎ কল্যাণ মূলক চিন্তা চেতনায় ইতিবাচক অবদান রাখবে।

## ১.২ গবেষণার ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞায়ন

### (Definition of the Concepts used in the Study)

**শিশু (Child)ঃ** জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেশন অনুযায়ী ঃ ০ থেকে ১৮ বছরের ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

**Child:** A child is ordinarily a preteen human being from birth to age 12 who has not fully developed both physically and mentally **(Than, 1986).**

**১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুসারে ঃ** শিশুর বয়স ১৬ বছর নির্ধারিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিশু নীতিতে ০ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের শিশু বলা হয়েছে।

**বর্তমান গবেষণায় স্কুল গমনোপযোগী শিশু ঃ** ০৫ থেকে ১০+ বছর বয়সী শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ শিশুকেই শিশু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ "শিশু" প্রত্যয় দিয়ে পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ১০ বৎসর বয়সের শিশুদেরকে (ছেলে-মেয়ে) বুঝাবে।

**শিক্ষা (Education) ঃ** শিক্ষা হচ্ছে কোন ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের একটি প্রক্রিয়া এতে ব্যক্তির সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় ও চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে। কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতাকে যে প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সাধন করা হয় তাকে শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

**অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচ্‌দেব বলেছেন,** "According to Aristotle, to educate meant to development's faculties, especially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, beauty and goodness".

**শিক্ষা ঃ** একটি লক্ষ্যমুখী মানবীয় প্রচেষ্টা, যা মানবসভ্যতার ক্রমান্বিত অগ্রযাত্রার পথ নির্মাণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

**Education:** Education is the backbone of a nation & Primary education is the backbone of education. "Education is a human right with immense power to transform. On its foundation rest the corner stones of freedom, democracy and sustainable human development " **(Kofi A Annan, 1999).**

**Professor Mackenzie Says,** "It (education) Means, in this sense, the general process by which personality is developed and by which persons are enabled to realize their relations to one another and universe in which they live."

**Primary Education:** Primary education is the backbone of education. The education rate of any country depends on the primary school going student's rate those who are the nation builders tomorrow. To realize the fact, every country keeps a greater care to primary education.

"A careful analysis of educational development in the last two centuries in different parts of the world has revealed that the twentieth century was the century of developing primary education and ....." **(R. M. Dave ).**

**শিশু শিক্ষা বলতে,** সেসব কর্মসূচীর সমষ্টিকে বোঝায়, যা শিশুর শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রীক উন্নয়ন সাধন করে তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। শিশু শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর শক্তি সামর্থ্য ও মানসিক বৃত্তিগুলোর স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশ হয়ে থাকে । শিশুর মধ্যে সম্ভাবনাময় সুপ্ত গুণাবলী বিকাশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে । এসব গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমেই শিশু তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌছায় । এজন্য প্রয়োজন ছোট থেকেই শিশুর ঝোঁক ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষাদান করা। এতে তার ভিতরে তাগিদ সৃষ্টি হয় এবং সে নিজেকে ক্রমান্বয়ে আবিস্কার করতে শেখে । ভেতরের অবিকশিত সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয় । একেই বলা হয় উন্মেষ প্রক্রিয়া (Process of unfold) ।

**বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে,** "দেশে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, সব ছেলেমেয়ের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর এই শিক্ষা হবে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ।"

Dhaka University Institutional Repository

**হান্টার কমিশন এর মতে, প্রাথমিক শিক্ষা হলো** - জনশিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কমিশনের মতে নিরক্ষরতা দূর করতে প্রাথমিক শিক্ষা তথা সর্বশ্রেণীর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে জনগণের মাতৃভাষায় জীবনের পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সে সব বিষয়ই শেখানো হবে প্রাথমিক শিক্ষায়।

**প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)** ঃ ০৬ থেকে ১০ বছর (৬+ থেকে -১১) বয়সী শিশুদের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এ স্তরে শিক্ষা দেয়া হয়। এই শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তী কালের শিক্ষার ভিত্তি ভূমি রচনা করে। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সোপান। শিক্ষার এই প্রারম্ভিক স্তরকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার মৌল ভিত্তি এ স্তরই রচিত হয়।

**প্রচলিত মতে,** পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিশুদেরকে শিক্ষিত গড়ে তুলবে তাকে শিশু শিক্ষা বলে। **বর্তমান গবেষণায় 'শিক্ষা'** প্রত্যয় দিয়ে শিশু শিক্ষা উপযোগী বাংলাদেশের প্রাথমিক কার্যক্রমের সকল ধরণের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝাবে।

**Problem** ঃ ইংরেজি Problem শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন একটি নিক্ষেপিত ঘটনা, যা সমাজস্থ মানুষের চিন্তা ভাবনার বা মনোযোগ আকর্ষণের চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ মানুষ যখন কোন নিক্ষেপিত ঘটনা দ্বারা অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়, তখন সেটি সমস্যারূপে বিবেচিত হয়। সমস্যা হচ্ছে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি (Undesirable Situation)।

**সমস্যা** ঃ স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল পরিস্থিতিই হচ্ছে সমস্যা, যা সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

**Social Problem** ঃ "The Social Problems are Social in the sense that they pretain to human relationship and to the normative contexts to which all human relationship exist." **(Nesbit and Merton)**

**Lawrence K. Frank says,** "Social problem is any difficulty or misbehavior of fairly large number of person which they wish to remove or correct."

Dhaka University Institutional Repository

**'সামাজিক সমস্যা'** হচ্ছে এমন এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি যা সমাজের অধিকাংশ জনগণের উপর চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব, হতাশা তথা ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করে এবং সমবেত প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে জনগণ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে। **বর্তমান গবেষণায় 'সমস্যা'** প্রত্যয় দিয়ে শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যর্থতার প্রকৃতিকে বোঝাবে। বাংলাদেশে যে সকল শিক্ষা প্রতিবন্ধকতা শিশু শিক্ষার অন্ত রায়, তার চলমান সার্বিক উদঘাটিত শিক্ষাচিত্রকে বোঝাবে।

**সম্ভাবনা (Probability):** সম্ভাবনা অর্থাৎ সম্ভাব্যতা বা সম্ভাবনার পরিমাপ, **বর্তমান গবেষণায় 'সম্ভাবনা'** প্রত্যয় দিয়ে বাংলাদেশীদের প্রচলিত শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বা চিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া, শিশু শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের মনোভাব জানা, শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা যাচাই করা এবং শিশু - শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া অর্থাৎ শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণে ইতিবাচক দিকগুলোর স্বরূপ উদঘাটন করাকে বোঝাবে।

## ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Study Objectives)

উন্নয়নের পূর্বশর্ত সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। আর এ জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য ও উপাত্ত। বাংলাদেশের অশিক্ষা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও অসচেতনতা মুক্ত পরিবেশ গড়তে শিশু শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। দেশে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখিত শিক্ষার হার, আর বাস্তবে স্কুলমুখী বা স্কুলগামী শিশুদের হার কতটা পার্থক্য তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার উল্লেখিত হারের চেয়ে শিক্ষিতের হার অনেক কম। শিক্ষা নিয়ে গবেষণাকারী এ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

**তাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ঃ**

ক. **শিশু ও তার পরিবারের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা।**

খ. **শিশু শিক্ষার সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে জানা।**

গ. **বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক চিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া।**

ঘ. **শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা নিরুপন করা।**

ঙ. **শিশু শিক্ষার কার্যক্রমে ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান করা।**

Dhaka University Institutional Repository

## ১.৪ গবেষণার অনুকল্প (Assumption of the study)

ক. অভিভাবকদের জীবনবোধ অনুপলব্ধি শিশু শিক্ষার অন্তরায়।

খ. জন অসচেতনাতাই শিশু শিক্ষা উন্নয়নে প্রধান বাধা।

গ. ক্ষুধা নিবারণ করতেই শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত রয়েছে।

## ১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি (Methodology of the Study)

বর্তমান গবেষণাটি মূলতঃ একটি নমুনা জরিপ ভিত্তিক সামাজিক গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে গবেষণার সমগ্রক ও বিশ্লেষণের একক নির্বাচন করা হয়েছে।

### ১.৫.১ গবেষণার এলাকা (Research Area)

বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় ৫টি উপজেলা রয়েছে । উপজেলাগুলো হলো গাজীপুর, কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া ও শ্রীপুর । উক্ত উপজেলা সমূহ থেকে গুচ্ছ নমুনায়নের (Cluster Sampling) মাধ্যমে গাজীপুর উপজেলা সদরকে বর্তমান গবেষণার গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

### ১.৫.২ গবেষণার সমগ্রক ( Population of the Study)

গবেষণা এলাকায় বসবাসরত সকল শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী পরিবারের প্রধানগণ গবেষণার সমগ্রক (Universe) এবং প্রতিজন পরিবার প্রধানকে বিশ্লেষণের একক (Study Unit) হিসেবে ধরা হয়েছে। এরা ছিলেন প্রত্যক্ষ তথ্য দাতা ( Informants)। এছাড়াও শিশু শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কমিটি সদস্যবৃন্দ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষকবৃন্দ (Key Informants) এর মতামত গুরুত্ব সহকারে গৃহিত হয়েছে। তথ্যের প্রয়োজনে পরোক্ষ তথ্য (Supplementary) গ্রহণ করা হয়েছে।

### ১.৫.৩ নমুনায়ন পদ্ধতি (Method of Sampling)

গবেষণা এলাকা গাজীপুর উপজেলা সদর থেকে গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster Sampling) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৮টি ইউনিয়ন থেকে ২টি ঘাড়িয়া ও পূবাইল ইউনিয়ন এবং ২টি পৌরসভা থেকে ১টি গাজীপুর পৌরসভা নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত ৩টি গুচ্ছের ৭,২৪১টি পরিবার (২০০১ সালের জরিপকৃত) থেকে শিশু শিক্ষা গ্রহন উপযোগী ৪,১৪৪টি পরিবারের ২০০টি পরিবারকে

Dhaka University Institutional Repository

(৫%ভাগ প্রতিনিধিত্বকারী) সুবিধাজনক নমুনায়ন (Convenience sampling) প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। গুচ্ছ তিনটির ২টি ইউনিয়ন থেকে একশত পঞ্চাশ (৭৫×২ = ১৫০) জন এবং ১টি পৌরসভা থেকে পঞ্চাশ (৫০) জন সহ মোট দুইশত (১৫০+৫০= ২০০) জন পরিবার প্রধানকে নির্বাচন করা হয়েছে ।

## ১.৫.৪ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা কৌশল (Method of data collection)

ইউনিয়ন ও পৌরসভায় বসবাসরত শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী পরিবার সমূহের প্রধান, নিজেই হলেন গবেষণার তথ্যদাতা। বাংলা ভাষায় লিখিত কাঠামোবদ্ধ অনুসূচি (Structed questionnaire) নিয়ে সাক্ষাৎকার ( Interview) গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অনুসূচি মানসম্মত করার জন্য প্রাক-যাচাই (Pre-Tested) করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে গবেষক নিজেই নিয়োজিত ছিলেন। আবদ্ধ (Closed) এবং উন্মুক্ত (Open ended) উভয় ধরণের প্রশ্নই এখানে সন্নিবেশিত ছিল। তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে পর্যবেক্ষণ (Observation) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। গুণগত তথ্য ( Qualitative information) পাওয়ার নিমিত্তে শিশুদের কিছু সংখ্যক পরিবার পরিদর্শন করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক দলভিত্তিক আলোচনা বা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) করা হয়েছে। তথ্যের গুরুত্বের জন্য প্রাথমিক উৎস (Primary source) ছাড়াও গৌণ উৎস (Secondary sources) ব্যবহৃত হয়েছে।

**গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ঃ** গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অধীনে ১৪০টি সরকারী, ২৭টি রেজিস্টার ও ৭টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। ৮টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা কে ৮টি ক্লাস্টারের মাধ্যমে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম তদারক করা হয়। শিক্ষা অফিসারের সাথে আলোচনা করে যোগাযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে রিমোট ইউনিয়ন বাড়ীয়া, একটু উন্নত পূবাইল ইউনিয়ন এবং সদরে অবস্থিত গাজীপুর পৌরসভাকে নির্বাচন করেছি এবং প্রথমে বাড়ীয়া ইউনিয়ন থেকে ইউণিয়ন অফিসের দূর থেকে কাছে তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রাম কামারিয়া, রেওলা ও বাড়ীয়া নির্বাচন করেছি । প্রথমতঃ তথ্য সংগ্রহ করেছি কামারিয়া, রেওলা ও বাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রাম থেকে এবং দ্বিতীয়ত ঃ পূবাইল ইউনিয়নের ৫৬নং মাজুখান, বসুগাঁও, ৬৭নং কুদাব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। শেষে গাজীপুর পৌরসভার হাড়িনাল, জয়দেবপুর জকী স্মৃতি,

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম জয়দেবপুর, মারিয়ালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং প্রতিদিন পাঁচটির (৫) বেশী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। গুনগত তথ্য পেতে সামাজিক উৎস হিসেবে (তিনটি এরিয়া থেকে) কিছু সংখ্যক শিশু পরিবার পরিদর্শন করেছি এবং পরিস্থিতির যথার্থতার জন্য জরিপের পাশাপাশি ১৫ জন শিশু শিক্ষা সংশিষ্ট কর্মকর্তা, কমিটি সদস্যবৃন্দ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ, সহকারি শিক্ষকবৃন্দের মতামত গ্রহণ করেছি এবং এলাকার এলিট ও সুধীজনের সাথেও মতবিনিময় করেছি । এছাড়া গুনগত তথ্য পাওয়ার নিমিত্তে ৩টি পূর্ব পরিকল্পিত দলভিত্তিক আলোচনা বা ফোকাস গ্রুপ ইন্টারভিউ নিয়েছি এবং যথাযথ ভাবে তা লিপিবদ্ধ করেছি। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকাশনা, বই-পুস্তক, দৈনিক সংবাদপত্র, সাময়িকীর সহায়তায় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, সভা, সেমিনার হতে অংশগ্রহণধর্মী পর্যবেক্ষন ও আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সামাজিক সমস্যা, চলমান উন্নয়ন প্রয়াস, জনগনের সম্পৃক্ততা, প্রশাসনিক শৈথিলতা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের আন্তরিকতা, সনাক্তকৃত স্থানীয় সমস্যা দূরীকরণের সম্ভাব্যতা, আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সরকারি উন্নয়ন উদ্যোগের বিষয়ে আলোকপাতকৃত তথ্য সংগ্রহ করেছি । ফলে গাজীপুর জেলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের একটি শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের চিত্র নিজ বিবেচনায় নিয়ে এসেছি। সংগত কারনেই প্রশ্নপত্র দুইশত (২০০) পূরণ করলেও, আরো তথ্য সংগ্রহ কাংখিত ছিল।

## ১.৫.৫ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ (Data processing and analysis)

প্রাপ্ত তথ্যাবলী প্রথমতঃ যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে । এরপর এগুলোকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে সারণীবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের গুণগত ও পরিমানগত পদ্ধতি (Statistical Method) প্রয়োগ করে এগুলোকে বিশ্লেষণ (Analysis) করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (গড়, শতকরা হার ) ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে বিশ্লেষিত তথ্যমান পর্যালোচনা করে, উপস্থাপন করা হয়েছে এবং গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। যদিও সম্পন্ন গবেষণার নমুনায়, স্থান নির্বাচন, সারণী, মতামত গ্রহণ ও ফোকাস গ্রুপ ইন্টারভিউ'র ফলাফল থেকে সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার সাধারণীকরন করা সম্ভব নয়, তবুও এ থেকে বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করা যায়। ফলে গাজীপুর জেলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের একটি শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের চিত্র গবেষকের নিজ বিবেচনায় উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

## ১.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Study)

জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির মূলমন্ত্র হলো শিক্ষা। সম্পদহীন দেশে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষই সর্বোত্তম সম্পদ হতে পারে। বহির্বিশ্বে দক্ষকর্মী বা জনশক্তি যে চাহিদা তার সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষকর্মী বা জনশক্তির প্রয়োজন। কৃষি বিপ্লবেও শিক্ষিতদের ভূমিকা ইতিবাচক। বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে, এর লক্ষ্য শিক্ষা পদ্ধতি থেকে সর্বোত্তম ফল লাভ করা। সে জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার অন্ত নেই। উত্তম শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ, আর এই পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের। সরকারের সবচেয়ে জন গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিক্ষা খাত। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সম্পদ লাভ করে, শিক্ষা মানুষের চিত্তের মুক্তি ঘটায়। সুশিক্ষিত মানুষ নিজেই মানব সম্পদে পরিণত হয়ে নিজের ও দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

**প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষা , শিশুর জন্মগত অধিকার ঃ** শিক্ষা জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি তথা জাতীয় অগ্রগতি কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। তাছাড়া যে কোন জাতিকে সামাজিক ভাবে সচেতন করে, তাকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমে একটি শিশুর জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন ঘটে। জন্মের পর থেকেই মানুষের শিক্ষা শুরু হয় তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য। বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে শৈশব শিক্ষা ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি রচনা করে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে (**আক্তার আয়েশা , ২০০২**)।

**শিশু শিক্ষা, জাতিসংঘ বা বিশ্বের ভাবনা ঃ** ১৯২৪ সালের জেনেভার ঘোষনায় শিশুদের শিক্ষার অধিকার এর কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনে মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষার মৌলিক ও প্রাথমিক স্তর হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবার জন্য প্রাপ্তি সাধ্য করতে হবে এবং উচ্চ শিক্ষা মেধানুসারে সমভাবে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৫৯ সালের ২০ ডিসেম্বর শিশুর অধিকার বিষয়ে ১০টি নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতি সমূহের ৭নং নীতিতে বলা হয়েছে প্রতিটি শিশু খেলাধুলা ও বিনোদন এবং স্বার্থ রক্ষায় উপযোগী নির্দেশনাসহ শিক্ষা, বিশেষত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার ভোগ করবে। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে **শিশু অধিকার সনদ** গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর মৌলিক শিক্ষার অধিকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (Convention on the Rights of the Child, CRC ) ১৯৮৯ - এ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম । এ সনদে বিশ্বের শত কোটি শিশুর আশা আকাংখাই প্রতিফলিত হয়েছে (রহমান আনিসুর ,১৯৯৯ )।

**গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ** দেশীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষঠা ও নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে (সংবিধান, ১৯৯২:১২)।

**জাতিসংঘের দৃষ্টিতে শিশু অধিকার ঃ** জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এ যাবৎকালে নেয়া সনদগুলোর মধ্যে শিশু অধিকার সনদকে সবচেয়ে প্রগতিশীল, বিশদ ও সুনির্দিষ্ট মানবাধিকার চুক্তি বলে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়। ৫৪টি অনুচ্ছেদের এ সনদে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, ক্ষতিকর পরিবেশ থেকে সুরক্ষার অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও অংশগ্রহণের অধিকার , মানবিক ও মানসিক উন্নয়নের অধিকার নিশ্চিত করণার্থে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সনদের ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করে সকলের জন্য সমান সুযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা খরচে লাভের সুযোগ করে দেবে। সনদের ২৯ অনুচ্ছেদে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য বিধৃত হয়েছে। অপরদিকে আন্ত র্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সনদে শিক্ষাই শিশুদের জন্য একমাত্র স্বীকৃত কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য সকল প্রকার শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। **সুতরাং শিশুর শিক্ষা লাভ তার জন্য কোন বাড়তি সুযোগ বা কারো অনুগ্রহ না বরং এটি তার মৌলিক অধিকার।** এ কথা আজ বিশ্বজনীন সত্য। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বাংলাদেশসহ প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার । কারণ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর শক্তি সামর্থ্য ও মানসিক বৃত্তিগুলোর স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশ হয়ে থাকে । শিশুর মধ্যে সম্ভাবনাময় সুপ্ত গুণাবলী বিকাশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে । এসব গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমেই শিশু তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌছায় । এজন্য প্রয়োজন ছোট থেকেই শিশুর ঝোঁক ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষাদান করা। এতে তার ভিতরে তাগিদ সৃষ্টি হয় এবং সে নিজেকে ক্রমান্বয়ে আবিস্কার করতে শেখে । ভেতরের অবিকশিত সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয় । একেই বলা হয় উন্মেষ প্রক্রিয়া (Process of unfold)।

Dhaka University Institutional Repository

**একটা জাতিকে যদি এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে সে জাতির শিশুদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুষ্ঠ কার্যক্রম গ্রহণ করা, তাকে অগ্রাধিকার দেয়া, তার বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া অত্যাবশ্যক - এর কোন বিকল্প নেই।** বর্তমান প্রতিযোগিতাময় যুগে কোন পেশায় পেশাভিত্তিক উন্নয়ন, ক্রমাগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সমস্ত কর্মকান্ডের উন্নতি, অগ্রগতি, সবল-দুর্বল দিক চিহ্নিত করা ইত্যাদি কাজগুলো হয়ে থাকে। **পরিকল্পিত, ধারাবাহিকভাবে তথ্যসংগ্রহ পূর্বক সেই তথ্যের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে যখন কোন সমস্যার নির্ভরযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়, তখন সেই পদ্ধতিকে গবেষণা বলা হয়।** তাই বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন। শিক্ষা পর্যায়ের বিভিন্ন দিক, শিক্ষাক্রম, শিক্ষণশিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও ব্যবহার, পাঠ্যপুস্তকে এর বিভিন্ন দিক, শিক্ষন-শিখন পদ্ধতি, শিক্ষা মূল্যায়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমূহের অসংগতি-দুর্বলতা ইত্যাদি দিক অবলম্বনে শিক্ষা গবেষণা কাজ পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা আজকে দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্বে অনস্বীকার্য।

শিক্ষার উপর গবেষণা নতুন কোন বিষয় নয়। গবেষণার মাধ্যমেই শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণের বাধাগুলো চিহ্নিত হয়েছে এবং সে আলোকেই পদক্ষেপ সমূহ গৃহীত হয়েছে। বর্তমান সমাজে কি ধরনের শিশু শিক্ষা প্রয়োজন, এ প্রশ্নে শিশু শিক্ষা জীবনভিত্তিক, বাস্তবধর্মী ও কর্মমুখী হতে হবে এবং শিশু শিক্ষা , সার্বজনীন, পরিকল্পিত, একমুখী, বাধ্যতামূলক ও জাতীয় শিশু শিক্ষা কার্যক্রম হওয়া উচিত। শিক্ষা সম্প্রসারণে গবেষণা অত্যাবশ্যক, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের শিশুদের অবস্থার উপর গবেষণা হয়েছে, সময়ের প্রয়োজনে গবেষণার আলোকে তা যথেষ্ঠ নয়। সরকার সকল শিশুকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে এই পর্যন্ত অনেক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন, তাদের কত অংশ শিক্ষা গ্রহণে অংশ নিচ্ছে, যারা এখনো অংশ নিতে পারছে না, তার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। যে সকল অনুভূত সমস্যা (Felt Need) এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে, তা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। একমাত্র শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে তা জানা যাবে বিধায় "বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক শিরোনামে নমুনা জরিপ ভিত্তিক সামাজিক গবেষণা কর্মটি গৃহীত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলা যায়। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য পাঠক, গবেষক, শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য প্রদান ও জ্ঞানবর্ধনে সহায়তা করবে। গবেষণার ফলাফল শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণে নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাকারীদের তথ্য সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## ১.৭ বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা জরিপ

## (Primary Education Survy in Bangladesh)

স্কটল্যান্ডবাসী সহৃদয় মিশনারী উইলিয়াম এ্যাডাম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের বা এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা ও বিহারের মোট সাতটি জেলায় সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন।

**এ্যাডামের শিক্ষা জরিপই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শিক্ষা জরিপ ঃ** তিনি সাতটি সুপারিশ বৃটিশ শাসকদের কাছে পেশ করেন। যদিও তা কার্যকর হয়নি কিন্তু ঐ জরিপ থেকে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

**এ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট ঃ** যা ১৮৩৫ সালের ১লা জুলাই সরকারের কাছে পেশ করেন। প্রতি চারশ জনের জন্য ১টি বিদ্যালয় ছিল। তখন গৃহ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল।

**এ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট ঃ** তিনি রাজশাহী জেলার প্রাথমিক শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করেন, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও গৃহ শিক্ষা ব্যবস্থা। তিনি নাটোর থানাকে কেন্দ্র করে ১৮৩৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তার রিপোর্ট পেশ করেন।

**এ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট ঃ** ১৮৩৮ সালের ২৮শে এপ্রিল সরকারের কাছে পেশ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদ, বীরভূমি, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার, ত্রিহুত বাংলা ও বিহারের পাঁচটি জেলায় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেন। তার বর্ণনা মতে বিদ্যালয় গৃহ বলতে সাধারণত হিন্দুদের চন্ডীমন্ডপ, বাড়ীর বৈঠকখানা, কোন লোকের বাসগৃহের বারান্দায়, দোকানের কোণে, মসজিদের কামরায় অথবা গাছের নীচে বিদ্যালয় বসত **(ওহাব, ডাঃ এম এ, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৮)**।

**শিক্ষক বলতে -** এদেশের শিক্ষক সমাজ অতিপ্রাচীন কাল থেকেই কঠোর ত্যাগের মাধ্যমেই জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। শিক্ষাদান করাকে পূন্যের কাজ বলে ভাবতেন। **এ্যাডামের ভাষায়** - "শিক্ষকরা ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সরল, দরিদ্র এবং অজ্ঞ।" দেশীয় শিক্ষা উন্নয়নে এ্যাডামের সুপারিশ ছিল - দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটি পূর্ণ হলেও জাতীয় শিক্ষা কাঠামো গঠনে তা ছিল একমাত্র নিশ্চিত ভিত্তি কিন্তু সরকার সমর্থিত লর্ড মেকলের মতামতই গুরুত্ব পায় লর্ড বেন্টিক এর শিক্ষা ব্যবস্থায়। সে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে বাতিল করে এদেশে

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করে। ফলে অগণিত দেশীয় বিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থনের অভাবে ক্রমে ক্রমে অবনতির পথে এগিয়ে যেথে থাকে। এরপর ১৮৫৪ সালে জনগণের জন্য শিক্ষার দাবী সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব এবং জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তৎকালীন বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের তত্ত্বাবধানে একটি "শিক্ষা দলিল" প্রণীত হয়।

## দেশীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল ঃ

**মাটির উপরে লেখা** ঃ **১০ দিন**

**তালপাতায় লেখা** ঃ **২.৫ বছর থেকে ৪ বছর**

**কলাপাতায় লেখা** ঃ **২ বছর থেকে ৩ বছর**

**কাগজে লেখা** ঃ **২ বছর**

তবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে স্যার ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারকে সভাপতি মনোনীত করে "ভারতীয় শিক্ষা কমিশন" গঠনের পর। ১৮৮২ সালে গঠিত কমিশন পরের বছর ২শ ২২টি সুপারিশ সম্বলিত ৬শ পৃষ্ঠার **'হান্টার কমিশন'** রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয়, **প্রাথমিক শিক্ষা হলো** - জনশিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কমিশনের মতে নিরক্ষরতা দূর করতে প্রাথমিক শিক্ষা তথা সর্বশ্রেণীর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে ৩৬টি সুপারিশ রয়েছে। তাদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে জনগণের মাতৃভাষায় জীবনের পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সে সব বিষয়ই শেখানো হবে প্রাথমিক শিক্ষায়।

ইংল্যান্ডের শিক্ষা আইনে (১৮৭০) প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে দেয়া হয়। ১৯০১ সালের লর্ড কার্জনের সময়েও শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত ১৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বেশিটাই সরকার বহন করতে থাকে। ১৯১৯ সালে অবৈতনিক **"নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক আইন"** পাশ করা হয়। প্রথমে মিউনিসিপ্যালিটিতে থাকলেও ১৯২১ সালে তা গ্রামের ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এরপর ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিশন মাতৃভাষার মাধ্যমে বাস্তব ও কর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বা শিশু শিক্ষা পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে রিপোর্ট পেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

## ১.৭.১ বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা সমূহ

## (Primary Education Planning in Bangladesh)

**পাকিস্তান যুগে প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষা (১৯৪৭-১৯৭০) ঃ** বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট এ উপমহাদেশে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। বৃটিশদের চালিত প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষার ভিতের উপরই পরবর্তী নীতি সমূহ অনুসৃত হতে থাকে। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে সাজাতে ১৯৫২ সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক আকরাম খানকে কমিশনের সভাপতি করে **"পূর্ব ভঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি "** গঠিত হয়। যা মাওলানা মুহাম্মদ **আকরাম খান শিক্ষা কমিটি** নামে পরিচিত। এতে পেশকৃত সুপারিশসমূহ ছিল প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, নারী, সংখ্যালঘু, শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির কথা। এ কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি।

**আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ** পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। এই কমিশনের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে যতদূর সম্ভব একটি Self Contained এবং Self Sufficient Unit হিসেবে প্রণয়নের জন্য গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, এই স্তরের শিক্ষা লাভের মাধ্যমে শিশুরা যেন কার্যকর স্বাক্ষরতাসহ নৈতিক ও নাগরিকত্ব গুণ লাভ করতে পারে এবং অনুশীলনের সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

**শরীফ কমিশন রিপোর্ট ঃ** পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের চাহিদা ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য যথাযথ বলে বিবেচিত হয়নি। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে এবং জনসাধারণের আশা-আকাংখা কার্যকর করতে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এস,এম, শরীফকে চেয়ারম্যান করে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এরপর ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ বিষয়ক ১৯৬৪ সালের বিচারপতি **হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন** এর ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে পূর্ববর্তী সকল শিক্ষা কমিশনের অবাস্তব শিক্ষানীতির তীব্রভাষায় সমালোচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

## ১.৭.২ বাংলাদেশের শুরুতে প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষা (১৯৭১- ১৯৯০)

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর মাত্র ৯ মাসের মধ্যে বিজয় অর্জিত হয়। অভ্যুদয় ঘটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের। স্বাধীনতা লাভ করেই নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে অন্যসব ধরণের গঠনমূলক কাজের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের দিকেও মনোনিবেশ করতে হয়। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষিত জনসংখ্যার প্রয়োজন অপরিসীম। **অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের মতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যথাযথ ব্যবহার করে দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৭০-৮০ জন হওয়া প্রয়োজন।** সদ্য স্বাধীনতার পরপরই শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে উদ্যোগ নেয়া হয়। স্বাধীন দেশ ও জাতির উপযোগী করে প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার মানসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়।

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে (১৯৭২) বলা হয়েছে , রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ( **হোসেন মোঃ কামাল, ১৯৯৩**)।

স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী এবং প্রতিবেশী দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের রূপ কাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন এবং ২৪শে অক্টোবর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-ই-খুদাকে কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করা হয়। এই **ড. মুহাম্মদ কুদারত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন,** ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই কমিশন যে সকল সুপারিশ সমূহ গ্রহণ করে তার মধ্যে প্রাথমিক বা শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

Dhaka University Institutional Repository

০১. প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন।

০২. ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন।

০৩. শিক্ষার্থীদের ঝরে পরা রোধে বাধ্যবাধকতা আরোপ ছাড়াও পাঠ্যসূচী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয়করণ।

০৪. এক ও অভিন্ন ধরণের বিজ্ঞান সম্মত, জীবনমুখী, পরিবেশ ও চাহিদাভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, প্রভৃতি (**জরিপ, সকগই, ১৯৯৯**)।

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে **মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন** রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো ঃ

০১. বর্তমানে প্রচলিত পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

০২. প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী সকল স্তরের শিক্ষার ভিত্তি এবং অনেক শিক্ষার্থীর জন্য সমাপনী শিক্ষা বিধায় এই স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে। যাতে অর্জিত শিক্ষা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে।

### ১.৭.৩ স্বাধীনতার প্রায় দেড় যুগ পর, বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা (১৯৯০-২০০৫)

১৯৯০ সাল শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য একটি সময়। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাশ করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও জোরদার করণের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৯৭ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির গৃহীত সুপারিশমালার মধ্যে নিম্নলিখিত গুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

০১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হবে।

০২. প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়।

০৩. প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে (**হোসেন মোঃ কামাল, ১৯৯৩**)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে, প্রাক - প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বাংলাদেশে বর্তমানে (২০০৫ সাল) বহুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট প্রভৃতি বহু নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজমান তার পেছনে দু'টি প্রধান কারণ হলো ঃ

০১. প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হিহার।

০২. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ।

## ১.৮ একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা ভাবনা

## (After 2000 , Child 0r Primary Education in Bangladesh)

একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারের গতিও শ্লথই রয়ে গেছে। ১৯৯১ সালে ঝরে পরার হার ছিল শতকরা ৫৯.৩০ ভাগ, ১৯৯৩ সালে শতকরা ৩৯.৬০ ভাগ, এবং ১৯৯৪ সালে ছিল শতকরা ৩৮.৭০ ভাগ। ভর্তি বৃদ্ধি এবং ঝরে পরা রোধ কল্পে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হলো ঃ

০১. স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা ,

০২. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় সরকারি ব্যয়ে কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ,

০৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা ,

০৪. দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগ না করে সেজন্য শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা ,

০৫. শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় আকর্ষণ করা কার্যক্রম শুরু করা।

**প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-Primary Education)** ঃ ০৩ থেকে ০৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য যে শিক্ষা তা হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষার সাথে পরিচয় করানো হলো এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা শিশুর পরবর্তীকালের শিক্ষার প্রস্তুতি স্তরকে সুদৃঢ় করে। শিশুদের নানা ধরণের লেখা, খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সুস্থ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এ শিক্ষায় শিশু মানব সন্তানকে মানুষে পরিণত হতে শিক্ষা গ্রহনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে শিখে এবং তাকে যে তার নিজ সমাজের দায়িত্ব নিতে হবে তাও সে উপলব্ধি করতে পারে । তার ভিতরে আগামী শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে এ ধারণা লাভের কারণে তাকে যে সমাজপতি, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিয়ার, সমাজকর্মী, পাইলট, এমপি, মন্ত্রী প্রভৃতি পেশা বা পদ গ্রহন করতে হবে এবং এতে যে শিক্ষা গ্রহনের কোন বিকল্প নেই তাও সে তার নিজের স্বপ্নে নিয়ে আসতে শিখে ।

**প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education) ঃ** বাংলাদেশের বর্তমান (২০০৫ সাল) শিক্ষা কাঠামোর প্রথম এবং মৌলিক স্তর হলো প্রাথমিক শিক্ষা স্তর। ০৬ থেকে ১০ বছর (৬+ থেকে -১১) বয়সী শিশুদের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এ স্তরে শিক্ষা দেয়া হয়। এই শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তী কালের শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম সোপান। শিক্ষার এই প্রারম্ভিক স্তরকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার মৌল ভিত্তি এ স্তরই রচিত হয়। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান দু'টি উদ্দেশ্যের একটি হচ্ছে শিক্ষার মৌল ভিত্তি হিসেবে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ, অন্যটি হচ্ছে পরবর্তী শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি।

**বাংলাদেশের এক বিরাট সংখ্যক (৯৮%) শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই প্রারম্ভিক শিক্ষা।** প্রাথমিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক। আমাদের দেশে সাধারণত প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুর বয়স ৬(+) থেকে (-)১১ বছর পর্যন্ত থাকে। বয়স ভেদে শিশুর মাঝে চাহিদার যে তারতম্য দেখা যায় তা শিশুর সুষ্ঠু পরিপূর্ণ সার্বিক বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ বিকাশ নানাবিধ হতে পারে, যেমন- শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয়। তাই বলা হয়ে থাকে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তী বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা এবং শিক্ষা জীবন। শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখার উন্নতিকল্পে আমরা যত অর্থই ব্যয় এবং যত শ্রমই দেই না কেন সবই বিফলে যাবে, যদি না প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করা সম্ভব হয়।

কেননা এ স্তরের শিক্ষার্থীদের মন নরম কাঁদা মাটির মতো থাকে। এ কোমল মতি শিক্ষার্থীরা এ সময়ে যা কিছু জানবে ও শিখবে তাই তাদের সমগ্র জীবন ভর প্রভাবিত করবে। **এ ছাড়া শিশুর নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।** তাই পৃথিবীর সব দেশে সমভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর মনে ন্যায় বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, পরমত সহিষ্ণুতা, মানবাধিকার সচেতনতা, সহজ জীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ,

Dhaka University Institutional Repository

দেশপ্রেম, স্বাবলম্বীতা, স্বাধীনতাবোধ, অধ্যাবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু নিজকে নিজে মানুষ হিসেবে চিনতে পারে এবং মানবীয় মূল্যমানে নিজকে মূল্যায়িত করতে শিখে । শিশুর এ শিক্ষা অর্জন তার সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং অর্থপূর্ণ শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে তাকে তার সামগ্রিক জীবন সমস্যা সমাধানের সার্বিক যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ করে থাকে ।

## বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

০১. শিশুর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

০২. শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতুহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূলবোধ সৃষ্টি করা।

০৩. শিশুর মাঝে অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার, কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, ন্যায় নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলী জাগ্রত করা।

০৪. মাতৃভাষার লিখন, পঠন ও হিসাবরক্ষণের ক্ষমতা অর্জন করা।

০৫. মানুষে মানুষে মৈত্রী, প্রীতি ও পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা।

০৬. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

০৭. কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

০৮. দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তোলা।

০৯. জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে তৈরী করা এবং

১০. প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা।

## বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর স্তরগুলো নিম্নরূপ (The Present Education Structure of Bangladesh) ঃ

০১.প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা -> ০২. প্রাথমিক শিক্ষা -> ০৩. নিম্মাধ্যমিক শিক্ষা ->

০৪. মাধ্যমিক শিক্ষা -> ০৫. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা -> ০৬.উচ্চ শিক্ষা ।

Dhaka University Institutional Repository

## বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো ঃ বাংলাদেশের শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস

<table>
<tr><td colspan="2">২২+</td><td colspan="3">ডক্টরেট<br>এম.ফিল</td><td>কামিল</td></tr>
<tr><td>২১</td><td>১৬</td><td>মাস্টার্স</td><td>মাস্টার্স</td><td rowspan="2">উচ্চ শিক্ষা</td><td rowspan="2">ফাজিল</td></tr>
<tr><td>২০<br>১৯<br>১৮</td><td>১৫<br>১৪<br>১৩</td><td>স্নাতক (সম্মান)</td><td>স্নাতক (পাশ)</td></tr>
<tr><td>১৭<br>১৬</td><td>১২<br>১১</td><td colspan="3">উচ্চ মাধ্যমিক</td><td>আলিম</td></tr>
<tr><td>১৫<br>১৪</td><td>১০<br>৯</td><td colspan="3">মাধ্যমিক</td><td rowspan="2">দাখিল</td></tr>
<tr><td>১৩<br>১২<br>১১</td><td>৮<br>৭<br>৬</td><td colspan="3">নিম্ন মাধ্যমিক</td></tr>
<tr><td>১০<br>৯<br>৮<br>৭<br>৬</td><td>৫<br>৪<br>৩<br>২<br>১</td><td colspan="3">প্রাথমিক</td><td>ইবতেদায়ী</td></tr>
<tr><td>৫<br>৪<br>৩</td><td></td><td colspan="3">প্রাক- প্রাথমিক</td><td>ফুরকানিয়া<br>হাফিজিয়া</td></tr>
<tr><td>বয়স</td><td>শ্রেণী</td><td colspan="3">সাধারণ শিক্ষা</td><td>মাদ্রাসা শিক্ষা</td></tr>
</table>

উল্লেখিত স্তরগুলো সাধারণ শিক্ষার। এগুলোর পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর রয়েছে। বাংলাদেশের বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দু'ভাবে পরিচালিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার শুরুর প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

বছর থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় এবং ১৬ বছর নিয়মিত পাঠ্যক্রম চালানোর পর তা শেষ হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা একটি আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭৮,১২৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়, সময়কাল এবং শিক্ষার্থীদের বয়সভিত্তিক চার্ট (২০০১ সাল) নিচে দেয়া হলো **(আক্তার আয়েশা, ২০০২)**।

## সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়

| শিক্ষাস্তর ও শ্রেণী | শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণী | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | শিক্ষার ধরণ |
|---|---|---|---|
| প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা | ৪+ থেকে ৫+ বছর বয়স | নার্সারী/কিন্ডারগার্টেন/ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণী | বাধ্যতামূলকনয় সরকারিপর্যায়ে অবৈতনিক, বেসরকারি বৈতনিক |
| প্রাথমিক শিক্ষা | ৬+ থেকে ১১+ বছর বয়স (I - V) | প্রাথমিকবিদ্যালয়/ মাধ্যমিকবিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক শাখা | বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক, বেসরকারি বৈতনিক |
| নিম্ন মাধ্যমিক | ১১+ থেকে ১৩+ বছর বয়স (VI – VIII) | মাধ্যমিকস্কুল সংলগ্ন/ পৃথক কলেজ/ ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন | বাধ্যতামূলক নয়, বৈতনিক |
| মাধ্যমিক শিক্ষা | ১৪+ থেকে ১৫+ বছর বয়স (IX- X) | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বাধ্যতামূলক নয়, বৈতনিক |
| উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা | ১৬+ থেকে ১৭+ বছর বয়স (XI – XII) | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | একই |
| উচ্চ শিক্ষা | ১৮+ তদুর্ধ বছর বয়স | ডিগ্রীকলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়/ ইনস্টিটিউটট | একই |

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা কাঠামো অনুসারে প্রাথমিক স্তর পাঁচ বছর, মাধ্যমিক স্তর পাঁচ বছর, উচ্চ মাধ্যমি স্তর দুই বছর, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ডিগ্রীর মেয়াদ দুই বা তিন বা চার বছর এবং

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ডিগ্রীর মেয়াদ এক বা দুই বছর। একই সমান্তরালের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, যেমন - এবতেদায়ী ৫ বছর, দাখিল ৫ বছর, আলিম ২ বছর, ফাজিল ২ বছর এবং কামিল ২ বছরের কোর্স যা মুসলিম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এছাড়া হিন্দুধর্মের সংস্কৃত টোল এবং বৌদ্ধদের জন্য রয়েছে পালি টেলিস। বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিশু শিক্ষার বিভিন্ন ধরণের (১১ ধরণের) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা নিম্নে ছকে প্রদান করা হলো ঃ

## বিভিন্ন প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (২০০১)

| ক্রমিক নং | প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৭,৬৭১ |
| ২. | পি.টি .আই. সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় | ৫৩ |
| ৩. | রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯,৪২৮ |
| ৪. | কমিউনিটি বিদ্যালয় | ৩,২৬৮ |
| ৫. | স্যাটেলাইট বিদ্যালয় | ৪,০৯৫ |
| ৬. | উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১,৫৭৬ |
| ৭. | আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয় | ১,৯৭১ |
| ৮. | কিন্ডার গার্টেন | ২,৪৭৭ |
| ৯. | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৩,৮৪৩ |
| ১০. | হাই মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৩,৫৭৪ |
| ১১. | এনজিও পরিচালিত স্কুল | ১৭০ |
| **সর্বমোট প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** | | **৭৮,১২৬** |

Dhaka University Institutional Repository

## বর্তমান (২০০৫ সাল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশাসনিক উদ্যোগ (Primary Education Administration) ঃ

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার -> প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় -> প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর -> বিভাগীয় শিক্ষা অফিস -> জেলা শিক্ষা অফিস -> উপজেলা শিক্ষা অফিস -> ক্লাস্টার কার্যক্রম ( PWA.WWW.dpe.gob.bd.)**

উপরিউক্ত প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে চলেছে। শিশুকে মানুষে পরিণত করতে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষার জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটানো এবং সর্বোপরি শিক্ষাকে চাহিদা মাফিক ও জীবন ভিত্তিক করার জন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক পেশকৃত (১৯৭৬ সাল) রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু করা হয়।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরপরই দেশে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাতে সরকারের অগ্রাধিকারের নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বা National Academy for Primary Education ( NAPE) কে শক্তিশালী করা হয়। বিদ্যালয় নির্মাণ, মেরামত ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের কাজে স্থানীয় সরকারের প্রকৌশল বিভাগকে যুক্ত করা হয়। সহকারি থানা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণের জন্য একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস=MIS) স্থাপন করা হয়। বর্তমান পরিদর্শন শাখার মাধ্যমে মহাপরিচালক তাঁর আওতাধীন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ক্লাস্টার পর্যায়ে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তাকে পরিদর্শন সম্পর্কে নির্দেশনা ও উপদেশনা দিয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

## ২.১ গবেষণা সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literature) ঃ

বর্তমান গবেষণার জন্য সহায়ক ও দিক নির্দেশনামূলক এমন সব অতিগুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মসমূহ অধিত বা সমীক্ষণ করা হয়েছে, যা প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমান গবেষণা কর্মটির বিষয়বস্তু এবং গবেষণার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়াও আমার গবেষণার শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম দৃষ্টিগোচর হয়নি । অধিত গবেষণাকর্মসমূহ বা সাহিত্য পর্যালোচনায় বর্তমান গবেষণার জন্য সহায়ক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে মোঃ কামাল হোসেনের গবেষণা কর্মটির প্রাপ্ত ফলাফল বিশেষ সহায়ক হয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল হলো, অর্থনৈতিক কারণে সর্বাধিক সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে আসে না, সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক কারণে শতকরা ৪৬ জন শিশু বিদ্যালয়ে আসে না । অর্থনৈতিক কারণগুলোর মধ্যে অভিভাবকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য শতকরা ৮২জন শিশু , সংসারের কাজে পিতামাতাকে সাহায্য করতে হয় বলে শতকরা ৪১ জন শিশু , শিশু বয়সেই রোজগারের জন্য কাজ করতে হয় বলে শতকরা ১১ জন শিশু , বই পত্র ও কাপড়-চোপড়ের অভাবে শতকরা ৬৭ জন শিশু এবং খাওয়া পরার অভাবে শতকরা ২১ জন শিশু বিদ্যালয়ে আসে না। সামাজিক কারণে শতকরা ১৯ জন শিশু বিদ্যালয়ে গমন করে না। সামাজিক কারণের মধ্যে অভিভাবকদের অসচেতনতার জন্য শতকরা ৩১ জন শিশু , প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় না বলে শতকরা ৯ জন শিশু, ধর্মীয় বিধি নিষেধের ফলে শতকরা ২৯ জন শিশু এবং গ্রামীণ কোন্দলের ফলে শতকরা ২১জন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না।

শিক্ষা সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ে না আসা শিশুর হার হলো শতকরা ২২ জন । উক্ত কারণের মধ্যে বিদ্যালয় দূরে বলে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য শতকরা ১৩ জন শিশু, শিক্ষক - অভিভাবক সু-সম্পর্কের অভাবে শতকরা ৪১ জন শিশু , কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বলে শতকরা ২৭ জন শিশু , স্কুল থেকে ঝরে পরা শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্ররোচিত হবার ফলে শতকরা ১১ জন শিশু এবং স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় না হবার কারণে শতকরা ১৪ জন শিশু বিদ্যালয়ে আসে না। ব্যক্তিগত কারণে বিদ্যালয়ে না আসা শিশুর হার শতকরা ১১ জন শিশু , ব্যক্তিগত কারণের মধ্যে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধকতার ফলে শতকরা ৫ জন শিশু, লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ না থাকার ফলে শতকরা ১৫ জন শিশু , বিদ্যালয়ে যাওয়ার সাথীর অভাবে শতকরা ১৯ জন শিশু, টিকা-ইনজেকশনের ভয়ে শতকরা ৫ জন শিশু এবং শিক্ষকদের শাস্তিদানের ভয়ে শতকরা ১৩ জন শিশু বিদ্যালয়ে আসে না। বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ে না আসা বালকের তুলনায় বালিকা বেশী **(হোসেন মোঃ কামাল, ১৯৯৩)**।

*Dhaka University Institutional Repository*

মাহমুদা শায়লা বানুর গবেষণা কর্মটির ফলাফল হলো, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান সন্তোষজনক। তাদের পেশাগত যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করা খুবই প্রয়োজন। অভিজ্ঞতার মান মোটামুটি সন্তোষজনক। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীদের পরবর্তী স্তরেরশিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানসমূহ এন, সি,টি,বি, (NCTB) কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে থাকে। উপস্থিতির হার সন্তোষজনক প্রভৃতি ( **শায়লা বানু মাহমুদা , ১৯৯৭** )।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল হলো, উত্তরদাতাদের পরিবারে স্কুল গমনকারীদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৮৮ জন শিশু ১ম থেকে ৩য় শ্রেণীর মধ্যে এবং শতকরা ৬৮ জন শিশু ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর মধ্যে , শতকরা ২০ জন শিশু ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণীর মধ্যে এবং শতকরা ০৩ জন শিশু ৭ম থেকে ৯ম শ্রেণীর মধ্যে পড়াশুনা করে। বেশীর ভাগ শিশু অর্থাৎ শতকরা ৫১ জন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং শতকরা ৪২জন এনজিও তে পড়ে । বেসরকারিতে শতকরা ০৬ জন এবং মাত্র শতকরা ০৩ জন শিশু মাদ্রাসাতে গমন করে। উত্তরদাতাদের পরিবারে ০৫- ১৫ বছর বয়সের মোট শিশু ৩০১ জনের মধ্যে ১০৫ জন শিশু স্কুলে যায় না। এদের মধ্যে শতকরা ৪৬ জন শিশু ছেলে এবং শতকরা ৪২জন শিশু মেয়ে। না যাওয়ার কারণ হিসেবে শতকরা ৩১ জন শিশু দরিদ্রতার কারণে, শতকরা ১৭ জন অমনোযোগিতার কারণে, শতকরা ০৮জন লেখাপড়ার পর কর্ম নেই বলে, শতকরা ০৮জন শিশু উৎসাহের অভাবে, শতকরা ০৩ জন স্কুলের অভাবে এবং শতকরা ১৭ জন শিশু অন্যান্য কারণে বিদ্যালয়ে যায় না।

কেমন ধরণের সুবিধা পেলে সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন এর উত্তরে শতকরা ৪৩ জন শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, শতকরা ৩৩ জন বৃত্তির ব্যবস্থা এবং শতকরা ১১ জন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। "প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক"-এ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৮৩ জন জ্ঞাত এবং শতকরা ১৮ জন জ্ঞাত নয়। যারা জ্ঞাত তাদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন প্রচার মাধ্যমের, শতকরা ৩৩ জন এনজিও, শতকরা ১৭ জন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে এবং শতকরা ০৪ জন অন্যান্য মাধ্যমে অবগত হয়েছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ" সম্পর্ক শতকরা ৯৬ জন অবগত এবং শতকরা ০৪ জন অবগত নন। আবার "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী" সম্পর্কে শতকরা ৭৩ জন অবগত এবং শতকরা ২৭ জন অবগত নন। কর্মমুখী শিক্ষাকে উপযোগী মনে করেন শতকরা ৫৪ জন , সাধারণ শিক্ষাকে শতকরা ২২ জন এবং উভয় শিক্ষাকে শতকরা ১৬ জন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৯৩ জন এর নিজ বস্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, শতকরা ০৮ জনের নেই। বিদ্যালয় আছে যাদের, তাদের মধ্যে শতকরা ৭৮টি এনজিও, শতকরা ৩২টি সরকারি এবং শতকরা ২১টি মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিদ্যালয়ে পাঠাতে অসুবিধার কথায় শতকরা ৪৮ জন বলেছেন, আর্থিক সুযোগ- সুবিধার অভাব, শতকরা ১৯ জন ছেলে ধরার ভয়ের, শতকরা ১৫ জন বিদ্যালয় অপর্যাপ্ততার, শতকরা ১৩ জন যাতায়াতের অসুবিধার এবং শতকরা ০৬ জন অন্যান্য কারণের কথা বলেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মনে করেন শতকরা ৭৭ জন এবং করেন না শতকরা ২৩ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ১৫ জনের সন্তানেরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষে এবং শতকরা ৭৮ জনের, শিক্ষা শেষ না করেই কর্মে নিয়োজিত হয়। বস্তির শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে শতকরা ৪৫ জন নতুন বিদ্যালয় স্থাপনে, শতকরা ৩৮ জন বৃত্তি / আর্থিক সুবিধা প্রদানে, শতকরা ১৮জন শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, শতকরা ১৮জন উপকরণ সরবরাহ, শতকরা ১৮ জন অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, শতকরা ০৮ জন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শতকরা ০৫ জন শিক্ষিত সমাজকে সক্রিয় অবদান রাখার সুপারিশ করেন ( **জরিপ,সকগই, ১৯৯৯**)।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল হলো, ব্র্যাকের শিক্ষার্থীদের শতকরা ০৫টি পরিবারে স্কুল গমনোপযোগী শিশু রয়েছে এবং আহছানিয়া মিশন পরিচালিত স্কুল ড্যামের শিক্ষার্থীদের শতকরা ৩০টি পরিবারে স্কুল গমনোপযোগী শিশু রয়েছে। ব্র্যাকের ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের শতকরা ২৫ জন এবং ড্যামের ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের শতকরা ১০জন, ছেলেমেয়েদের স্কুলে দেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে বলে জানিয়েছেন। ব্র্যাকের শিক্ষার্থীদের শতকরা ৯৫ জন অভিভাবক এবং ড্যামের শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮০ জন অভিভাবক বলেছেন, স্কুলের কর্মকান্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিষ্ঠান তাদের মতামত গ্রহণ করে।

ব্র্যাক ও ড্যামের শতকরা ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী বলেছে, শিক্ষকরা তাদের আদর যত্ন করে ও তাদের সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনে। ব্র্যাকের শতকরা ৬৫ জন শিক্ষক জানিয়েছেন, অভিভাবক সভায় উপস্থিতি ৯১-১০০ জন এবং ড্যামের শতকরা ৩৫ জন শিক্ষক জানিয়েছেন ৫০-৬০ জন থাকেন। ব্র্যাকের শতকরা ৭০ জন শিক্ষকদের মতে,কমিউনিটি মিটিং হয় না এবং ড্যামের শতকরা ৫০ জন শিক্ষকদের মতে, কমিউনিটি মিটিং হয় না। ব্র্যাকের শিক্ষার্থীদের শতকরা ৭৫জন এবং ড্যামের শতকরা ৮০ জন বিভিন্ন ধরণের কাজের সাথে জড়িত রয়েছে। ব্র্যাক ও ড্যামের শতকরা ৮৫ জন শিক্ষার্থীর মতে, তাদের স্কুলে আসতে খুব ভাল লাগে।

Dhaka University Institutional Repository

ড্যামের মাত্র শতকরা ০৫ জন বলেছে ভাল লাগে না। ব্র্যাকের শিক্ষকদের শতকরা ৪৫ জন এবং ড্যামের শিক্ষকদের শতকরা ৭৫ জন বলেছেন, অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগের সময় সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। ব্র্যাকের শতকরা ৯০জন এবং ড্যামের শতকরা ৯৫জন শিক্ষার্থীকে বাসায় পড়াশোনা করতে হয় বলেছে। ব্র্যাকের শতকরা ২৮ জন এবং ড্যামের শতকরা ৩৭ জন শিক্ষার্থী জানিয়েছে, বাসায় তাদের পড়াশোনায় কেউ সাহায্য করে না। ব্র্যাকের ড্রপ আউটের হার শতকরা ২০ জন এবং ড্যামের ড্রপ আউটের হার শতকরা ১০ জন। ড্রপ আউটের কারণ সম্পর্কে ব্র্যাকের শিক্ষকদের মতে, শতকরা ৯০ভাগ কারণ অভিভাবকদের বস্তি ছেড়ে যাওয়া । শতকরা ৭৫ ভাগ কারণ গ্রামের বাড়ীতে চলে যাওয়া,শতকরা ১০ভাগ বাল্যবিবাহ, শতকরা ১৫ভাগ কাজে যোগ দেয়া,

শতকরা ১০ভাগ অসচেতনতা এবং শতকরা ০৫ ভাগ কারণ অভিভাবকদের বিবাহ বিচ্ছেদ।

অপরদিকে ড্রপ আউটের কারণ সম্পর্কে ড্যামের শিক্ষকদের মতে,শতকরা ৮৫ ভাগ কারণ বস্তি ছেড়ে যাওয়া। শতকরা ৯০ ভাগ কারণ গ্রামের বাড়ীতে চলে যাওয়া, শতকরা ১৫ ভাগ অধিক সুবিধা লাভে অন্য স্কুলে গমন,শতকরা ২৫ ভাগ কাজে যোগ দেয়া, শতকরা ২০ ভাগ অসচেতনতা,শতকরা ২৫ ভাগ অর্থনৈতিক সমস্যা, শতকরা ০৫ ভাগ শিক্ষিকার পরিবর্তন এবং শতকরা ৪০ ভাগ কারণ শিক্ষার অনুপযোগী পরিবেশ। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির ব্যপারে, ব্র্যাকের শতকরা ৬৫ জন শিক্ষক এবং ড্যামের শতকরা ৭৫ জন শিক্ষক অপর্যাপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কর্মসূচি উন্নয়নে ব্র্যাকের ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের শতকরা ৮৫ জন ভর্তি ফি মওকুফ, শতকরা ৫০ জন জামা কাপড়ের ব্যবস্থা, শতকরা ২০জন শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, শতকরা ৬৫ জন মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো, শতকরা ৬০ জন হাতের কাজ শেখানো, শতকরা ১৫ জন খাতা প্রদানের ব্যবস্থা, শতকরা ১৫ জন সচেতনতা বৃদ্ধি, শতকরা ১০ জন স্কুলের পরিবেশ উন্নত করা এবং শতকরা ৫০ জন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। অন্যদিকে ড্যামের শিক্ষকদের শতকরা ৫০ জন জামা কাপড়ের ব্যবস্থা, শতকরা ৩০ জন শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, শতকরা ৬৫ জন মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো, শতকরা ১০ জন অভিভাবকদের সচেতন করে তোলা, শতকরা ৩০ জন স্কুলের পরিবেশ উন্নত করা এবং শতকরা ৬৫ জন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। কর্মসূচি উন্নয়নে ব্র্যাকের শিক্ষকদের শতকরা ৬২ জন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং ড্যামের শিক্ষকদের শতকরা ৪০ জন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন **(পর্যালোচনা, সকগই , ২০০০)**।

Dhaka University Institutional Repository

আয়েশা আক্তারের গবেষণা কর্মটির ফলাফল হলো, ঝিনাইদহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায় বা বাধা সমূহের মধ্যে রয়েছে, শিক্ষক স্বল্পতা ,শূন্যপদ পূরণে দীর্ঘ সময় ব্যয় ,সকল শিক্ষকই বাড়ির নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে থাকতে চায় , যোগ্য শিক্ষকের অভাব , শতকরা ২৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ সংখ্যা মাত্র ৩ জন ,শহরাঞ্চলে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক বেশি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে পোষ্টিং নিতে অনীহা, এক্ষেত্রে মহিলারা শহর ছাড়তেই রাজী নন। শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের চেয়ে বিভিন্ন অজুহাতে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসে ঘুরে বেড়ায়, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসের হয়রানি ,শূন্যপদ পূরণে অনিয়ম , শতকরা ৬০ জন মহিলা শিক্ষক অনুপস্থিত , প্রতি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫ জন শিক্ষক থাকা আবশ্যক , সঠিক পোষ্টিং এর ব্যবস্থা নেয়া প্রভৃতি (**আক্তার আয়েশা, ২০০২**)।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল হলো, বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই, এমন কথা বলেছেন শতকরা ৬৭ জন উত্তরদাতা। শতকরা ৭৫ জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন এবং শতকরা ২৫ জনের উপস্থিতি সন্তোষজনক। আনুপাতিক হারে বই পায় না ছাত্র-ছাত্রীরা এমন অভিমত দিয়েছেন, শতকরা ৮৩ জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা। ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নে অবদান রাখেন, এমন মতামত দিয়েছেন শতকরা ৭৫ জন উত্তরদাতা। শতকরা ৯০ জন ছাত্র / ছাত্রী জানিয়েছে তারা নিয়মিত স্কুলে আসে। অনিয়মিত হওয়ার কারণ হিসেবে শতকরা ৭৫ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে অসুস্থ্যতা। নিয়মিত ক্লাস হয় , এমন মত দিয়েছে শতকরা ১০০ জন ছাত্র/ ছাত্রী। ৪টা নতুন + ২টা পুরাতন এ হারে বই পেয়েছে শতকরা ৯৩ জন ছাত্র/ ছাত্রীরা। ক্লাস রুমের ধারণ ক্ষমতা ৪০- ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী। কোন বিদ্যালয়েই কমনরুম ও কেন্টিন এ জাতীয় কিছু নেই। বিদ্যালয় সমূহের ড্রপ আউটের যে চিত্র পাওয়া গেছে তা বেশ উদ্বেগজনক ( **সমীক্ষা, সকগই , ২০০২** )।

সন্ধ্যারাণী হালদারের গবেষণা কর্মটির ফলাফল হলো, সরকারি পর্যায়ে শিক্ষা বিভাগে জেলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মধ্যে প্রশাসনিক নীতিমালা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে কিন্তু সরকারি নীতিমালার সাথে তা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অপরদিকে সরকারী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের চেয়ে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ধারণা স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু সবল ও দুর্বল দিক রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে, অনেক নীতি মাঠ পর্যায়ে আলাপ আলোচনা না করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রণয়ন করে, বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি প্রাথমিক বিভাগের কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের বিভাগ বহির্ভূত কাজ যেমন জাতীয় কর্মসূচী, জেলা, উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম করার ফলে নিজ বিভাগের কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। বেসরকারি পর্যায়ে বিভাগ বহির্ভূত কাজ না থাকলেও নিজ বিভাগে কাজের চাপ খুব বেশী। ফলে কর্মকর্তাগণ নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে পারেন না। প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়নিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি চাকুরী বিধি-বিধান যথাযথভাবে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা দরকার। বেশীর ভাগ তত্ত্বাবধায়কগণ তত্ত্বাবধানের ধারণার বাইরে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধান করে থাকেন। বিদ্যালয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এসএসসি ও পিটি এর সদস্যগণের দায়িত্ব কর্তব্যের একটি আইনগত কাঠামো থাকা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন উপবৃত্তি, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি সঠিকভাবে বন্টন করার জন্য স্থানীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কোন রকম প্রভাব খাটাতে না পারে তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বেসরকারি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত অভিভাবকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বা শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। মাঠ ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তার অফিসে ও বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট তহবিলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ বিদ্যালয় বহির্ভূত কর্মকান্ডে জড়িত থাকেন বলে বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস নেয়া এবং সহকর্মীদের নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে পারেন না। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা অফিসে কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক পৃথক বসার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের যোগান দেয়া উচিত এবং উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করতে ভৌত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা দরকার।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের ছুটি , জেলা প্রশাসক শিক্ষা অফিসারের হাতে ন্যস্ত থাকায় তাদের অসুবিধা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়নিক কাজ পরিচালনা করার জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বেসরকারি পর্যায়ে যে সকল কর্মকর্তা সুনাম অর্জন করেছে তাদের ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ জন্য রিসোর্স পুনর্গঠনের চিন্তা করা যেতে পারে। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়নিক ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে বাস্তব সম্মত পৃথক ও স্বতন্ত্র ক্যাডার গঠন করা আবশ্যক। কর্মকর্তাগণ মনে করেন, তত্ত্বাবধায়নিক প্রক্রিয়াটি অবশ্যই বন্ধু সুলভ হওয়া প্রয়োজন এবং নিজেকে নিপুণ পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় রাখা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক্‌কে অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক পারদর্শী হওয়া আবশ্যক ( **হালদার সন্ধ্যারাণী , ২০০২**)।

*Dhaka University Institutional Repository*

মংগল চন্দ্র বিশ্বাসের, গবেষণা কর্মে পরীলক্ষিত হচেছ যে , অর্থনৈতিক কারণে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে আসে না। অর্থনৈতিক কারণে শতকরা ৩৩ জন, সামাজিক কারণে শতকরা ২৩ জন, বিদ্যালয়ের ত্রুটিজনিত কারণে শতকরা ২১ জন এবং ব্যক্তিগত কারণে শতকরা ১৪ জন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসেনা (**বিশ্বাস মংগল চন্দ্র , গবেষণা কর্ম** )।

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

# ৩.০ গবেষণার ফলাফল

আমার এ গবেষণায় তথ্যদানকারী দুইশত (২০০) জনই প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণ সক্ষম শিশুর পরিবারের প্রধান বিবাহিত পুরষ অথবা নারী । গবেষণায় তথ্যদানকারী দুইশত (২০০) জনের মধ্যে পঁচিশজন (২৫) পুরুষ (পরিবারের প্রধান) এবং একশত পঁচাত্তরজন (১৭৫) নারী (পরিবারের প্রধান) ছিলেন । তাদের মধ্যে সকলেরই ধর্ম প্রিয়তা ছিল এবং তাদের মধ্যে মুসলিম ও হিন্দু পরিবারের সদস্য ছিলেন। চলমান গবেষণায় পরিবার প্রধান হিসেবে তথ্যদানকারীদেরকে গণ্য করা হয়েছে।

শিশু ও তার পরিবারের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানতে শুধু পুরুষ ও নারী তথ্যদানকারীদের মতামত জেন্ডার ভিত্তীক নেয়া হয়েছে কিন্তু শিশু শিক্ষার সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে, বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক চিত্র সম্পর্কে অবহিত হতে, শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা নিরুপন করতে এবং শিশু শিক্ষার কার্যক্রমে ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান করা সম্পর্কিত তথ্য জানতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সম্মিলিত ভাবে দুইশত (২০০) জনের মতামত নেয়া হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণেও সম্মিলিত মতামতই বিবেচিত হয়েছে ।

## ৩.১ শিশু ও তার পরিবারের জনমিতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা

### ৩.১.১ তথ্যদাতাদের বয়স

সারণী নং ০১ তথ্যদাতা শিশুর পরিবারের প্রধানদের বয়স

| তথ্যদাতাদের বয়স | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ৩০-৩৪ | ১৬ | ৬৪.০ |
| ৩৫-৩৯ | ০৮ | ৩২.০ |
| ৪০-৪৪ | ০০ | ০০.০ |
| ৪৫-৪৯তদূর্ধ | ০১ | ০৪.০ |
| মোট | ২৫ | ১০০ |

*গড় বয়স = ৩৪ বছর।

সারনী নং ০১তে উপস্থাপিত তথ্যে ২০০ জনের মধ্যে ২৫ জন তথ্যদাতার বয়স দেখানো হয়েছে। এতে গড় বয়স ৩৪ বছর পরিলক্ষিত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যকের অর্থাৎ শতকরা ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

জনের বয়স ৩০ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে কম সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৪ জনের বয়স ৪৫-৪৯ বা তদূর্ধের মধ্যে রয়েছে। সারকথা হলো ৩০-৩৪ বছর বয়সী ব্যক্তিদের সন্তানরা প্রাথমিক শিক্ষর আওতাভুক্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

**সারণী নং ০২ তথ্যদানকারীদের (নারীর )বয়স**

| তথ্যদানকারীদের (নারীর )বয়স | জনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ২৫-২৯ | ৬০ | ৩৪.২৯ |
| ৩০-৩৪ | ১১১ | ৬৩.৪৩ |
| ৩৫-৩৯ | ০২ | ০১.১৪ |
| ৪০-৪৪ | ০১ | ০০.৫৭ |
| ৪৫-৪৯ | ০১ | ০০.৫৭ |
| মোট | ১৭৫ | ১০০ |

* গড় বয়স = ৩১ বছর ।

সারনী নং ০২ তে উপস্থাপিত তথ্যে ২০০ জন তথ্যদানকারীদের মধ্যে ১৭৫ জন নারী উত্তর দানকারীদের বয়সের গড় ৩১ বছর পরিলক্ষিত হচেছ। সবচেয়ে বেশী সংখ্যকের বয়স (৬৩%) ৩০-৩৪ বয়সের মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে কম সংখ্যকের অবস্থান (১%) ৪৫-৪৯ বা তদূর্ধের মধ্যে রয়েছে। এটি স্বাভাবিক যে, নারী তথ্যদানকারীদের গড় বয়স কম।

## ৩.১.২ তথ্যদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা

**সারণী নং ০৩ তথ্যদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা**

| তথ্যদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ২-৪ | ১৩৮ | ৬৯.০ |
| ৫-৭ | ৫৬ | ২৮.০ |
| ৯-১০ | ০৬ | ০৩.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

*পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা = ৪ জন।

সারনী নং ০৩ তে উপস্থাপিত তথ্যে, তথ্যদাতাদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪ জন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যা ২ থেকে ৪ সদস্যের মধ্যে সীমিত রয়েছে । বর্তমান

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এতে ছোট পরিবারের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনসংখ্যার স্ফীতির বিপরীত অর্থাৎ ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে।

**সারণী নং ০৪ তথ্যদানকারীদের শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুর সংখ্যা**

| শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুর সংখ্যা | জনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ০ | ০৩ | ০১.৫ |
| ১ | ৭৯ | ৩৯.৫ |
| ২ | ১০৩ | ৫১.৫ |
| ৩ | ১৫ | ০৭.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ০৪ তে উপস্থাপিত তথ্যে, তথ্যদানকারীদের পরিবারের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুদের সংখ্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। লক্ষনীয় যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫২টি পরিবারে ২ জন করে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিশু রয়েছে এবং শতকরা ৪০টি পরিবারে ১জন করে শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশু রয়েছে। মাত্র শতকরা ৮টি পরিবারে ৩ জন করে শিশু শিক্ষা উপযোগী শিশু রয়েছে।এতে শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুর সংখ্যার ভীতিজনক স্থূলতা দেখা যাচ্ছে না, অর্থাৎ পরিকল্পিত শিশু শিক্ষাদান সম্ভব হতে পারে ।

### ৩.১.৩ তথ্যদাতাদের (অভিভাবক) শিক্ষা

**সারণী নং ০৫ তথ্যদাতাদের (অভিভাবক) অর্জিত শিক্ষা**

| তথ্যদাতাদের অর্জিত শিক্ষা | জনসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্বাক্ষর | ০৫ | ২০.০ |
| ১ম-৫ম | ০৬ | ২৪.০ |
| ৬ষ্ঠ-১০ম | ১০ | ৪০.০ |
| এস,এস,সি | ০৩ | ১২.০ |
| এইচ,এস,সি | ০১ | ০৪.০ |
| মোট | ২৫ | ১০০ |

Dhaka University Institutional Repository

সারনী নং ০৫ তে ২০০ জনের মধ্যে ২৫ জন তথ্যদাতাদের শিক্ষা অর্জন বা গ্রহণ দেখানো হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন ৬ষ্ঠ শ্রেনী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন বা শিক্ষা অর্জন করেছেন তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শতকরা ২৪ জনের লেখা পড়া ১ম থেকে ৫ম শ্রেনীর মধ্যে রয়েছে। শতকরা ২৪ জন সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন রয়েছেন। কোন নিরক্ষর নেই বিধায় আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পুরুষের শিক্ষা গ্রহণ মনোযোগিতার ইংগিত দিচ্ছে এবং শতকরা ১২ জনের মতো এস.এস.সি পাশ, শিক্ষা গ্রহণ আগ্রহ বৃদ্ধির ইংগিত বহন করছে। দেশের জন্য যা খুবই ইতিবাচক।

**সারণী নং ০৬ তথ্যদানকারী নারীদের শিক্ষা**

| তথ্যদানকারী নারীদের শিক্ষা | জনসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| নিরক্ষর | ০১ | ০.৫৭ |
| সাক্ষর | ১০ | ৫.৭১ |
| ১ম-৫ম | ৯৬ | ৫৪.৮৬ |
| ৬ষ্ঠ-১০ম | ৬৩ | ৩৬.০০ |
| এস,এস,সি | ০১ | ০.৫৭ |
| এইচ,এস,সি | ০২ | ১.১৪ |
| স্নাতক ও তদূর্ধ | ০২ | ১.১৪ |
| মোট | ১৭৫ | ১০০ |

সারনী নং ০৬ তে ২০০ জনের মধ্যে ১৭৫ জন তথ্যদানকারী নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার হার দেখানো হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫৫ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১ম থেকে ৫ম শ্রেনীর মধ্যে রয়েছে। শতকরা ৩৬ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত। এত শতকরা ১ জন এস.এস.সি, শতকরা ১ জন এইচ.এস.সি এবং শতকরা ১ জন স্নাতক বা তদূর্ধ পাশ রয়েছেন। এটি নারী শিক্ষার কিছুটা অগ্রসরতাকে ইংগিত করে। উল্লেখ্য যে নারী জনগনের মধ্যে নিরক্ষরতা এখনো বিরাজ করছে। শতকরা ৮ জন সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন রয়েছেন, যা ইতিবাচক শিক্ষা সচেতনতার ইংগিত দিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

### ৩.১.৪ তথ্যদাতাদের পেশা

সারণী নং ০৭ তথ্যদাতাদের পেশা

| তথ্যদাতাদের পেশা | জনসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| কৃষক | ০৬ | ২৪.০ |
| চাকুরী | ০৫ | ২০.০ |
| শ্রমিক | ০৪ | ১৬.০ |
| ক্ষুদ্রব্যবসা | ০৪ | ১৬.০ |
| ব্যবসা | ০৩ | ১২.০ |
| কাঠ মিস্ত্রী | ০১ | ৪.০ |
| এমব্রয়ডারী(দর্জি) | ০১ | ৪.০ |
| শিক্ষকতা | ০১ | ৪.০ |
| মোট | ২৫ | ১০০ |

সারনী নং ০৭ তে ২০০ জন তথ্যদাতাদের মধ্যে ২৫ জন পুরষের পেশা দেখানো হয়েছে। এতে অধিক সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ২৪ জনকে কৃষি পেশায় দেখা যাচ্ছে। শতকরা ২০ জন চাকুরীজীবী। শতকরা ১৬ জন শ্রমিক। শতকরা ১৬ জন ক্ষুদ্রব্যবসা করেন। শতকরা ১২ জন ব্যবসা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশের সঠিক আর্থ-সামাজিক চিত্রে এটি সামঞ্জস্যপূর্ন বলেই মনে হচ্ছে। শতকরা ৪ জন কাঠমিস্ত্রী, ৪ জন এমব্রয়ডারী (দর্জি) ও ৪ জন শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষকতার পেশায় পুরুষের অংশ গ্রহন থাকায় আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ০৮ তথ্যদানকারী নারীদের পেশা

| তথ্যদানকারী নারীদের পেশা | জনসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| গৃহিনী | ১৫১ | ৮৬.২৯ |
| গার্মেন্টস শ্রমিক | ১১ | ৬.২৯ |
| কৃষি | ০৫ | ২.৮৬ |
| শিক্ষকতা | ০৪ | ২.২৯ |
| ক্ষুদ্রব্যবসা | ০২ | ১.১৪ |
| পরিচারিকা | ০২ | ১.১৪ |
| মোট | ১৭৫ | ১০০ |

সারনী নং ০৮ তে ২০০ জন তথ্যদানকারীদের মধ্যে ১৭৫ জন তথ্যদানকারী নারীদের পেশা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৮৬ জনই গৃহিনী বা গৃহকাজে নিয়োজিত রয়েছেন। যা বাংলাদেশের নারী পেশার স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে। শতকার ৬ জন শ্রমিক পেশায়, ৩ জন কৃষিপেশায়, ২ জন শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। শিক্ষকতায় নারীদের উপস্থিতি শিশু শিক্ষায় বিরাট আলোক বর্তিকা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। শতকারা ১ জন ক্ষুদ্রব্যবসা এবং শতকরা ১ জন গৃহ পরিচারিকার পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। শতকরা ৬ জন শ্রমিক পেশায় তথা গার্মেন্টস শ্রমিক পেশায় নিয়োজিত থাকাকে শ্রমজীবি বা কর্মজীবি নারীদের সমাজ ব্যবস্থায় শক্ত অবস্থানকে ইংগিত করছে। এতে শিক্ষার প্রয়োজন, তাই শিশু শিক্ষায় এটিও একটি ইতিবাচক ইংগিত।

Dhaka University Institutional Repository

### ৩.১.৫ তথ্যদাতাদের পরিবারিক আয়

সারণী নং ০৯ তথ্যদাতাদের পরিবারের মাসিক আয়

| তথ্যদাতাদের পরিবারের মাসিক আয় (টাকায়) | গনসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১,০০০-৩,৯০০ | ২২ | ১১.০ |
| ৪,০০০-৬,৯০০ | ৭৭ | ৩৮.৫ |
| ৭,০০০-৯,৯০০ | ৫২ | ২৬.০ |
| ১০,০০০-১২,৯০০ | ১১ | ৫.৫ |
| ১৩,০০০-১৫,৯০০ | ১৬ | ৮.০ |
| ১৬,০০০-১৮,৯০০ | ০৮ | ৪.০ |
| ১৯,০০০-২১,৯০০- তদূর্ধ্ব | ১৪ | ৭.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

*পরিবারের গড় মাসিক আয় ঃ ৮,৪৮০/= টাকা।

সারনী নং ০৯ তে ২০০ জন তথ্যদাতাদের পরিবারের মাসিক আয় দেখানো হয়েছে। এদের মাসিক গড় আয় আটহাজার চারশত আশি (৮,৪৮০/=) টাকা মাত্র। যা বর্তমান বাজারে নিম্ন আয়কে ইংগিত করছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবারের আয় অর্থাৎ শতকরা ৩৯টি পরিবারের মাসিক আয় ৪,০০০/= থেকে ৬,৯০০/= টাকার মধ্যে রয়েছে, যা নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যাধিক্যকে ইংগিত করছে। শতকরা ২৬টি পরিবারের আয় ৭,০০০/= থেকে ৯,৯০০/= টাকা এবং শতকরা ১১টি পরিবারের মাসিক আয় ১,০০০/= থেকে ৩,৯০০/= টাকা ,বর্তমান স্বাভাবিক সমাজচিত্রকে ইংগিত করছে। শতকরা ৮টি পরিবারের আয় ১৩,০০০/= থেকে ১৫,৯০০/= টাকা এবং ৭টি পরিবারের আয় ১৯,০০০/= থেকে ২১,৯০০/= টাকা বা তদূর্ধ বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছল পরিবারের ইংগিত করছে। সঠিক বিবেচনায় নিম্ন আয়ের লোকদের অবস্থান সমাজে অত্যধিক, এ সত্যটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে, যা সরকারি ব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে ইংগিত দিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.১.৬ তথ্যদাতাদের জমির (ভূমি) মালিকানা

**সারণী নং ১০ তথ্যদাতাদের পরিবারের জমির ধরন ও মালিকানা**

| তথ্যদাতাদের পরিবারের জমির ধরন ও মালিকানা | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শুধু ভিটা মাটি রয়েছে | ১৯২ | ৯৬.০ |
| চাষের জমি রয়েছে | ১১১ | ৫৫.৫ |
| বানিজ্যিক জমি রয়েছে | ০৭ | ৩.৫ |
| জমি নেই | ০৮ | ৪.০ |
| মোট | *৩১৮ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ১০ তে ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক উত্তরদানকারীদের মতে, ২০০টি পরিবারের জমির প্রকৃতি ও মালিকানার ধরণ দেখানো হয়েছে। এতে ভূমিহীন জনগনের অবস্থান জানতে সহায়ক হয়েছে। শতকরা ৪টি পরিবার ভূমিহীন অবস্থায় সমাজে ভাসমান জীবন যাপন করছে। এটি মানবেতর জীবনের যাপনের ইংগিত দিচ্ছে। শিশু শিক্ষা বিস্তারে এটি একটি অন্তরায় বলে গণ্য হয়ে থাকে। শতকরা ৫৬টি পরিবারের চাষের জমি থাকা সমাজের স্বাভাবিক চিত্র।

## ৩.১.৭ তথ্যদাতাদের সামাজিক সমস্যা

**সারণী নং ১১ তথ্যদাতাদের পরিবারের সামাজিক সমস্যা**

| তথ্যদাতাদের পরিবারের সামাজিক সমস্যা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| কোন সমস্যা নাই | ১৫৭ | ৭৮.৫ |
| আয়বর্ধকমূলক কাজের অভাব/ স্বল্প আয় | ২২ | ১১.০ |
| শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা কম | ১০ | ৫.০ |
| বিধবাদের সামাজিক অমর্যাদা | ০৫ | ২.৫ |
| স্বামী পরিত্যাক্তা | ০২ | ১.০ |
| এতিম / অনাথ | ০২ | ১.০ |
| ভিক্ষা বৃত্তি | ০১ | ০.৫ |
| ধর্ম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা | ০১ | ০.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

Dhaka University Institutional Repository

সারনী নং ১১ তে উপস্থাপিত তথ্যে, সমাজের পরিবার সমূহের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ দেখানো হয়েছে। শতকরা ৭৯টি পরিবারে কোন সামাজিক সমস্যা নেই, এটি সুস্থ-সামাজিক অবস্থানকে ইংগিত দিচ্ছে, যা বাংলাদেশের একটি স্বাভাবিক চিত্র। এখানে ধর্ম-বর্ণ-প্রথা-দলমত-পথ নির্বিশেষে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে সুন্দরভাবে ইংগিত করছে। শিশু শিক্ষা বিস্তারে এটি একটি ইতিবাচক সহায়ক শক্তি। শতকরা ১১টি পরিবারের অবস্থান স্বল্প আয়ের মধ্যে এবং ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কাজ করে আয় করে দারিদ্র্য মুক্ত না হতে পারার ইংগিত দিচ্ছে। শতকরা ৫ জন শ্রমিক শ্রেণীর পরিবার এবং শতকরা ৩টি বিধবা চালিত পরিবার যা সামাজিক মর্যাদায় নিম্নশ্রেণীর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এটি শিক্ষা সচেতনতার কম হারকে ইংগিত দিচ্ছে। স্বামী পরিত্যাক্ত, এতিম-অনাথ, ভিক্ষাবৃত্তি, ধর্ম প্রতিষ্ঠান নিয়ে দ্বন্দ্ব সমাজের প্রচলিত স্বাভাবিক চিত্র।

### ৩.১.৮ তথ্যদাতাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ

**সারণী নং ১২ তথ্যদাতাদের পরিবারের মৌলিক চাহিদা**

| পরিবারের মৌলিক চাহিদা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় | ১৬৫ | ৮২.৫ |
| পূরণ হয় না | ৩৫ | ১৭.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ১২ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতাদের মধ্যে শতকরা ১৮টি পরিবারের মৌলিক চাহিদা অপূরণকে সমাজে দারিদ্র্য পরিবারের সংখ্যাধিক্যের ইংগিত দিচ্ছে। এতে বাংলাদেশের পরিবার সমূহের মৌলিক চাহিদা পূরণের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। শিশু শিক্ষা বিস্তারে এটি অন্যতম একটি অন্তরায়।

**সারণী নং ১৩ তথ্যদাতাদের মৌলিক চাহিদা অপূরণ**

| মৌলিক চাহিদা অপূরণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| আয়কম ব্যয় বেশী বলে | ৩৫ | ১০০.০ |
| দারিদ্রের কারণে | ৩৪ | ৯৭.১৪ |
| মোট | *৬৯ | |

*একাধিক উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

সারনী নং ১৩ তে উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০ জন তথ্যদাতাদের মধ্যে ৩৫ জন তথ্যদাতার একাধিক উত্তরে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিবারের শতকরা ১০০টিতে আয় কম, ব্যয় বেশী এবং শতকরা ৯৭টিতে পারিবারিক বা বংশ পরম্পরায় দরিদ্রতার প্রভাবে দারিদ্র্য বিরাজ করছে। এতে সমাজে দরিদ্রতার ভয়াবহতার স্বাভাবিক চিত্রই ফুটে উঠেছে। দরিদ্রতা দূরীকরণে - এ দুটি দিক্‌কেই মূলতঃ গুরুত্ব দিতে হয়। আয় কম ব্যয় বেশী এ কথায় আয় বাড়াতে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণে পরিবারকে ছোট রাখার জ্ঞান অর্জনে শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতাকে ইংগিত করছে।

**সারণী নং ১৪ তথ্যদাতাদের দরিদ্রতার কারণ**

| তথ্যদাতাদের দরিদ্রতার কারণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| লেখাপড়া না জানা বা কম জানা | ২৯ | ৮২.৮৬ |
| প্রয়োজনীয় পুজি না থাকা | ১৫ | ৪২.৮৬ |
| পারিবারিক ভাবে দরিদ্র | ১১ | ৩১.৪৩ |
| কোন হাতের কাজ (কারিগারী) না জানা | ০১ | ২৮.৫৭ |
| চাষের জমি না থাকা | ০৩ | ৮.৫৭ |
| পিতৃহীনতা | ০১ | ২.৮৬ |
| মোট | *৬৯ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ১৪ তে উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫ জন তথ্যদাতার একাধিক উত্তরে, দরিদ্রতার জন্যে শতকরা ৮৩টি মতেই লেখাপড়া না জানা বা কম জানাকে দায়ী করেছেন। এটি বাস্তবের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। শতকরা ৪৩টি মতে, প্রয়োজনীয় পুজি না থাকাকে এবং শতকরা ৩১টি মতে, বংশ পরম্পরায় দরিদ্রতাকে দায়ী করেছেন। এটিও সমাজে স্বাভাবিক। শতকরা ২৯টি মতে, হাতের কাজ না জানা বা কারিগরি জ্ঞান না থাকাকে দরিদ্রতার কারণ হিসেবে দেখেছেন, এটি মানুষের একটি সুন্দর উপলব্ধিকে ইংগিত করছে। এতে জীবন সচেতনতার দিকে অগ্রসর হওয়ার ইংগিত বহন করছে। অর্থাৎ শিশু শিক্ষা বা শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি সফল হাতিয়ার হতে পারে, এ কথাটি বিশ্লেষিত তথ্যে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ১৫ তথ্যদাতাদের দরিদ্রতা দূরীকরণ

| তথ্যদাতাদের দরিদ্রতা দূরীকরণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| নিজ শিশুদের পড়াতে চাওয়া | ৩১ | ৮৮.৫৭ |
| প্রয়োজনীয় পুজি সংগ্রহ করা | ১৯ | ৫৪.২৯ |
| ভাল আয়ের কাজ খোজা | ১০ | ২৮.৫৭ |
| ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে চাওয়া | ০৭ | ২০.০০ |
| পরিবার ছোট রাখা | ০৫ | ১৪.২৯ |
| মোট | *৭২ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ১৫ তে উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫ জন তথ্যদাতার একাধিক উত্তরে, দরিদ্রতা দূরীকরণের উপায় হিসেবে সমাজের দরিদ্র পরিবারসমূহ দরিদ্রতা থেকে মুক্ত হতে, শতকরা ৮৯টি মতে, নিজ শিশুদের পড়াতে চেয়েছেন। এটি শিশু শিক্ষা বিস্তার বিশেষ সহায়ক হবে। শতকরা ৫৪টি মতে, প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহের এবং শতকরা ২৯টি মতে, ভাল আয়ের কাজ পাওয়ার কথা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, শতকরা ১৪টি মতে, দারিদ্র্য দূরীকরনে ছোট পরিবার গঠনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

### ৩.১.৯ তথ্যদাতাদের সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন পরিকল্পনা

সারণী নং ১৬ তথ্যদাতাদের সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠনের পরিকল্পনা

| তথ্যদাতাদের পরিবার গঠন পরিকল্পনা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সন্তানদের স্বাবলম্বী করা বা মানুষ করা | ১১১ | ৫৫.৫ |
| সন্তানদেরকে অবশ্যই পড়াবো | ৬২ | ৩১.০ |
| আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবো | ২২ | ১১.০ |
| সংসার ছোট রাখবো | ০৫ | ২.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ১৬তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠনের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। শতকরা ৫৬ জন তাদের পরিকল্পনায় নিজ সন্তানদেরকে স্বাবলম্বী বা মানুষ করাকে প্রধান্য দিয়েছেন। শতকরা ৩১ জন পড়ানোর বিকল্প ভাবছেন না। মূল কথা হলো সুন্দর পরিবার গঠনে শিক্ষার বিকল্প কেহ্ই রাখেন নাই। এটি শিশু শিক্ষার একটি ইতিবাচক দিক।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.২ শিশু শিক্ষার সামগ্রিক সমস্যা

### ৩.২.১ তথ্যদাতাদের সন্তানদের পড়ালেখা

**সারণী নং ১৭ তথ্যদাতাদের সন্তানদের পড়ালেখা**

| তথ্যদাতাদের সন্তানদের পড়ালেখা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| পড়ালেখা করান | ১৯৪ | ৯৭.০ |
| করান না | ০৩ | ১.৫ |
| প্রযোজ্য নয় পরিবার | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ১৭ তে উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০ জনের সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৯৭ জনই তাদের প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী শিশুদেরকে স্কুলে পাঠান এবং শিশু শিক্ষা দেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পরিবারগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করায় এ উচ্চহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিশু শিক্ষা দেন না এমন পরিবার শতকরা ২টি এবং প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশু নেই এমন পরিবার শতকরা ২টি যা প্রচলিত সমাজ চিত্রের সাথে কম সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

**সারণী নং ১৮ তথ্যদাতাদের(অভিভাবক) শিশুদের পড়ানোর প্রতিষ্ঠান**

| শিশুদের পড়ানোর প্রতিষ্ঠান | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সরকারী প্রাইমারী স্কুল | ১৯১ | ৯৫.৫ |
| কিন্ডার গার্টেন স্কুল | ০২ | ২.০ |
| ব্র্যাক স্কুল | ০১ | ০.৫ |
| পড়ান না | ০৩ | ১.৫ |
| প্রযোজ্য নয় পরিবার | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

Dhaka University Institutional Repository

সারনী নং ১৮ তে উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শিশু শিক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি প্রাইমারী স্কুলই সবচেয়ে অগ্রগামী অর্থাৎ শতকরা ৯৬ জন শিশুই উক্ত স্কুলে পড়ে । এ থেকে শিশু শিক্ষাদানের মূল দায়িত্ব এখানো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমিত রয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। শিশু শিক্ষা উন্নয়নে তাই এক্ষেত্রেই বেশী গুরুত্ব দেয়ার দাবী রাখে। মাত্র শতকরা ১ ভাগ শিশু কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পড়ে এবং শতকরা ১ ভাগ শিশু ব্র্যাক স্কুলে পড়ে। সমাজ চিত্রে এটি খুব বেমানান নয়।

**সারণী নং ১৯ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা**

| শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ৩-৪ | ১৫২ | ৭৬.০ |
| ৫-৬ | ০২ | ১.০ |
| ৭-৮-তদূর্ধ | ৪০ | ২০.০ |
| প্রযোজ্য নয় পরিবার | ০৩ | ১.৫ |
| জানা নেই | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

* সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড় শিক্ষক সংখ্যা = ৪ জন।

সারনী নং ১৯তে উপস্থাপিত তথ্যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এতে প্রতি প্রতিষ্ঠানে গড় শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ৪ জন কর্মরত রয়েছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৭৬টি স্কুলেই মাত্র ৩ থেকে ৪ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। শতকরা ২০টি প্রতিষ্ঠানে ৭-৮ জন শিক্ষক রয়েছন, এটি মূলত: পৌরসভা গুলোতে রয়েছে, অন্যত্র নহে। স্বল্প শিক্ষক সংখ্যার স্বরুপ এখানে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে । এটি একটি শিশু শিক্ষা প্রসারের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা । সংগত কারণেই স্বল্প শিক্ষক সংখ্যা সমস্যা অবশ্যই দূর করার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ২০ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা

| প্রতিষ্ঠানে শিশু শিক্ষার্থীদের সংখ্যা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১৫১-২০০ | ১১ | ৫.৫ |
| ২০১-২৫০ | ১১৪ | ৫৭.০ |
| ২৫১-৩০০ | ১০ | ৫.০ |
| ৩০১-৩৫০ | ১৫ | ৭.৫ |
| ৩৫১-৪০০ | ২০ | ১০.০ |
| ৪০১-৪৫০ | ০০ | ০.০ |
| ৪৫১-৫০০ তদূর্ধ | ২৪ | ১২.০ |
| প্রযোজ্য নয় | ০৩ | ১.৫ |
| জানা নেই | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

*সরকারি প্রাইমারীর গড় শিক্ষার্থীর সংখ্যা = ২৮০ জন ।

সারনী নং ২০ তে উপস্থাপিত তথ্যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রী বা শিশুদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫৭ ভাগ প্রতিষ্ঠানে ২০১ থেকে ২৫০ জন ছাত্র রয়েছে। শতকরা ১২টি প্রতিষ্ঠানে ৪৫১ থেকে ৫০০ বা তদূর্ধ শিশু অধ্যয়নরত রয়েছে এবং শতকরা ১০টি প্রতিষ্ঠানে ৩৫১ থেকে ৪০০ জন শিশু লেখাপড়া করছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গড় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮০ জন। ৩-৪ জন শিক্ষক দিয়ে তাদেরকে শিক্ষাদান করা মোটেই স্বাভাবিক বা সহজ বা গ্রহণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.২.২ শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ

### সারণী নং ২১ তথ্যদাতাদের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ

| শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের বয়স | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ৬+বছরে বয়সে ভর্তি | ১৯২ | ৯৬.০ |
| -৬ বছরে বয়সে ভর্তি | ০২ | ১.০ |
| প্রযোজ্য নয় পরিবার | ০৩ | ১.৫ |
| জানেন না | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ২১ তে উপস্থাপিত তথ্যে, শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের বয়স দেখানো হয়েছে। ২০০ জন তথ্যদাতাদের মতে, সর্বোচ্চ সংখ্যক শিশু অর্থাৎ শতকরা ৯৬ ভাগ শিশুই ৬+ বছর বয়সে শিশু শিক্ষায় বা প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। সরকারি প্রচলিত নিয়মে এটি ঠিক রয়েছে। মাত্র শতকরা ১ ভাগ শিশু -৬ বছর বয়সে শিশু শিক্ষায় অংশ নিচ্ছে। আসলে এরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাহিরের শিশু।

### সারণী নং ২২ বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি ফি

| বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি ফি | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ভর্তিতে টাকা লাগে নাই | ১৯২ | ৯৬.০ |
| টাকা লেগেছে | ০২ | ১.০ |
| ভর্তি করান নাই | ০৩ | ১.৫ |
| প্রযোজ্য নয় | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ২২ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মতে, শিশু শ্রেণীতে ভর্তি ফি নেয়া - না নেয়া দেখানো হয়েছে। শতকরা ৯৬ ভাগ প্রতিষ্ঠান ভর্তিতে টাকা নেয় না অর্থাৎ এগুলো সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক বিদ্যালয়। শতকরা ১ ভাগ প্রতিষ্ঠান ভর্তিতে টাকা নেয় - এগুলো মূলত কিন্ডার গার্টেন বা বেসরকারি শিশু শিক্ষা ( বানিজ্যিক ) প্রতিষ্ঠান। প্রচলিত সমাজ চিত্রে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**সারণী নং ২৩ প্রাইমারিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে শিশুদের ভর্তি**

| বিভিন্ন শ্রেণীতে শিশুদের ভর্তি | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি | ১৯১ | ৯৬.০ |
| শিশু শ্রেণীতে (-৬) ভর্তি | ০২ | ০১.০ |
| ভর্তি করান নাই | ০৩ | ০১.৫ |
| প্রযোজ্য নয় পরিবার | ০৩ | ০১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ২৩ তে উপস্থাপিত তথ্যে, শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন্ শ্রেণীতে শিশুরা ভর্তি হয় তা দেখানো হয়েছে। এতে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫টি শ্রেণীর ১ম শ্রেণীতেই শতকরা ৯৬ জন শিশু ভর্তি হয়। কিন্তু কিন্ডার গার্টেন বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রেণী অর্থাৎ প্লে, নার্সারী, কেজিওয়ান এ মাত্র শতকরা ১ ভাগ শিশু, শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীর নিচে কোন শ্রেণী নেই, তবে প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত ২০১০ জাতীয় শিক্ষা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তা কার্যকর হওয়ার ব্যবস্থাপনা চলছে।

**সারণী নং ২৪ প্রাইমারিতে শ্রেণী ভিত্তিক পাঠরত শিশুদের সংখ্যা**

| শ্রেণীতে পাঠরত শিশুদের সংখ্যা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১ম শ্রেণীতে পড়ে | ৭২ | ৩৬.০ |
| ২য় শ্রেণীতে পড়ে | ৬০ | ৩০.০ |
| ৩য় শ্রেণীতে পড়ে | ৬৯ | ৩৪.৫ |
| ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে | ৬৫ | ৩২.৫ |
| ৫ম শ্রেণীতে পড়ে | ৫৬ | ২৮.০ |
| মোট | *৩২২ | |

*একাধিক উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

সারনী নং ২৪ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৩২২টি উত্তরে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণী বা ক্লাসে অধ্যয়নরত মোট শিশুর সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এতে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শিশু অর্থাৎ শতকরা ৩৬ জন শিশু ১ম শ্রেণীতে পড়ে। শতকরা ৩৪ জন ৩য় শ্রেণীতে এবং শতকরা ৩২ জন শিশু ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে। শতকরা ৩০ জন শিশু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, এতে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ১ম শ্রেনী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে একটি ড্রপ আউট রয়েছে অথবা একই ক্লাসে একাধিক বছর থাকার প্রবণতা রয়েছে। শতকরা ২৮ জন শিশু ৫ম শ্রেণীতে পড়ে এতে আরেকটি ড্রপ আউট বা টার্নিং পয়েন্ট রয়েছে। যারা আর কখনোই পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করতে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না এবং **এটি হল ঝরে পরা**। এটি প্রচলিত সমাজ চিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**সারণী নং ২৫ তথ্যদাতাদের শিশুদের 'শাখা ভিত্তিক (এক সংগে) পড়ানোর সংখ্যা**

| শাখা ভিত্তিক শিশুদের সংখ্যা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ২৬-৩০ | ২১ | ১০.৫ |
| ৩১-৩৫ | ২৪ | ১২.০ |
| ৩৬-৪০ | ৬৯ | ৩৪.৫ |
| ৪১-৪৫ | ০২ | ১.০ |
| ৪৬-৫০ | ০০ | ০.০ |
| ৫১-৫৫ | ০২ | ১.০ |
| ৫৬-৬০ | ৩৩ | ১৬.৫ |
| ৬১-৬৫তদূর্ধ | ৪৩ | ২১.৫ |
| প্রযোজ্য নয় | ০৩ | ১.৫ |
| জানা নেই | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

*সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতি শ্রেণীর প্রতি শাখায় গড় শিশু শিক্ষার্থীর সংখ্যা = ৪৬ জন।

সারনী নং ২৫ তে উপস্থাপিত তথ্যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেনীতে প্রতি শাখায় কত জন শিশু এক সংঙ্গে ক্লাস করে তা দেখানো হয়েছে। এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, শ্রেণীর প্রতিটি শাখায় গড়ে ৪৬ জন করে অধ্যয়নরত রয়েছে, যা একজন শিক্ষকের পক্ষে কোন মতেই সুশিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া সম্ভব নয়। সরকারি ধারনার (২৫ জনের জন্য ১ জন শিক্ষক) সাথে যা কোন ভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৩৫টি ক্লাসেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৬-৪০ জন, শতকরা ২২টি ক্লাসে শিশুর সংখ্যা ৬১-৬৫ বা তদূর্ধ এবং শতকরা ১৭টি ক্লাসে শিশুর সংখ্যা ৫৬-৬০ জন, যাতে ভয়াবহ সু-শিক্ষাদান পরিপন্থী চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। শতকরা ১২টি ক্লাসে ৩১-৩৫ জন শিশু এবং শতকরা ১১টি ক্লাসে ২৬-৩০ জন শিশু অধ্যয়নরত রয়েছে। সরকারের বা শিক্ষা চিন্তাবিদদের চেতনার মধ্যে (২৫ঃ১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ক্লাসেই, শিশু শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না। এটি অবশ্যই শিশু শিক্ষা বিস্তারে কঠিন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**সারণী নং ২৬ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বই**

| প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বই | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| টেক্সটবুক বোর্ড বই | ১৯২ | ৯৬.০ |
| বোর্ড বহির্ভূত বই | ০২ | ১.০ |
| প্রযোজ্য নয় | ০৩ | ১.৫ |
| জানেন না | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ২৬ তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের পড়ানোর বই সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। ২০০ জন তথ্যদাতাদের মতে, শতকরা ৯৬ ভাগ শিশুই সরকারি টেক্সটবুক বোর্ডের বই পড়ে থাকে। বোর্ড পাঠ্য বহির্ভূত মাত্র শতকরা ২ ভাগ বই শিশুরা পেয়ে থাকে। এটি জানার পরিধিকে ছোট করে দিচ্ছে, যা শিশু শিক্ষা বিস্তারের পরিপন্থী। জ্ঞান আহরণে অবশ্যই সহপাঠ্য ও অন্যান্য জ্ঞানের বই পড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আদার্স কারিকুলামের কিছু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের তার কিছুই শিখানো হয় না, তা এ তথ্য বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.২.৩ শিশুদের শিক্ষাদান কার্যক্রম

### সারণী নং ২৭ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠদান প্রকৃতি

| শিশুদের পাঠদান প্রকৃতি | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সময় বেশী দিয়ে পড়াতে হবে | ৭৬ | ৩৮.০ |
| শিক্ষক সংখ্যা বাড়াতে হবে | ৪৬ | ২৩.০ |
| ক্লাসেই পড়া আদায় করে নিতে হবে | ৩১ | ১৫.৫ |
| শিক্ষাভীতি দূর করে আদর / যত্ন করে পড়াতে হবে | ২৩ | ১১.৫ |
| নিয়মিত ক্লাস নিয়ে পড়ানোর মান ভাল করতে হবে | ০৭ | ৩.৫ |
| বিদ্যালয়ে ভাল পড়ালেখা হয় | ০৭ | ৩.৫ |
| ম্যানেজিং কমিটি এ ক্ষেত্রে খোজ নেন | ০৩ | ১.৫ |
| সহপাঠ্য শিক্ষা দেয়া উচিৎ | ০১ | ০.৫ |
| এ সম্পর্কে জানেন না | ০৬ | ৩.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ২৭ তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্লাসে পাঠদান সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৩৮ জনের মতে, শিশুদের পড়াতে ক্লাসে বেশী সময় দেয়া উচিত। শতকরা ২৩ জনের মতে, শিশুদের জন্য শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো উচিত। শতকরা ১৬ জনের মতে, শিশুদের পড়া ক্লাসের মধ্যেই আদায় করা উচিত। শতকরা ১২ জনের মতে, শিক্ষাভীতিবিহীন আদর দিয়ে পড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। নিয়মিত ক্লাস নিতে বলেছেন, শতকরা ৪ জন এবং শতকরা মাত্র ৪ জন বলেছেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা ভাল হয়। সমাজচিত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্লাসে নিয়মিত পড়ানো হয় না, এ তথ্যের সাথে উপরিউক্ত তথ্যের সাদৃশ্যতা রয়েছে । এ বিষয়টি অবশ্যই গুরত্ব দানের দাবী রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ২৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসের অমনোযোগী শিশু

| ক্লাসের অমনোযোগী শিশু | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ক্লাসে অমনোযোগী শিশু নেই | ১১৩ | ৫৬.৫ |
| অমনোযোগী শিশু রয়েছে | ৮১ | ৪০.৫ |
| অন্যান্য | ০৬ | ৩.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ২৮ তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসের অমনোযোগী শিশুদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৫৭ জনের মতে, ক্লাসে অমনোযোগী শিশু নেই কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয় । শতকরা ৪১ জনের মতে, ক্লাসে অমনোযোগী শিশু রয়েছে, সমাজ চিত্রে এর সত্যতা রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে অমনোযোগী শিশুর সংখ্যাধিক্য, ক্লাসের পরিবেশ শিশু বান্ধব নয়, তা এতে ফুটে উঠেছে।

সারণী নং ২৯ প্রাইমারিতে একই ক্লাসে একাধিক বছর পাঠরত শিশু

| একই ক্লাসে একাধিক বছর পাঠরত শিশু | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| একই ক্লাসে একাধিক বছর পড়ে | ১৩৬ | ৬৮.০ |
| একই ক্লাসে একাধিক বছর পড়ে না | ৫৮ | ২৯.০ |
| অন্যান্য | ০৬ | ৩.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ২৯ তে উপস্থাপিত তথ্যে, একই ক্লাসে একাধিক বছর পড়ে এমন শিশুদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। ২০০ জন তথ্যদাতাদের শতকরা ৬৮ জনের মতে, শিশুরা একাধিক বছর একই ক্লাসে পড়ে। এতে চিন্তিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা ৬+ এ শিশুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, প্রতি শ্রেণীর শাখা সমূহে গড় ছাত্র সংখ্যা ৪৬ জন, এর সাথে একই ক্লাসে একাধিক বছর বেশী সংখ্যক শিশু অবস্থান করলে শাখার ধারণ ক্ষমতার কী পরিস্থিতি হতে পারে তা

Dhaka University Institutional Repository

সহজেই অনুমেয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষার সঠিক পরিস্থিতি নিয়ে অবশ্যই উদ্বেগ এর বিষয় রয়েছে। মাত্র শতকরা ২৯ জনের মতে, একাধিক বছর একই ক্লাসে পড়ে না এমন শিশু রয়েছে। একাধিক বছর একই ক্লাসে অধিক শিশুর অবস্থান শিশু শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

### ৩.২.৪ প্রাইমারি স্কুল ম্যানেজিং কমিটি

**সারণী নং ৩০ প্রাইমারিতে ক্লাসে অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ**

| অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না | ১৩৯ | ৬৯.৫ |
| মাঝে মধ্যে খোজ-খবর নেন | ২৮ | ১৪.০ |
| শিক্ষকদের শিশুদের বাড়ি পাঠান | ১৭ | ৮.৫ |
| অনুপস্থিতির জন্য জরিমানা করেন | ০৯ | ৪.৫ |
| তারা শিক্ষা সচেতন নয় | ০১ | ০.৫ |
| অন্যান্য | ০৬ | ৩.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৩০ তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। ২০০ জন তথ্যদাতার শতকরা ৭০ জনের মতে, কমিটি এক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। এটি খুবই উদ্বেগজনক এবং কমিটির দায়িত্ব নিয়ে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক। মাত্র শতকরা ১৪ জনের মতে, তারা মাঝে মধ্যে খোঁজ-খবর নেন, এটি দায়সারা গোছের কাজ বা দায়িত্বের অবহেলা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই যেখানে স্বাভাবিক কার্যক্রম হওয়ার কথা ,সেখানে শতকরা সত্তর জনের নেতি বাচক মতামতে শিশু শিক্ষার পচ্ছাৎ পদতার চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৩১ প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের ধরে রাখার কর্মসূচী

| স্কুলে শিশুদের ধরে রাখার কর্মসূচী | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্কুলে শিশুদের উপস্থিত রাখার জন্য তেমন কোন কর্মসূচী নেই | ৮৮ | ৪৪.০ |
| তারা এটিকে প্রয়োজন মনে করেন না | ৫০ | ২৫.০ |
| শিক্ষকগণ বাড়ীতে খোঁজ নেন | ৪০ | ২০.০ |
| স্কুলে না আসলে জরিমানা করা হয় | ০৭ | ৩.৫ |
| কমিটির তেমন কোন ভাল কর্মসূচী নেই | ০৭ | ৩.৫ |
| মাঝে মধ্যে 'মা' মিটিং হয়ে থাকে | ০২ | ১.০ |
| কোন মতামত দেন নাই | ০৬ | ৩.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৩১ তে উপস্থাপিত তথ্যে, সমাজের সকল প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী শিশুকে প্রাইমারি স্কুলে উপস্থিত রাখার জন্যে ম্যানেজিং কমিটির কর্মসূচী দেখানো হয়েছে। এতে ২০০ জন তথ্যদাতার শতকরা ৪৪ জনের মতে, স্কুল কমিটি স্কুলে শিশুদের উপস্থিত রাখতে তেমন কোন কাজ করেন না। শতকরা ২৫ জনের মতে, এটিকে তারা তাদের কাজ মনে করেন না। সংগত কারণেই প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে তাদের কাজ কী ? মাত্র ২০ জনের মতে, শিক্ষকরা শিশুদের বাড়ীতে খোঁজ নেন , তবে এ কাজটি সচেতন শিক্ষকরা নিজেরাই করে থাকেন। সুতরাং ম্যানেজিং কমিটির নেতিবাচক এ জাতীয় ভূমিকা , শিশু শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম একটি অন্তরায় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৩২ প্রাইমারিতে ক্লাসে অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ

| অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| অমনোযোগী শিশুদের জন্য কমিটির কোন ব্যবস্থা নেই | ৬০ | ৭৪.০৭ |
| অমনোযোগীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নজর দিতে বলেন | ১৭ | ২০.৯৯ |
| পরিবারের সংগে শিক্ষকগণ যোগাযোগ করেন | ০৪ | ৪.৯৪ |
| মোট | ৮১ | ১০০ |

সারনী নং ৩২তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাইমারিতে ক্লাসে অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থা গ্রহণ দেখানো হয়েছে। এতে ৮১ জন তথ্যদাতার শতকরা ৭৪ জনের মতে, অমনোযোগী শিশুদের জন্যে তাদের কোন গুরুত্ব নেই বা করনীয় নেই। শতকরা ২১ জনের মতে, তারা এক্ষেত্রে শিক্ষকদের নজর দিতে বলেন। এতে শিশু শিক্ষা বিস্তারে প্রচলিত কমিটি ব্যবস্থাপনা যে লোকাল শিক্ষা প্রশাসন , এর কোন কিছুই প্রতীয়মান হচ্ছে না।

## সারণী নং ৩৩ প্রাইমারিতে অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা

| অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা না নেয়া | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| কমিটি এটিকে তাদের কাজ মনে করেন না | ৩১ | ৭৫.৩১ |
| এক্ষেত্রে তারা শিক্ষকদেরকে দায়ী করেন | ১১ | ১৩.৫৮ |
| উপবৃত্তি বন্টন নিয়ে ব্যস্ততায় এদিকে তাদের খেয়াল নাই | ০৮ | ০৯.৮৮ |
| শিশু শিক্ষায় কমিটি আন্তরিক নন | ০১ | ০১.২৩ |
| মোট | ৮১ | ১০০ |

সারনী নং ৩৩ তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাইমারিতে অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে কমিটির কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা দেখানো হয়েছে। এতে ৮১ জন তথ্যদাতার শতকরা ৭৫ জনের মতে, কমিটি এটিকে তাদের কাজ মনে করেন না। শতকরা ১৪ জনের মতে, এক্ষেত্রে তারা শিক্ষকদেরকে দায়ী করেন। তাহলে কমিটির করণীয় কী ? এটিকে বার বার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শতকরা ১০ জনের মতে, কমিটি শুধু উপবৃত্তি বন্টন নিয়েই ব্যস্ত থাকেন । যা তাদের মূল কাজকে এড়িয়ে চলাকেই ইংগিত করে। তাই সুষ্ঠু শিশু শিক্ষা বিস্তারে এটি অবশ্যই গুরুত্ব দানের দাবী রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

**সারণী নং ৩৪ একই ক্লাসে একাধিক বছর পাঠরতদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা না নেয়া**

| একই ক্লাসে একাধিক বছর পাঠরতদের ক্ষেত্রে কিছু না করা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| এক্ষেত্রে কমিটির কোন মাথা ব্যথা নেই/ কার্যক্রম নেই | ১১১ | ৮১.৬২ |
| বিশেষ ব্যবস্থা নেন | ২৫ | ১৮.৩৮ |
| মোট | ১৩৬ | ১০০ |

সারনী নং ৩৪ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে ১৩৬ জন তথ্যদাতার মতে, একই ক্লাসে একাধিক বছর পড়ে এমন শিশুদের ক্ষেত্রে কমিটির ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। শতকরা ৮২ জনের মতে, এক্ষেত্রে কমিটির কোন কার্যক্রম নেই বা মাথা ব্যথা নেই। মাত্র ১৮ জনের মতে, কমিটি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। সুতরাং কমিটির কার্যক্রম নেই, এ কথায় কমিটির দায়িত্বহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

**সারণী নং ৩৫ একই ক্লাসে একাধিক বছর পাঠরতদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা না নেয়ার কারণ**

| একাধিক বছর পাঠরতদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| কমিটি এটি তাদের কাজ বলে চিন্তা করেন না বা মনে করেন না | ৯৬ | ৭০.৫৯ |
| তারা এটিকে শিক্ষকদের ব্যর্থতা বলে মনে করেন | ২৬ | ১৯.১১ |
| কমিটির মতে এটি ভাল, নিচ থেকে ভাল হয়ে উঠা | ০৫ | ৩.৬৮ |
| এত অনেক শিশু ঝরে পরে | ০৫ | ৩.৬৮ |
| এ ব্যাপারে কোন মতামত দেন নাই | ০৪ | ২.৯৪ |
| মোট | ১৩৬ | ১০০ |

সারনী নং ৩৫তে উপস্থাপিত তথ্যে, একাধিক বছর একই ক্লাসে অবস্থানকারী শিশুদের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ দেখানো হয়েছে। এতে ১৩৬ জন তথ্যদাতার শতকরা ৭১ জনের মতে, কমিটি এটিকে তাদের কাজ বলে চিন্তা করেন না। শতকরা ১৯ জনের

Dhaka University Institutional Repository

মতে, কমিটি এটিকে শিক্ষকদের ব্যর্থতা বলে মনে করেন। এক্ষেত্রেও কমিটির দায় এড়ানো বা প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সংগত কারণেই কমিটির অদূরদর্শিতাকে কম গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়।

## ৩.২.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি

**সারণী নং ৩৬ প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনুপস্থিত থাকার কারণ**

| প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনুপস্থিত থাকার কারণ | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না | ১৮৭ | ৯৩.৫ |
| অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে আসতে চায় না | ১৮৩ | ৯১.৫ |
| স্কুলের হাজিরা খাতায় শুধু নাম থাকলেই চলে | ১৬০ | ৮০.০ |
| স্কুলে নিয়মিত না গেলে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই | ১৫৪ | ৭৭.০ |
| অনুপস্থিতিতে শিক্ষকরা ব্যক্তিগত কাজ করতে পারেন | ২৪ | ১২.০ |
| মোট | *৭০৮ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৩৬ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৭০৮টি উত্তরে প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনুপস্থিত থাকার কারণ দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৯৪টি মতে, অনেক শিশু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না। শতকরা ৯২টি মতে, অনেক শিশু স্কুলে আসতে চায় না। শতকরা ৮০টি মতে, স্কুলের হাজিরা খাতায় নাম থাকলেই চলে, স্কুলে না গেলে শিক্ষকরা কিছু মনে করেন না। শতকরা ৭৭টি মতে, স্কুলে নিয়মিত না গেলে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই। উপরিউক্ত কারণগুলো শিশু শিক্ষার বিস্তারকে বাধাগ্রস্থ করছে, এগুলোকে অবশ্যই রুখতে হবে। শতকরা ১২টি মতে, সংখ্যায় কম হলেও এটি শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতাকে ইংগিত করছে। তারা বলেছেন, শিশুরা কম উপস্থিত থাকলে শিক্ষকরা ব্যক্তিগত কাজ করতে পারেন। সরজমিনে সমাজ চিত্রে এর প্রমাণও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই শিক্ষা প্রশাসনের অবশ্যই সুষ্ঠু ,সঠিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন অত্যাবশ্যকীয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৩৭ প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতির প্রভাব

| প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতির প্রভাব | গণসংখ্যা(n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশুদের ঝরে পরা শুরু হতে পারে | ১২০ | ৬০.০ |
| পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে | ৬০ | ৩০.০ |
| শিশুর জীবন অনিশ্চিত হতে পারে | ০৬ | ০৩.০ |
| ফাঁকির মনোভাব দেখা দেয় | ০৩ | ০১.৫ |
| প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে | ০৩ | ০১.৫ |
| স্কুলে যাওয়া বন্ধ হতে পারে | ০২ | ০১.০ |
| অন্যান্য | ০৬ | ০৩.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৩৭ তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতিব প্রভাব দেখানো হয়েছে। ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে, শতকরা ৬০ জনের মতে, এতে শিশুদের ঝরে পরা শুরু হয়ে যেতে পারে। শতকরা ৩০ জনের মতে, শিশুদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব এ প্রভাবগুলো অবশ্যই বিবেচনায় এনে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়াই কাম্য। অনেকের মতে, এতে শিশুর জীবন অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে, শিশুর মনে ফাঁকির মনোভাব দেখা দিতে পারে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে এবং স্কুলে যাওয়া অনিশ্চিত হতে পারে। সংগত কারণেই শিশুর অনিয়মিত উপস্থিতিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৩৮ প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের নিয়মিত উপস্থিত রাখতে করণীয়

| প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের নিয়মিত উপস্থিত রাখতে করণীয় | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্কুলে ধরে রাখতে শিশুর খোঁজ নেয়া ও তাকে সংগ দিতে হবে | ১৩৫ | ৬৭.৫ |
| শিশু পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও স্বম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে | ৭৭ | ৩৮.৫ |
| স্কুলে বিনোদনের ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকতে হবে | ১৪ | ৭.০ |
| স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা থাকতে হবে | ০৯ | ৪.৫ |
| পরিবারের সংগে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ভাল সম্পর্ক থাকা উচিত | ০৮ | ৪.০ |
| মা ও উঠান বৈঠক হওয়া দরকার | ০৭ | ৩.৫ |
| মোট | *২৫০ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৩৮ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ২৫০টি উত্তরে প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের নিয়মিত উপস্থিত রাখতে করণীয় সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। শতকরা ৬৮টি মতে, স্কুলে শিশুকে ধরে রাখতে শিশুর খোঁজ-খবর নিতে হবে এবং তাকে সংগ দিতে হবে। শতকরা ৩৯টি মতে, শিশুর পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। শিশু শিক্ষা বিস্তারে এ মতামতগুলি অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। মতামতের সংখ্যা কম হলেও গুরুত্বপূর্ণ মতামত হল, স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরিবারগুলোর সংগে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সুসম্পর্ক থাকতে হবে এবং মা ও উঠান বৈঠক নিয়মিত হওয়া দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৩৯ প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণ

| স্কুলে শিশুদের অনিয়মিত হওয়ার কারণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে | ১৯৪ | ৯৭.০ |
| পরিবারের সাহায্যে কাজ করতে হয় | ১৮৮ | ৯৪.০ |
| শারীরিক অসুস্থতার কারণে | ৮০ | ৪০.০ |
| প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে | ০৫ | ০২.৫ |
| মোট | *৪৬৭ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৩৯ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৪৬৭টি উত্তরে প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণ দেখানো হয়েছে। স্পষ্টভাবেই শতকরা ৯৭টি মতে, অভিভাবকদের অসচেতনতাই এর প্রধান কারণ। শতকরা ৯৪টি মতে, পরিবারের সাহায্যে শিশুদের কাজ করতে হয় এবং শতকরা ৪০টি মতে, শারীরিক অসুস্থতাও একটি অন্যতম কারণ। তাই এ কারণগুলো অবশ্যই বিবেচ্য। অভিভাবকদের অসচেতনতাই শিশু শিক্ষার অন্যতম অন্তরায়, এটি এখানেও পরিদৃষ্ট হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

**সারণী নং ৪০ প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের নিয়মিত না আসতে চাওয়ার কারণ**

| স্কুলে শিশুদের নিয়মিত না আসতে চাওয়ার কারণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশুরা স্কুলে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে | ১৯১ | ৯৫.০ |
| শিক্ষকরা স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না | ১৮৪ | ৯২.০ |
| স্কুলে শিশুদের বেত্রাঘাত করা হয় | ১১০ | ৫৫.০ |
| স্কুলে নিয়মিত পড়ালেখা হয় না | ৩২ | ১৬.০ |
| শিক্ষকরা শিশুদেরকে দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করান | ২৭ | ১৩.৫ |
| শিশুরা স্কুলে আসলে অসুস্থ হয়ে পড়ে | ১৬ | ৮.০ |
| স্কুল অনেক দূরে অবস্থিত | ০৫ | ২.৫ |
| অভিভাবকরা শিশুকে নিয়ে বেড়াতে চলে যান | ০৩ | ১.৫ |
| মোট | *৫৬৮ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৪০ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতাদের মধ্যে একাধিক ৫৬৮টি উত্তরে স্কুলে শিশুদের নিয়মিত না আসতে চাওয়ার কারণ দেখানো হয়েছে। শতকরা ৯৬টি মতে, শিশুরা স্কুলে আসতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শতকরা ৯২টি মতে, শিক্ষকরা স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না। শতকরা ৫৫টি মতে, স্কুলে শিশুদের গায়ে বেত্রাঘাত করা হয়। শতকরা ১৬টি মতে, স্কুলে নিয়মিত পড়ালেখা হয় না। এ কারণেই এগুলো বিবেচ্য বিষয়। শতকরা ৮টি মতে, শিশুরা স্কুলে আসলে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাই এটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি বাধা।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৪১ প্রাইমারি স্কুলে শিশুরা নিয়মিত আসার আগ্রহ হারানোর কারণ

| স্কুলে শিশুরা নিয়মিত আসার আগ্রহ হারানোর কারণ | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিক্ষকরা শিশুদেরকে জীবন সম্পর্কে উৎসাহী করেন না | ১৯২ | ৯৬.০ |
| পাঠ্যবই পড়া ছাড়া আনন্দ লাভের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই | ১৯০ | ৯৫.০ |
| শিশুরা বিভিন্ন পরীক্ষায় বার বার ফেল করে | ১৮৬ | ৯৩.০ |
| ভাল শিশুদের ভাল কাজের জন্য কোন পুরষ্কার নেই | ৬৯ | ৩৪.৫ |
| প্রতিষ্ঠান শিক্ষার অনুপযোগী | ১৮ | ০৯.০ |
| মোট | *৬৫৫ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৪১ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতাদের মধ্যে একাধিক ৬৫৫টি উত্তরে, শিশুদের নিয়মিত স্কুলে আসার আগ্রহ হারানোর কারণ দেখানো হয়েছে। এত শতকরা ৯৬টি মতে, শিক্ষকরা শিশুদেরকে জীবন সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেন না। শতকরা ৯৫টি মতে, পাঠ্যবই পড়া ছাড়া আনন্দ লাভের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। শতকরা ৯৩টি মতে, শিশুরা বিভিন্ন পরীক্ষায় বার বার ফেল করে এবং শতকরা ৩৫টি মতে, ভাল শিশুদের ভাল কাজের জন্য কোন পুরস্কার নেই। সংগত কারনেই শিশু শিক্ষা বিস্তারে, এ সমস্ত কারণগুলো বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। সংখ্যায় কম হলেও শতকরা ৯টি মতে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানের অনুপযোগী এবং সমাজ চিত্রেও তা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এটি খুবই আত্মঘাতী একটি কারণ বলে বিবেচনার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.২.৬ বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি বাড়াতে শিক্ষকদের ভূমিকা

**সারণী নং ৪২ বিদ্যালয়ে শিশুদের অনিয়মিতিতে শিক্ষকদের নেতিবাচক ভূমিকা**

| শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতিতে শিক্ষকদের নেতিবাচক ভূমিকা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিক্ষকগণ সহানুভূতি ও উৎসাহদান করে পড়ান না | ১৮৯ | ৯৪.৫ |
| তাঁরা শিক্ষকতাকে চাকুরী মনে করেন | ১৭৬ | ৮৮.০ |
| শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ভালো শিক্ষকগণ ও সফল হন না | ১৭৪ | ৮৭.০ |
| শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে পড়ান না | ৪১ | ২০.৫ |
| শিক্ষকতাকে তাঁরা পেশা মনে করেন না | ৩৮ | ১৯.০ |
| মোট | *৬১৮ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৪২ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৬১৮টি উত্তরে, শিশুদের অনিয়মিত স্কুলে আসতে শিক্ষকদের নেতিবাচক ভূমিকা দেখানো হয়েছে। শতকরা ৯৫টি মতে, শিক্ষকগণ সহানুভূতি ও উৎসাহদান করে পড়ান না। শতকরা ৮৮টি মতে, তাঁরা শিক্ষকতাকে চাকুরী মনে করেন। শতকরা ৮৭টি মতে, শিক্ষক স্বল্পতার কারনে ভালো শিক্ষকগণও সফল হন না। শতকরা ২১টি মতে, শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে পড়ান না এবং শতকরা ১৯টি মতে, শিক্ষকতাকে তাঁরা পেশা মনে করেন না। এ সকল নেতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই শিক্ষকদের প্রতি সমাজের অবহেলা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিতদের ও শিক্ষা প্রশাসনের অবশ্যই এ দিকটিতে গুরুত্ব দানের দাবী রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.২.৭ স্কুল থেকে শিশুদের ঝরে পরা

### সারণী নং ৪৩ প্রাইমারি থেকে শিশুদের ঝরে পরার কারণ

| প্রাইমারি থেকে শিশুদের ঝরে পরার কারণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| অনেক শিশু আর শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী হয়ে উঠতে পারে না | ১৯১ | ৯৫.৫ |
| অনেক অভিভাবক শিশুকে কোন না কোন কাজে লাগিয়ে দেন | ১৩৫ | ৬৭.৫ |
| অনিয়মিত থেকে বাইরের পরিবেশকে ভাল মনে করে ফেলে | ১০৯ | ৫৪.৫ |
| অন্য ঝরে পরাদের সাথে শিশুরা মিশে যায় | ৯৫ | ৪৭.৫ |
| অনেকে সমাজের চোরা গলিতে পা দিয়ে ফেলে | ৪৬ | ২৩.০ |
| মোট | *৫৭৬ | |

* একাধিক উত্তর

সারনী নং ৪৩ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৫৭৬টি উত্তরে, ঝরে পরা শিশুদের কারণ সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। শতকরা ৯৬টি মতে, ঝরে পরা অনেক শিশু আর শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী হয়ে উঠতে পারে না। শতকরা ৬৮টি মতে, অনেক অভিভাবক শিশুকে কোন না কোন কাজে লাগিয়ে দেয়। শতকরা ৫৫টি মতে, অনিয়মিত থেকে বাইরের পরিবেশকে তারা ভাল মনে করে ফেলে। শতকরা ৪৮টি মতে, অন্য ঝরে পরাদের সাথে তারা মিশে যায় এবং শতকরা ২৩টি মতে, অনেকে সমাজের চোরা গলিতে পা দিয়ে ফেলে। সংগত কারণেই ঝরে পরা শিশুদের ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। তাই ঝরে পরাদের বিদ্যালয়মুখী করতে এ তথ্যগুলো অবশ্যই গভীর ভাবে বিবেচ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৪৪ প্রাইমারি থেকে ঝরে পরা শিশুদের সামাজিক অবস্থান

| ঝরে পরা শিশুদের সামাজিক অবস্থান | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশু মাকে বাসায় সাহায্য করে | ১৩ | ২০.৩১ |
| গাড়ীর গ্যারেজে কাজ করে | ১১ | ১৭.১৭ |
| জুতা পালিশ করে | ১০ | ১৫.৬৩ |
| টোকাই এর কাজ করে | ১০ | ১৫.৬৩ |
| হোটেল বয়ের কাজ করে | ১০ | ১৫.৬৩ |
| ফেরিওয়ালার কাজ করে | ১০ | ১৫.৬৩ |
| মোট | ৬৪ | ১০০ |

সারনী নং ৪৪ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে ৬৪ জন তথ্যদাতার মতে, ঝরে পরা শিশুর সামাজিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। শতকরা ২০ জন শিশু পরিবারে মাকে সাহায্য করে। শতকরা ১৭ জন শিশু গাড়ীর গ্যারেজে কাজ করে। শতকরা ১৬ শিশু জুতা পালিশের কাজ করে। শতকরা ১৬ জন শিশু টোকাইয়ের কাজ করে। শতকরা ১৬ জন শিশু হোটেল বয়ের কাজ করে এবং শতকরা ১৬ জন শিশু ফেরিওয়ালার কাজ করে। প্রচলিত সমাজে শিশু শ্রমের অমানবিক অবস্থানকে রুখতে বিশ্বের বৈষয়িক সংগঠিত যৌথ উদ্যোগ সত্ত্বেও, এর কোন ইতিবাচক প্রভাব তথ্য বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হচ্ছে না । সংগত কারণেই এদেরকে শিশু শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে এ তথ্যগুলো বিশেষভাবে বিবেচ্য।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৩ বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক চিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া

### ৩.৩.১ সমাজে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাপনা

সারণী নং ৪৫ বর্তমান সমাজে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাপনা

| বর্তমান সমাজে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাপনা | গণসংখ্যা (n= ২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সমাজে শিশু শিক্ষার জন্য রয়েছে | | |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯ | ৯৯.৫ |
| এনজিও স্কুল | ১৯৮ | ৯৯.০ |
| কিন্ডার গার্টেন | ১৯৬ | ৯৮.০ |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১০৬ | ৫৩.০ |
| মক্তব / হাফেজিয়া মাদ্রাসা | ৮০ | ৪০.০ |
| বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭২ | ৩৬.০ |
| জানে না | ০১ | ০.৫ |
| মোট | *৮৫২ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৪৫ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৮৫২টি উত্তরে, বর্তমান সমাজে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ১০০টি মতে, সমাজে শিশু শিক্ষার জন্য রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শতকরা ৯৯টি মতে, এনজিও স্কুল, শতকরা ৯৮টি মতে, কিন্ডার গার্টেন। শতকরা ৫৩টি মতে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং শতকরা ৩৬টি মতে, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল ব্যবস্থাপনা বা প্রতিষ্ঠান এক মডেলের শিশু শিক্ষা ক্যারিকুলামে চলে না। তাই শিশু শিক্ষা তথা জাতীয় শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণে এ দিকটি অবশ্যই গুরুত্বের দাবী রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৪৬ সরকারি প্রাইমারিতে ভর্তি ও বেতন ফ্রি ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা

| প্রাইমারিতে ভর্তি ও বেতন ফ্রি ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা | গণসংখ্যা (n= ২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| বিনা মূল্যে বোর্ডের পাঠ্য বই | ১৯৬ | ৯৮.০ |
| শর্ত সাপেক্ষে উপবৃত্তি দেয় | ১৫০ | ৭৫.০ |
| টিকা ইনজেকশন দেয় | ১৩০ | ৬৫.০ |
| প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় | ৬৫ | ৩২.৫ |
| কৃমিনাশক ঔষধ দেয় | ২৩ | ১২.৫ |
| শিক্ষা সামগ্রী (উপকরণ) দেয় | ১০ | ৫.০ |
| জানেন না | ০২ | ১.০ |
| মোট | *৫৭৬ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৪৬ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৫৭৬টি উত্তরে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও বেতন ফ্রি ছাড়া শিশুদের যে সকল সুবিধাদি দেয়, সে সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৯৮টি মতে, বিনামূল্যে বোর্ডের পাঠ্য বই দেয়। শতকরা ৭৫টি মতে, শর্ত সাপেক্ষে উপবৃত্তি দেয়। শতকরা ৬৫টি মতে, টিকা ইনজেকশন দেয়। শতকরা ৩৩টি মতে, প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। এছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ ও শিক্ষা সামগ্রীও (উপকরণ) দিয়ে থাকে। এগুলো প্রায়শই শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা পান না, তাই অতিপ্রয়োজনীয় এ সকল দ্রব্য সামগ্রী অবশ্যই যথাযথ ও সময়মত বন্টনের দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৪৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের থেকে অর্থ গ্রহণ

| প্রাইমারিতে শিশু শিক্ষার্থীদের থেকে অর্থ গ্রহণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশুদের পরীক্ষার ফি | ১৯৮ | ৯৯.০ |
| উপবৃত্তির জন্য নাম লেখাতে ও টাকা উঠাতে | ১৩৮ | ৬৯.০ |
| ৫ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট এর জন্যে | ১৩৫ | ৬৭.৫ |
| বাৎসরিক পরীক্ষার রেজাল্ট কার্ড এর জন্যে | ১১৮ | ৫৯.০ |
| শিশুদের স্কুলের আয়ার জন্যে | ২২ | ১১.০ |
| স্কুলে হাজিরা খাতায় উপস্থিতি বাড়ানো জন্যে | ০৫ | ০২.৫ |
| শিশুদের পরীক্ষার নম্বর বাড়াতে | ০৩ | ০১.৫ |
| শিশুদের স্কুলে ভর্তি হতে | ০২ | ০১.০ |
| শিশুদের নতুন ক্লাসে নাম উঠাতে | ০২ | ০১.০ |
| এ ব্যাপারে জানেন না | ০২ | ০১.০ |
| মোট | *৬২৫ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৪৭তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৬২৫টি উত্তরে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের থেকে টাকা পয়সা গ্রহণ সম্পর্কিত অভিমত দেখানো হয়েছে। শতকরা ৯৯টি মতে, পরীক্ষার ফি এর জন্য টাকা নেয়। শতকরা ৬৯টি মতে, উপবৃত্তির জন্য নাম ও টাকা উঠাতে, শতকরা ৬৮টি মতে, ৫ম শ্রেণীর সার্টিফিকেটের জন্যে, শতকরা ৬৯টি মতে, বাৎসরিক পরীক্ষার রেজাল্ট কার্ডের জন্যে এবং শতকরা ১১টি মতে, স্কুলের আয়ার জন্যে টাকা নিয়ে থাকে। এছাড়াও ক্লাসের হাজিরা খাতায় উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য, পরীক্ষার নম্বর বাড়াতে, ভর্তি হতে ও নতুন ক্লাসে নাম উঠাতেও টাকা পয়সা নেয় বলে কেহ কেহ জানিয়েছেন। যতটুকু ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে জানা গেছে, তা হল স্কুল কর্তৃপক্ষ আয়ার জন্যে মাসে ২৫-৩০ টাকা, পরীক্ষার ফি বাবদ ২০-৪০ টাকা, ৫ম শ্রেণীর সেন্টার পরীক্ষার জন্যে ৪০-৫০ টাকা, ক্লাসে ভর্তি করতে ৩০ টাকা,

Dhaka University Institutional Repository

রেজাল্ট কার্ডের জন্যে ১০ টাকা এবং ৫ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দিতে ১০০-৫০০ টাকা নিয়ে থাকে। সরকারিভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা সত্ত্বেও কোন প্রকার টাকা গ্রহণ নীতিগতভাবে সমর্থিত নয়, সংগত কারণেই এ দিকটিকে গভীর ভাবে বিবেচ্য ।

**সারণী নং ৪৮ শিশু শিক্ষা উপযোগী সকল শিশুর স্কুলে যাওয়া**

| শিশু শিক্ষা উপযোগী সকল শিশুর স্কুলে যাওয়া | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সকল শিশু স্কুলে পড়তে যায় | ১১৯ | ৫৯.৫ |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায় | ১১৬ | ৫৮.০ |
| শিশুরা কিন্ডার গার্টেনে পড়তে যায় | ০২ | ০১.০ |
| শিশুরা ব্র্যাক স্কুলে পড়তে যায় | ০১ | ০০.৫ |
| শিশুরা কোথাও পড়তে যায় না | ৭৯ | ৩৯.৫ |
| এ ব্যাপারে মতামত দেন নাই | ০২ | ০১.০ |
| মোট | *৩১৯ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৪৮তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৩১৯টি উত্তরে, গবেষণা এলাকার শিশু শিক্ষা উপযোগী সকল শিশুর স্কুলে যাওয়া সম্পর্কিত অভিমত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৬০টি মতে, সকল শিশু পড়তে যায় । শতকরা ৫৮টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। শতকরা ৪০টি মতে, কোথাও পড়তে যায় না। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, প্রচলিত সমাজের শিশু শিক্ষা গ্রহন উপযোগী অনেক শিশুই এখনো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পড়তে যায়না । এ পড়তে না যাওয়াটা প্রচলিত শিশু শিক্ষার একটি বড় নেতিবাচক দিক।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৪৯ সমাজের পড়তে না যাওয়া শিশুদের শতকরা হার

| সমাজের পড়তে না যাওয়া শিশুদের শতকরা হার | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সমাজের শতকরা ৫ জন শিশু পড়তে যায় না | ৩৩ | ৪১.৭৭ |
| শতকরা ৭ জন পড়তে যায় না | ২১ | ২৬.৫৮ |
| শতকরা ২ জন পড়তে যায় না | ০৯ | ১১.৩৯ |
| শতকরা ৩ জন পড়তে যায় না | ০৭ | ৮.৮৬ |
| শতকরা ১০ জন পড়তে যায় না | ০৭ | ৮.৮৬ |
| শতকরা ৮ জন পড়তে যায় না | ০২ | ২.৫৩ |
| মোট | ৭৯ | ১০০ |

*গড়ে সমাজের শতকরা ৭ জন শিশু পড়তে যায় না ।

সারনী নং ৪৯ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে ৭৯ জন তথ্যদাতার মতে, সমাজের পড়তে না যাওয়া শিশুদের শতকরা হার সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছ। এতে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, শতকরা ৪২ জনের মতে, সমাজের শতকরা ৫জন শিশু পড়তে যায় না। শতকরা ২৭ জনের মতে, শতকরা ৭ জন, শতকরা ১১ জনের মতে, শতকরা ২জন শিশু কোথাও পড়তে যায় না। বর্তমান প্রচলিত সমাজে গড়ে ৭ জন শিশু শিক্ষা উপযোগী শিশু কোথাও পড়তে যায় না। প্রচলিত শিশু শিক্ষায় এটি অবশ্যই ভাববার বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

**সারণী নং ৫০ সমাজের সকল শিশু পড়তে না যাওয়ার কারণ**

| সমাজের সকল শিশু পড়তে না যাওয়ার কারণ | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশুর অভিভাবক অসচেতন | ১৯৮ | ৯৯.০ |
| শিশুর পারিবারিক অভাবের কারণে | ১৮৪ | ৯২.০ |
| শিশুর মা-বাবা অশিক্ষিত | ১২৩ | ৬১.৫ |
| শিশু শারীরিক ও মানসিক ভাবে পঙ্গু বলে | ১০৪ | ৫২.০ |
| শিশুর স্কুলে যাওয়ার সরঞ্জাম নেই | ৮২ | ৪১.০ |
| শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বা দূরে | ৩০ | ১৫.০ |
| মোট | *৭২১ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৫০তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৭২১টি উত্তরে, সমাজের সকল শিশু পড়তে না যাওয়ার কারণ দেখানো হয়েছে। এতে লক্ষনীয় যে, শতকরা ৯৯টি মতে, শিশুরা অভিভাবকদের অসচেতনতার জন্যে পড়তে যায় না। শতকরা ৯২টি মতে, শিশুর পারিবারিক অভাবের জন্যে, শতকরা ৬২টি মতে, শিশুর মা-বাবার অশিক্ষার কারণে, শতকরা ৫২টি মতে, শিশু শারীরিক ও মানসিক ভাবে পঙ্গু বলে, শতকরা ৪১টি মতে, শিশুর স্কুলের যাওয়ার সরঞ্জাম না থাকার জন্যে শিশুরা পড়তে যায় না। এটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার একটি শিশু শিক্ষার প্রয়াসের বা বিস্তারের চিত্র, যা অবশ্যই নেতিবাচক দিককে ইংগিত করে। এ তথ্যে প্রতিষ্ঠিত যে, সমাজের শিশু শিক্ষায় অসচেতনতার প্রভাব , সমাজের শতকরা ৯৯ জনই তা জ্ঞাত রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৫১ শিশুদের অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণ

| শিশুদের অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণ | গণসংখ্যা(n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশু শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হলেও প্রচার ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের অভাব | ১৯৮ | ৯৯.০ |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্বহীনতা | ১৮৪ | ৯২.০ |
| সন্তান অধিক হওয়ায় আহার/বাসস্থান যোগাতেই পরিবার প্রধান ব্যস্ত থাকেন | ১২৯ | ৬৪.৫ |
| মা মিটিং ও উঠান বৈঠকের অনুপস্থিতি | ১২৬ | ৬৩.০ |
| দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যাধিক্য | ৭৬ | ৩৮.০ |
| দেশের জাতীয় শিক্ষার হার কম | ৬৭ | ৩৩.৫ |
| শিশুর পারিবারিক নিরক্ষরতা | ২১ | ১০.৫ |
| মোট | *৮০১ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৫১তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৮০১টি উত্তরে, অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণ সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, শতকরা ৯৯টি মতে, শিশু শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হলেও, প্রচার ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের অভাব রয়েছে। শতকরা ৯২টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্বহীনতা, শতকরা ৬৫টি মতে, সন্তান অধিক হওয়ায় পিতা-মাতা আহার-বাসস্থান যোগাতেই ব্যস্ত থাকা। শতকরা ৬৩টি মতে, মা মিটিং ও উঠান বৈঠকের অনুপস্থিতি। শতকরা ৩৮টি মতে, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। শতকরা ৩৪টি মতে, পারিবারিক নিরক্ষরতা , এ সকল কারণেই অভিভাবকগণ আজও শিশু শিক্ষায় অসচেতন রয়েছেন। নেতিবাচক দিক হিসেবে এটিই সর্বোচ্চ দিককে নির্দেশ করছে। শিশু শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে এ দিকটি বিবেচনার দাবী রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৫২ সমাজের যে সকল পরিবারের শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে না

| যে সকল পরিবারের শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে না | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সমাজের দারিদ্র্য সীমার নিচের পরিবার | ১৯৮ | ৯৯.০ |
| সমাজের ভিক্ষুক পরিবার | ১৯৭ | ৯৮.৫ |
| সমাজের বস্তির পরিবার | ১১৯ | ৫৯.৫ |
| সমাজের ব্রোকেন ফ্যামিলি | ৮৯ | ৪৪.৫ |
| সমাজের উপার্জনকারীহীন পরিবার | ৬৩ | ৩১.৫ |
| সমাজের দরিদ্র কৃষক পরিবার | ৬২ | ৩১.০ |
| মোট | *৭২৮ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৫২ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৭২৮টি উত্তরে, সমাজের যে সকল পরিবারের শিশুরা, শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে না তা দেখানো হয়েছে। শতকরা ৯৯টি মতে, সমাজের দারিদ্র্য সীমার নিচের পরিবারগুলো শিশু শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। শতকরা ৯৯টি মতে সমাজের ভিক্ষুক পরিবার, শতকরা ৬০টি মতে বস্তির পরিবার, শতকরা ৪৫টি মতে ব্রোকেন ফ্যামিলি, শতকরা ৩২টি মতে উপার্জনকারীহীন পরিবার এবং শতকরা ৩১টি মতে দরিদ্র কৃষক পরিবারের শিশুরা, শিশু শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। শিশু শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়নে অবশ্যই এ দিকটিতে গুরুত্ব দেয়ার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৩.২ সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব

### সারণী নং ৫৩ ভর্তিকৃত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তিকরণ

| ভর্তিকৃত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ৪৬ - ৫০ | ০২ | ১.০ |
| ৫১ - ৫৫ | ০০ | ০.০ |
| ৫৬ - ৬০ | ২২ | ১১.০ |
| ৬১ - ৬৫ | ১২ | ৬.০ |
| ৬৬ - ৭০ | ১০১ | ৫০.৫ |
| ৭১ - ৭৫ | ২৭ | ১৩.৫ |
| ৭৬ - ৮০ | ২৫ | ১২.৫ |
| ৮১ - ৮৫ | ০১ | ০.৫ |
| ৮৬ - ৯০ | ০৭ | ৩.৫ |
| ৯১ - ৯৫ | ০১ | ০.৫ |
| জানেন না | ০২ | ১.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

*ভর্তিকৃত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের গড় শতকরা **৬৯** জন।

সারনী নং ৫৩ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুদের শতকরা কতজন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সে সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, গড়ে শতকরা ৬৯ জন শিশু মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, **বাকী শতকরা ৩১ জন শিশুই ঝরে পরে যায়**। এটি বর্তমান সমাজের শিশু শিক্ষার অবক্ষয়ের একটি ভয়াবহ চিত্র। শতকরা ৫১ জনের মতে, ৬৬ থেকে ৭০ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে। শতকরা ১৪ জনের মতে, ৭১ - ৭৫ জনের মতো এবং শতকরা ১৩ জনের মতে, ৭৬ - ৮০ জনের মতো প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে। এতেও ঝরে পরার হার শতকরা ২০ জনের অধিক। সংগত কারণেই শিশু শিক্ষায় ঝরে পরা রোধের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৫৪ শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পরা রোধে উপবৃত্তির ভূমিকা

| শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পরা রোধে উপবৃত্তি ভূমিকা | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| উপবৃত্তি প্রকৃত অভাবীদেরকে দিতে হবে | ১৯১ | ৯৫.৫ |
| উপবৃত্তির সংখ্যা বাড়াতে হবে | ১৪৭ | ৭৩.৫ |
| উপবৃত্তি বন্টনের অনিয়ম দূর করতে হবে | ১৪৫ | ৭২.৫ |
| উপবৃত্তি সামাজিক চাপ বাড়ায় বলে শিশু শিক্ষার অন্তরায় | ০২ | ০১.০ |
| এ ধরনের বৃত্তির কথা জানেন না | ০২ | ০১.০ |
| মোট | *৪৮৭ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৫৪ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৪৮৭টি উত্তরে, শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পরা রোধে উপবৃত্তির ভূমিকা সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। শতকরা ৯৬টি মতে, প্রকৃত অভাবীদেরকে উপবৃত্তি দিতে হবে। শতকরা ৭৪টি মতে, উপবৃত্তির সংখ্যা বাড়াতে হবে । শতকরা ৭৩টি মতে, উপবৃত্তি বন্টনের অনিয়ম দূর করতে হবে। অর্থাৎ ঝরে পরা রোধে উপবৃত্তির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কিন্তু মাত্র শতকরা ১ জন এর বিরুদ্ধে বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৫৫ সরকারি প্রাইমারিতে উপবৃত্তি বন্টনের অনিয়ম

| সরকারি প্রাইমারিতে উপবৃত্তি বন্টনের অনিয়ম | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| উপবৃত্তি বন্টনকারী কর্তৃপক্ষ সঠিক নয় | ১৪৫ | ৭২.৫ |
| যোগ্য প্রার্থীর নাম উপবৃত্তির তালিকায় থাকে না | ১৪৪ | ৭২.০ |
| উপবৃত্তির তালিকায় নাম উঠাতে টাকা লাগে | ১৩৯ | ৬৯.৫ |
| স্কুল পরিচালনা কমিটির স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে হবে | ৩৪ | ১৭.০ |
| উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে | ২৩ | ১১.৫ |
| অনিয়ম নেই | ০২ | ০১.০ |
| মোট | *৪৮৭ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৫৫ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৪৮৭টি উত্তরে, শিশু শিক্ষায় উপবৃত্তি বন্টনের অনিয়ম সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৭৩টি মতে, উপবৃত্তি বন্টনকারী কর্তৃপক্ষ সঠিক নয় বলেছেন। শতকরা ৭২টি মতে যোগ্য প্রার্থীর নাম উপবৃত্তির তালিকায় থাকে না, শতকরা ৭০টি মতে উপবৃত্তির তালিকায় নাম উঠাতে টাকা লাগে এবং শতকরা ১৭টি মতে স্কুল পরিচালনা কমিটির স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে হবে বলেছেন। অর্থাৎ উপবৃত্তিকে চলমান সমাজ ইতিবাচক ধরে নিয়েছে এবং এর প্রাপ্তি সঠিকদের (নিয়মানুসারে) মধ্য হতে হলেই ঝরে পরা রোধে সহায়ক হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৫৬ প্রাইমারিতে ঝরে পরা রোধে খাদ্য সহায়তার ভূমিকা

| প্রাইমারিতে ঝরে পরা রোধে খাদ্যসহায়তার ভূমিকা | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ক্ষুধার্ত শিশুদের পরিবারগুলোকে রেশনিং এ আনতে হবে | ১৯২ | ৯৬.০ |
| স্কুলের শুরুতেই শিশুদেরকে মানসম্মত খাদ্য দিতে হবে | ২০ | ১০.০ |
| সরবরাহকৃত খাবার মানসম্মত হতে হবে | ০৩ | ০১.৫ |
| শিশুদের জন্য সরবরাহকৃত খাবার পর্যাপ্ত নয় | ০২ | ০১.০ |
| মোট | *২১৭ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৫৬ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ২১৭টি উত্তরে, শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পরা রোধে খাদ্য সহায়তার ভূমিকা সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। শতকরা ৯৬টি মতে ক্ষুধার্ত শিশুদের পরিবারগুলোকে রেশনিং এ নিয়ে আসলে ঝরে পরা কমবে এবং শতকরা ১০টি মতে স্কুলের শুরুতেই শিশুদেরকে মানসম্মত খাদ্য দিতে হবে। ক্ষুধার তাড়নায় শিশুরা খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় স্কুলে অনিয়মিত উপস্থিত থাকে বা ঝরে পরাদের সাথে মিশে যায় । অর্থাৎ ঝরে পরা রোধে খাদ্য সহায়তা বা ফিডিং কার্যক্রম এক বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৫৭ এনজিও স্কুল বা কিন্ডার গার্টেন থেকে কম ঝরে পরার কারণ

| এনজিও স্কুল বা কিন্ডার গার্টেন থেকে কম ঝরে পরার কারণ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| এনজিও / কিন্ডার গার্টেনে ম্যানেজিং কমিটি সেবাধর্মী ও দায়িত্বশীল | ১৯৮ | ৯৯.০ |
| প্রাইমারিতে ম্যানেজিং কমিটি দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করেন | ১৮০ | ৯০.০ |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জবাবদিহিতার কঠোরতা নেই | ৭৮ | ৩৯.০ |
| সরকারি প্রাইমারিতে অভিভাকদের সচেতনার অভাব | ০২ | ০১.০ |
| এনজিও বা কিন্ডার গার্টেনের অভিভাবকগণ স্বচ্ছল ও সচেতন | ০২ | ০১.০ |
| মোট | *৪৬০ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৫৭ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৪৬০টি উত্তরে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এনজিও বা কিন্ডার গার্টেনে কম ঝরে পরার কারণ দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৯৯টি মতে, এনজিও বা কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সেবাধর্মী ও দায়িত্বশীল। শতকারা ৯০টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করেন। শতকরা ৩৯টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জবাবদিহিতার কঠোরতা নেই। অর্থাৎ এনজিও বা কিন্ডার গার্টেনের লোকাল ব্যবস্থাপনা ভাল বলেই ঝরে পরার হার কম কিন্তু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বা লোকাল শিক্ষা প্রশাসন শিশু শিক্ষা বান্ধব নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। মাত্র শতকরা ১টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকগণকে কম সচেতন বলেছেন। অর্থাৎ অভিভাবকদের সচেতনতা একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক, যা শিশু শিক্ষা বিস্তারে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৩.৩ সমাজে সরকারি প্রাইমারির ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা

### সারণী নং ৫৮ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কার্যকারিতা

| সরকারি প্রাইমারিতে ম্যানেজিং কমিটির কার্যক্রম | গণসংখ্যা(n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সঠিক নয় | ১৮৮ | ৯৪.০ |
| অযোগ্য লোকেরা কমিটিতে স্থান পায় | ১৩৯ | ৬৯.৫ |
| রক্ষকরাই ভক্ষকের ভূমিকায় রয়েছে | ৪৫ | ২২.৫ |
| রাজনৈতিক দলাদলি চলে থাকে | ০৩ | ০১.৫ |
| স্থানীয় প্রভাবশালীদের স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায় | ০২ | ০১.০ |
| মোট | *৩৭৭ | |

*একাধিক উত্তর

465902

সারনী নং ৫৮ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৩৭৭টি উত্তরে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কার্যকারিতা সম্পর্কিত অভিমত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৯৪টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গঠন প্রক্রিয়া সঠিক নয়। শতকরা ৭০টি মতে, অযোগ্য লোকেরা কমিটিতে স্থান পায় এবং শতকরা ২৩টি মতে, রক্ষকরাই ভক্ষকের ভূমিকায় রয়েছে। অর্থাৎ ম্যানেজিং কমিটি শিশু শিক্ষা বিস্তারে একটি অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখবে ভেবেই সরকার শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত কমিটি বা পরিচালনা পরিষদ ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন কিন্তু সঠিক লোকেরা দায়িত্বে না থাকায় উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। মতামতের হার কম হলেও রাজনৈতিক দলাদলি এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের নেতিবাচক ভূমিকা দৃশ্যমান রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৫৯ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা

| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| পাঠদান প্রক্রিয়া ও পাঠ্যক্রম আধুনিক চাহিদা সম্পন্ন নয় | ১৫২ | ৭৬.০ |
| প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই | ১৩৯ | ৬৯.৫ |
| সরকারি বেতন পায় বলে তাঁরা দায়সারা ভাব দেখা যায় | ২৫ | ১২.৫ |
| সঠিক ও কর্মক্ষম ম্যানেজিং কমিটি নেই | ০২ | ০১.০ |
| শিক্ষা প্রশাসন সঠিক নয় | ০২ | ০১.০ |
| মোট | *৩২০ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৫৯তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৩২০টি উত্তরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কিত অভিমত দেখানো হয়েছে। এতে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, শতকরা ৭৬টি মতে পাঠদান প্রক্রিয়া ও পাঠ্যক্রম আধুনিক চাহিদা সম্পন্ন নয়। শতকরা ৭০টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই এবং শতকরা ১৩টি মতে, সরকার শিক্ষকদের সম্পূর্ণ বেতন-ভাতা দেয় বলে তাঁরা দায়সারা ভাব দেখিয়ে থাকেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকগন সরকারি অন্য কোন চাকুরী না পাওয়ায়ই তাঁরা শিক্ষকতার কাজ করে থাকেন। সারকথা, শিক্ষকদের সঠিক ভূমিকা পালন শিশু শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৩.৪ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের কার্যক্রম

**সারণী নং ৬০ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের সরকারি কাজ**

| সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের সরকারি কাজ | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| জাতীয়নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ | ১৯৮ | ৯৯.০ |
| স্থানীয় ও সংসদ নির্বাচনী দায়িত্ব | ১৯৬ | ৯৮.০ |
| জাতীয় শিশু জরিপের কাজ | ১৯০ | ৯৫.০ |
| সাক্ষরতা জ্ঞান জরিপের কাজ | ১২৫ | ৬২.৫ |
| আদমশুমারীর কাজ | ৮৮ | ৪৪.০ |
| জানেন না | ০২ | ১.০ |
| মোট | *৭৯৯ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৬০ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৭৯৯টি উত্তরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের বিভিন্ন সরকারি কাজ দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৯৯টি মতে, শিশুদের শিক্ষকরা জাতীয় নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে থাকেন। শতকরা ৯৮টি মতে, স্থানীয় ও সংসদ নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং শতকরা ৯৫টি মতে, জাতীয় শিশু জরিপের কাজ করে থাকেন। শতকরা ৬৩টি মতে সাক্ষরতা জ্ঞান জরিপের কাজ, শতকরা ৪৪টি মতে আদমশুমারীর কাজ করে থাকেন । সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ডেপুটেশনে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজ করতে হয়। কিন্তু প্রকৃত শিশু শিক্ষাদান কাজে তাদের সময় থাকে না অর্থাৎ শিশু শিক্ষাদান কাজ কাংখিত পর্যায়ে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৬১ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের সমাজ সেবামূলক কাজ

| সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের সমাজ সেবামূলক কাজ | গণসংখ্য (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| টিকা দিবসকে কার্যকর করা | ১৯৮ | ৯৯.০ |
| পরিবেশ দূষন রোধে কার্যক্রম পালন করা | ১৬৪ | ৮২.০ |
| স্যানিটেশন সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করা | ১১৯ | ৫৯.৫ |
| শিশু পাচার রোধে ক্যাম্পিং করা | ৪৫ | ২২.৫ |
| স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করা | ০৪ | ২.০ |
| যৌতুক বিরোধী আন্দোলন করা | ০২ | ১.০ |
| বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করা | ০২ | ১.০ |
| জানেন না | ০২ | ১.০ |
| মোট | *৫৩৬ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৬১তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মধ্যে একাধিক ৫৩৬টি উত্তরে, সরকারি শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৯৯টি মতে তাঁরা টিকা দিবসকে কার্যকর করে থাকেন। শতকরা ৮২টি মতে পরিবেশ দূষণ রোধ কার্যক্রম পালন করে থাকেন, শতকরা ৬০টি মতে স্যানিটেশন সচেতনতা এবং শতকরা ২৩টি মতে শিশু পাচার রোধে ক্যাম্পিং করে থাকেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন প্রভৃতি কাজ করে থাকেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগন ডেপুটেশনে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি জনসেবামূলক কাজ করে থাকেন । কিন্তু আসল কাজ শিশুদেরকে শিক্ষাদান, শিক্ষকদের দ্বারা তা কাংখিত পর্যায়ে উপণীত না হয়ে তাঁদের কাজ শিক্ষকতা না চাকুরী এ নিয়েই জন-মানুষ সন্দেহ প্রবণ মতামত প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৬২ শিক্ষকতার বাইরে ব্যস্ততাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব

| শিক্ষকতার বাইরের কাজের ক্ষতিকর প্রভাব | গণসংখ্য (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশু শিক্ষায় কুপ্রভাব পড়ে শতকরা ৫০ ভাগ | ১৪৩ | ৭১.৫ |
| পেশা পরিপন্থী কাজের প্রভাব শতকরা ৪০ভাগ | ১৮ | ৯.০ |
| শিক্ষাদানে কুপ্রভাব শতকরা ৬০ ভাগ | ১১ | ৫.৫ |
| শিক্ষকদের অবশ্যই এর বাইরে রাখতে হবে | ১০ | ৫.০ |
| শিক্ষকতার মূল কাজ হয় না | ০৬ | ৩.০ |
| শিশু শিক্ষায় আঘাত শতকরা ৭০ ভাগ | ০৫ | ২.৫ |
| শিক্ষা বিড়ম্বনায় শিশুরা অন্যত্র চলে যায় | ০৫ | ২.৫ |
| জানেন না | ০২ | ১.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৬২তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার মতামতে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের, শিক্ষকতার বাইরের অন্যান্য ব্যস্ততাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৭২ জনের মতে, শিক্ষকদের অন্যান্য ব্যস্ততা শিশু শিক্ষায় কু-প্রভাব পড়ে শতকরা ৫০ ভাগ। শতকরা ৯ জনের মতে, পেশা পরিপন্থী কাজের প্রভাব শতকরা ৪০ ভাগ। এছাড়াও শিশু শিক্ষায় আঘাত শতকরা ৭০ ভাগ এবং শিক্ষা বিড়ম্বনায় শিশুরা অন্যত্র চলে যায় এ কথাও অনেকে বলেছেন। দলভিত্তিক আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বছরের শুরুতে ভর্তিকৃত শিশুরা বই সংগ্রহের পর প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণহীনতায় তারা অন্যত্র চলে যায়। অর্থাৎ শিশু শিক্ষা বিস্তারে পজিটিভ পরিবেশ সৃষ্টিতে, যেকোন অবস্থাতেই শিক্ষকদেরকে শিক্ষার বাইরের কাজে ব্যস্ত রাখা অনুচিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৬৩ প্রাথমিক শিক্ষকদের ডেপুটেশনে কাজের নেতিবাচক প্রভাব

| শিক্ষকদের ডেপুটেশনে কাজের নেতিবাচক প্রভাব | গণসংখ্য (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিক্ষকদের ডেপুটেশন কাজে শিক্ষাদানের শতকরা ৪০ ভাগ ক্ষতি হয় | ৭০ | ৩৫.০ |
| ডেপুটেশনে ৫-৬ মাস ঠিকমত ক্লাস হয় না | ৪১ | ২০.৫ |
| ডেপুটেশনে ৪-৫ মাস ঠিকমত ক্লাস হয় না | ৩৭ | ১৮.৫ |
| ডেপুটেশনের শিক্ষকগণ মূল কাজ করতে পারেন না | ৩৫ | ১৭.৫ |
| এ কাজে শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষতি হয় | ০৭ | ৩.৫ |
| শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা অন্যত্র চলে যায় | ০৭ | ৩.৫ |
| ডেপুটেশনে ৩-৪ মাস ঠিকমত ক্লাস হয় না | ০১ | ০.৫ |
| জানেন না | ০২ | ১.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৬৩ তে উপস্থাপিত তথ্যে, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের ডেপুটেশনের কাজের নেতিবাচক প্রভাব দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৩৫ জনের মতে, ডেপুটেশন কাজে শিক্ষাদানের শতকরা ৪০ ভাগ ক্ষতি হয়। শতকরা ২১ জনের মতে, ৫-৬ মাস ঠিকমতো ক্লাস হয় না। শতকরা ১৯ জনের মতে, ৪-৫ মাস ঠিকমত ক্লাস হয় না। শতকরা ১৮ জনের মতে, শিক্ষকগণ মূল কাজ করতে পারেন না। এছাড়া অনেকের মতে, একাজে শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতি হয়, শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা অন্যত্র চলে যায়, ৩-৪ মাস ঠিকমত ক্লাস হয় না । এ সকল তথ্যে সুস্পষ্ট যে, শিক্ষকদের ডেপুটেশন এর কাজ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মূলকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। শিশু শিক্ষা বিস্তারে এটি একটি মারাত্মক অন্তরায়। শিশু শিক্ষা উন্নয়নে এটিকে অবশ্যই সক্রিয় বিবেচনায় নিয়ে আসার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৬৪ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাইরের কাজ

| সরকারি প্রাইমারির প্রধান শিক্ষকের শিক্ষকতার বাইরের কাজ | গণসংখ্যা(n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরন কাজ নিয়মিত হওয়া উচিত | ১৮৫ | ৯২.৫ |
| প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতে প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পরে | ১৭৬ | ৮৮.০ |
| ম্যানেজিং কমিটির সাক্ষর গ্রহণে সদস্যদের বাড়ি যাওয়া অপমানজনক কাজ | ১০৬ | ৫৩.০ |
| সাক্ষর গ্রহণ বা অফিস সহকারীর জন্য পিয়ন বা আয়া থাকা দরকার | ৯৯ | ৪৯.৫ |
| সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা হয় না | ৯৩ | ৪৬.৫ |
| প্রতিষ্ঠানের বাইরে তাঁর অবস্থান শিক্ষার জন্য শতকরা ৩০ ভাগ ক্ষতিকর | ৮৭ | ৪৩.৫ |
| শিক্ষকতার কাজে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে | ৭০ | ৩৫.০ |
| শিক্ষার পরিবেশ ও সময় নষ্ট হয় | ৬৫ | ৩২.৫ |
| প্রধান শিক্ষককে প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় না | ৩৮ | ১৯.০ |
| শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা বই নিয়ে অন্যত্র চলে যায় | ৩৫ | ১৭.৫ |
| ৫ম শ্রেণীর শিশুরা বৃত্তির জন্য থাকে | ১৭ | ০৮.৫ |
| জানেন না | ০২ | ০১.৫ |
| মোট | *৯৭৩ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৬৪ তে উপস্থাপিত তথ্যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শিক্ষকতার বাইরের কাজের প্রভাব সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৯৭৩টি উত্তরে লক্ষ্যনীয় যে, শতকরা ৯৩টি মতে, প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরন কাজ নিয়মিত হওয়া উচিত। শতকরা ৮৮টি মতে, প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। শতকরা ৫৩টি মতে, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সাক্ষর গ্রহণ করা অপমানজনক কাজ । শতকরা ৫০টি মতে, সাক্ষর গ্রহণ বা অফিস সহকারীর জন্য পিয়ন বা আয়া থাকা দরকার। শতকরা ৪৭টি মতে, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা হয় না। শতকরা ৪৪টি মতে,

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের বাইরে তাঁর অবস্থান শিক্ষার জন্য শতকরা ৩০ ভাগ ক্ষতিকর। শতকরা ৩৫টি মতে, শিক্ষার পরিবেশ ও সময় নষ্ট হয়। এতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শিক্ষকতার বাইরের কাজ তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের অন্যতম একটি বাধা । অতএব, শিশু শিক্ষায় এ দিকটি অত্যন্ত বিবেচ্য একটি বিষয়।

**সারণী নং ৬৫ প্রাইমারি শিক্ষকদের সরকারি ছুটিতে কাজ করা**

| প্রাইমারি শিক্ষকদের সরকারি ছুটিতে কাজ করা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সরকারি ছুটির বিকল্প ছুটি থাকা আবশ্যক | ৯০ | ৪৫.০ |
| ছুটি না পেলে তাঁরা শিক্ষা কাজে অনীহা দেখাবেন | ৮০ | ৪০.০ |
| তাঁদের সরকারি ছুটি পালন করতে দেয়া উচিত | ১৮ | ০৯.০ |
| শিক্ষকদেরকে ছুটিতে কাজ করানো ঠিক নয় | ০৭ | ০৩.৫ |
| এটি শিক্ষকতার পেশার অমর্যাদা | ০৩ | ০১.৫ |
| শিক্ষাদান শতকরা ২৫ ভাগ ব্যাহত হয় | ০২ | ০১.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৬৫ তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারি ছুটিতে কাজ করা নিয়ে অভিভাবকদের মতামত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৪৫ জনের মতে, সরকারি ছুটির বিকল্প থাকা উচিত। শতকরা ৪০ জনের মতে, ছুটি না পেলে শিক্ষকরা শিক্ষা কাজে অনীহা দেখাবেন এবং শতকরা ৯ জনের মতে, শিক্ষকদেরকে সরকারি ছুটি পালন করতে দেয়া উচিত বলেছেন। অনেকের মতে ছুটিতে কাজ করা ঠিক নয়, এটি শিক্ষকতার পেশার অমর্যাদা, এতে শিক্ষাদান শতকরা ২৫ ভাগ ব্যাহত হয়। সরকারি ছুটি চলাকালে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকগন যেকোন নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করাকেই অপমানজনক মনে করেন । তাই শিশু শিক্ষায় এ দিকটিও একটি বিবেচ্য বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৬৬ প্রাইমারি শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন ( চার মাস) ছুটির প্রভাব

| প্রাইমারি শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রভাব | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| মাতৃত্বকালীন ছুটিতে বদলী শিক্ষক থাকতে হবে | ১২৩ | ৬১.৫ |
| ছুটিতে থাকা শিক্ষিকার ক্লাসগুলো হয় না | ৬০ | ৩০.০ |
| শিশুরা এতে শিক্ষা বঞ্চিত হয় | ১০ | ০৫.০ |
| শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাঘাত হয় (৪-৫মাস) | ০৭ | ০৩.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৬৬তে উপস্থাপিত তথ্যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ( চার মাস) সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে ২০০ জন তথ্যদাতার শতকরা ৬২ জনের মতে, মাতৃত্বকালীন ছুটিতে বদলী শিক্ষক থাকতে হবে। শতকরা ৩০ জনের মতে, ছুটিতে থাকা শিক্ষিকার ক্লাসগুলো হয় না। এছাড়া অনেকের মতে, শিশুরা এতে শিক্ষা বঞ্চিত হয় এবং শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাঘাত হয় (৪-৫ মাস) । সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগন মাতৃত্বকালীন ছুটি গ্রহনের পূর্বে ও পরেও অনেকদিন স্ব স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না । সংগত কারণেই, শিশু শিক্ষায় এ দিকটিকেও অতি গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করার দাবী রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৪ শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা নিরুপণ করা

### ৩.৪.১ সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

**সারণী নং ৬৭ সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব**

| সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| প্রাথমিক শিক্ষা হলো মৌলিক/আসল/মূল শিক্ষা | ১৬৮ | ৮৪.০ |
| এটি হলো জাতীয় শিক্ষা | ২১ | ১০.৫ |
| এটি না হলে অন্য শিক্ষা হবে না | ০৬ | ৩.০ |
| এটি প্রাতিষ্ঠানিক (Foundation) প্রথম শিক্ষা | ০৩ | ১.৫ |
| মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা | ০২ | ১.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৬৭ তে উপস্থাপিত তথ্যে, অভিভাবকদের দৃষ্টিতে সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে ২০০ জন তথ্যদাতার শতকরা ৮৪ জনের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা হলো মৌলিক / আসল / মূল শিক্ষা। শতকরা ১১ জনের মতে, এটি হলো জাতীয় শিক্ষা। এছাড়াও অনেকের মতে, এটি প্রাতিষ্ঠানিক (Foundation) প্রথম শিক্ষা এবং মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। অর্থাৎ চলমান সমাজ ব্যবস্থায় এটি স্পষ্ট যে, শিশু শিক্ষার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞাত রয়েছেন এবং এর গুরুত্বকে অনুধাবন ও স্বীকার করে নিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই শিশু শিক্ষা প্রশাসনকে জন-মানুষের এ ইতিবাচক মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে শিশু শিক্ষা প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা প্রয়োজন । সংগত কারণেই সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার প্রায়োগিক দিক আরও বাস্তবভিত্তিক হওয়ার দাবী রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৬৮ বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার সমাজমান সম্পর্কিত মতামত

| বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার সমাজমান সম্পর্কিত মতামত | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| বৈষম্যমূলক, হযবরল ও লাগামছাড়া শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা | ১৪০ | ৭০.০ |
| প্রাথমিক শিক্ষা শহরের বস্তির, পল্লীতে গরীবের স্কুল | ৫৫ | ২৭.৫ |
| সমাজে শিশু শিক্ষার অনাগ্রহ / আকর্ষণহীন শিশু শিক্ষা | ৪২ | ২১.০ |
| পারিবারিক গুরুত্বহীন,অভিভাবক সম্প্রীতিহীন শিশু শিক্ষা | ৪২ | ২১.০ |
| অবহেলিত ও নিম্নমানের শিশু শিক্ষা , আদর্শিক শিক্ষা নেই | ২৩ | ১১.৫ |
| সমাজের স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা এখানে পড়ে না | ২২ | ১১.০ |
| সমাজের একাধিক শিশু শিক্ষা ব্যবস্থায়, কোনটি যে মৌলিক শিশু শিক্ষা তা বুঝতে কষ্ট হয় | ২০ | ১০.০ |
| মোট | * ৩৪৪ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৬৮ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৩৪৪টি উত্তরে, বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার সমাজমান সম্পর্কিত অভিমত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৭০টি মতে, প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা হল বৈষম্যমূলক, হযবরল ও লাগামছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা। শতকরা ২৮টি মতে, এটি শহরে বস্তির, পল্লী বাংলায় গরীবের স্কুল। শতকরা ২১টি মতে, সমাজে শিশু শিক্ষার অনাগ্রহ / আকর্ষণহীন শিশু শিক্ষা এবং পারিবারিক গুরুত্বহীন, অভিভাবক সম্প্রীতিহীন শিশু শিক্ষা। এটি অবহেলিত ও নিম্নমানের শিশু শিক্ষা ,আদর্শিক কোন শিক্ষা নয় । চলমান সমাজের একাধিক শিশু শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনটি মৌলিক বা জাতীয় শিশু শিক্ষা , বুঝতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা কোন মতেই জনসমর্থিত নয়। গ্রামের গরীব ও অবহেলিত শিশুরা এখানে পড়ালেখা করে কিন্তু স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা গ্রামের কিন্ডার গার্টেনে পড়ে। অপর দিকে শহরের বস্তির শিশুরা বা নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। স্বচ্ছলরা বেসরকারী ও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা করে। দেশ ও জাতির স্বার্থে এরুপ দ্বৈত শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা মোটেও কাম্য নয়, এটি সাংবিধানিক ঘোষনার পরিপন্থী। এ থেকে তাৎক্ষনিকভাবে মুক্ত হতে চাওয়াই স্বভাবিক ।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৬৯ বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক মতামত

| বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক মতামত | গণসংখ্যা(n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনাহীন শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা | ৫৫ | ২৭.৫ |
| প্রাথমিক শিক্ষা চাকুরীজীবিদের শিক্ষাদান কার্যক্রম মাত্র | ৪২ | ২১.০ |
| শিশু শিক্ষা কার্যক্রম আরো উন্নত করতে হবে | ৩১ | ১৫.৫ |
| আগের চেয়ে ভাল হলেও এনজিওর চেয়ে ভাল নয় | ২৭ | ১৩.৫ |
| ভর্তি বৃদ্ধি পেলেও শিশুদেরকে স্কুলে ধরে রাখা যাচ্ছে না | ২৩ | ১১.৫ |
| প্রাইমারীতে শিক্ষক সমস্যা লেগেই থাকে | ২৩ | ১১.৫ |
| ম্যানেজিং কমিটি থাকলেও জবাবদিহিতার বালাই নেই | ২২ | ১১.০ |
| মোট | * ২২৩ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৬৯তে উপস্থাপিত তথ্যে,২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ২২৩টি উত্তরে, বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক অভিমত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ২৮টি মতে, এটি সুষ্ঠুনীতি ও পরিকল্পনাহীন শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা। শতকরা ২১টি মতে, এটি একটি চাকুরীজীবিদের শিক্ষাদান কার্যক্রম। শতকরা ১৬টি মতে, শিশু শিক্ষা কার্যক্রম আরো উন্নত করতে হবে এবং শতকরা ১৪টি মতে, আগের চেয়ে ভাল হলেও এনজিওর চেয়ে ভাল নয়। শতকরা ১২টি মতে, ভর্তি বৃদ্ধি পেলেও শিশুদেরকে স্কুলে ধরে রাখা যাচ্ছে না এবং প্রাইমারীতে শিক্ষক সমস্যা লেগেই থাকে। শতকরা ১১টি মতে, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি থাকলেও জবাবদিহিতার বালাই নাই । অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা কোন মতেই জনসমর্থিত নয়। শিশু শিক্ষা সচেতনদের কাছে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক দূরাবস্থা অত্যন্ত পীড়াদায়ক । এ থেকে বের হওয়ার উপায় খোঁজ করাই স্বাভাবিক ।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৪.২ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

### সারণী নং ৭০ বর্তমান সমাজে যে ধরনের শিশু শিক্ষা প্রয়োজন

| বর্তমান সমাজে যে ধরনের শিশু শিক্ষা প্রয়োজন | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশু শিক্ষা জীবনভিত্তিক, বাস্তবধর্মী ও কর্মমুখী হবে | ৯৭ | ৪৮.৫ |
| প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন, পরিকল্পিত শিশু শিক্ষা হবে | ৯০ | ৪৫.০ |
| একমুখী ও বাধ্যতামূলক জাতীয় শিশু শিক্ষা হবে | ৯০ | ৪৫.০ |
| জ্ঞানময়, বৈষম্যহীন, সবার জন্য আবশ্যকীয় শিশু শিক্ষা হবে | ৫৭ | ২৮.৫ |
| মানবধর্মী, দেশপ্রেমিক ও আনন্দদায়ক শিশু শিক্ষা হবে | ৪৩ | ২১.৫ |
| শিশু শিক্ষায় পেশাদার শিক্ষক, নিবেদিত শিক্ষাদান হবে | ৩৪ | ১৭.০ |
| শিশু শিক্ষা হবে, জাতীয় একমাত্র মডেলের বিকল্পহীন শিক্ষা | ৩৩ | ১৬.৫ |
| শ্রেণী- ধর্ম- বর্ণ- দল- মত- পথ নির্বিশেষে মৌলিক শিক্ষা হবে | ২২ | ১১.০ |
| মোট | *৪৬৬ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৭০তে উপস্থাপিত তথ্যে , ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৪৬৬টি উত্তরে, বর্তমান সমাজে শিশুদের জন্যে কী ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজন এ সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে লক্ষ্যনীয় যে, শতকরা ৪৯টি মতে, শিশু শিক্ষা জীবন ভিত্তিক, বাস্তবধর্মী ও কর্মমুখী হবে। শতকরা ৪৫টি মতে, প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন, পরিকল্পিত শিশু শিক্ষা হবে। একমুখী ও বাধ্যতামূলক জাতীয় শিশু শিক্ষা হবে। শতকরা ২৯টি মতে, জ্ঞানময়, বৈষম্যহীন, সবার জন্য আবশ্যকীয় শিশু শিক্ষা হবে। সাধারন মানুষ স্বাধীনদেশ উপযোগী, সুপরিকল্পিত ও সকলের জন্য গ্রহনযোগ্য জাতীয় শিশু শিক্ষা কার্যক্রমই দেখতে চাচ্ছে । সংগত কারনেই স্বাবলম্বী ও যুগোপযোগী প্রাথমিক শিক্ষাই সকলের কাম্য ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৭১ প্রচলিত প্রাথমিক শিশু শিক্ষার উন্নয়ন

| প্রচলিত প্রাথমিক শিশু শিক্ষার উন্নয়ন | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশু শিক্ষা স্বাধীনদেশ উপযোগী করতে হবে | ৯৮ | ৪৯.০ |
| একমাত্র ও অভিন্ন জাতীয় শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে | ৯২ | ৪৬.০ |
| প্রতিটি শিশু পরিবারকে শিশু শিক্ষায় সম্পৃক্ত করতে হবে | ৩৮ | ১৯.০ |
| যথাসময়ে ভতি ও ধরে রাখার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে | ৩৭ | ১৮.৫ |
| শিশু শিক্ষা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে | ৩৫ | ১৭.৫ |
| প্রয়োজনীয় পেশাদার ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিশ্চিত করতে হবে | ২৮ | ১৪.০ |
| শিশু বান্ধব শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে | ২৮ | ১৪.০ |
| স্বাস্থ্যকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লজিষ্টিক সাপোর্ট অবারিত রাখতে হবে | ২৫ | ১২.৫ |
| শিশু শিক্ষার বাইরে কোন শিশুকে রাখা যাবে না | ২৪ | ১২.০ |
| প্রকৃত জবাবদিহিতামূলক শিক্ষা প্রশাসন কার্যকর করতে হবে | ২৩ | ১১.৫ |
| শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনায় নির্দলীয়, শিক্ষানুরাগীদের দায়িত্বে দিতে হবে | ২২ | ১১.০ |
| মোট | *৪৫০ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৭১ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৪৫০টি উত্তরে, প্রচলিত শিশু শিক্ষা উন্নয়নে পরিবারের প্রধানদের ভাবনা দেখানো হয়েছে। এতে লক্ষ্যনীয় যে, শতকরা ৪৯টি মতে, শিশু শিক্ষা স্বাধীনদেশ উপযোগী করতে হবে। শতকরা ৪৬টি মতে, একমাত্র ও অভিন্ন জাতীয় শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। শতকরা ১৯টি মতে, প্রতিটি শিশু পরিবারকে শিশু শিক্ষায় সম্পৃক্ত করতে হবে । অর্থাৎ প্রচলিত শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে । সাধারন মানুষকে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠিত হতে দেখা গিয়েছে। তারা এটি উন্নয়নে জ্ঞান ভিত্তিক, জাতীয় শিশু শিক্ষানীতি ভিত্তিক , পরিকল্পিত ,স্বাধীন দেশ উপযোগী,

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধর্মী ও কর্মমুখী একমাত্র মডেলের স্বার্বজনীন শিশু শিক্ষায় উন্নীতকরণ চেয়েছেন। শিশু শিক্ষা উন্নয়নে অবশ্যই এদিকে গুরুত্ব দেয়ার দাবী রাখে।

**সারণী নং ৭২ প্রাক প্রাথমিক (৩-৫বছর) শিক্ষা**

| প্রাক প্রাথমিক (৩-৫বছর) শিক্ষা | গণসংখ্যা (n =২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| এটি সময়ের দাবী, ভাল উদ্যোগ, খুবই প্রয়োজন | ১৮০ | ৯০.০ |
| এটি বর্তমানে শিশু শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করবে | ১৩৭ | ৬৮.৫ |
| শিশুরা এতে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হবে | ১৩৫ | ৬৭.৫ |
| শিক্ষক স্বল্পতায় এটি বাস্তবায়ন কঠিন হবে | ৯৩ | ৪৬.৫ |
| এনজিও ও কিন্ডার গার্টেনে এ ব্যবস্থা রয়েছে | ৩৫ | ১৭.৫ |
| মোট | *৫৮০ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৭২ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৫৮০টি উত্তরে প্রাক-প্রাথমিক (৩-৫ বছর) শিক্ষা সম্পর্কিত অভিমত দেখানো হয়েছে। এতে লক্ষ্যনীয় যে, শতকরা ৯০টি মতে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এটি সময়ের দাবী, ভাল উদ্যোগ, খুবই প্রয়োজন । শতকরা ৬৯টি মতে, এটি বর্তমানে শিশু শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করবে এবং শতকরা ৬৮টি মতে, শিশুরা এতে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হবে । বাস্তবতার নিরিখে শতকরা ৪৭টি মতে, শিক্ষক স্বল্পতায় এটি বাস্তবায়ন কঠিন হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ফলে কিন্ডার গার্টেনের শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা হলেও সরকারি প্রাইমারীতে পাওয়া যাবে, যার প্রতি সাধারন মানুষের আকর্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ প্রাক- প্রাথমিক শিশু শিক্ষা চালু হওয়াটাকে সকলেই যুগোপযোগী বলে মনে করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৪.৩ প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের অবদান

সারণী নং ৭৩ প্রচলিত প্রাইমারিতে শিক্ষকদের শিক্ষাদান বর্হিভূত কাজের প্রভাব

| প্রচলিত প্রাইমারিতে শিক্ষকদের শিক্ষাদান বর্হিভূত কাজের প্রভাব | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিক্ষকগনকে বাইরের কাজে ব্যস্ত রাখায় শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে | ১৬০ | ৮০.০ |
| শিক্ষা বর্হিভূত কাজে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সম্পৃক্ত করা উচিত | ১৪ | ০৭.০ |
| শিক্ষার বাইরের কাজে শিক্ষকতার মর্যাদাহানি হয় | ১৪ | ০৭.০ |
| শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা স্কুল ছেড়ে দেয় | ১২ | ০৬.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৭৩ তে উপস্থাপিত তথ্যে, অভিভাবকদের দৃষ্টিতে সমাজে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের শিক্ষাদান বর্হিভূত কাজের প্রভাব সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে ২০০ জন তথ্যদাতার শতকরা ৮০ জনের মতে, শিক্ষকগনকে বাইরের কাজে ব্যস্ত রাখায় শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে । শতকরা ৭ জনের মতে, শিক্ষা বর্হিভূত কাজে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সম্পৃক্ত করা উচিত, শিক্ষা বর্হিভূত কাজে শিক্ষকতার মর্যাদাহানি হয় এবং অনেকের মতে, শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা স্কুল ছেড়ে দেয়। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকগন , শিক্ষাদান বর্হিভূত কাজে প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকলে তাদের নির্ধারিত ক্লাস সমূহ নেয়ার বিকল্প শিক্ষক না থাকায় তা আর হয় না এবং এভাবে চলতে থাকায় শিশুরা পাঠ গ্রহনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে । একটু সচেতন অভিভাবকগন এক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন কিন্তু অন্য শিশুরা ঝরে পরার শিকারে পরিণত হয় । সুতরাং সরকারি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের শিশু শিক্ষার সংশ্লিষ্টতার বাহিরের অন্য যেকোন কাজেই সম্পৃক্ত রাখা অনুচিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৪.৪ সমাজে শিশু শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ

### সারণী নং ৭৪ শিশু শিক্ষার সহায়ক সামাজিক পরিবেশ

| শিশু শিক্ষার সহায়ক সামাজিক পরিবেশ | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সমাজে এনজিও পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল রয়েছে | ১৮০ | ৯০.০ |
| সমাজে কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা রয়েছে | ৯০ | ৪৫.০ |
| ইউনিসেফ সহ বহু বিদেশী শিক্ষা সাহায্য সংস্থা রয়েছে | ৫৪ | ২৭.০ |
| বেসরকারি বাণিজ্যিক স্কুল রয়েছে | ৪২ | ২১.০ |
| ইসলামী শিশু শিক্ষা রয়েছে | ৪১ | ২০.৫ |
| সমাজের শিশু শিক্ষা সহায়ক পরিবেশসমূহ ক্ষতিকর | ১২ | ৬.০ |
| জানা নেই | ০২ | ১.০ |
| মোট | *৪২১ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৭৪ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৪২১টি উত্তরে, সমাজের শিশু শিক্ষা সহায়ক পরিবেশসমূহ সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৯০টি মতে, শিশু শিক্ষা সহায়ক এনজিও পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল রয়েছে। শতকরা ৪৫টি মতে, কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। শতকরা ২৭টি মতে, ইউনিসেফ সহ বহু বিদেশী শিক্ষা সাহায্য সংস্থা রয়েছে। মতামতের দিক থেকে কম হলেও শতকরা ৬টি মতে এ সমস্ত সহায়তা গ্রহণে দ্বিমত রয়েছে। দলভিত্তিক আলোচনায় অনেকের মতেই সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প শিশু শিক্ষা সহায়ক প্রতিষ্ঠান কোন না কোন ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যা সামাজিক উন্নয়নের পরিপন্থী হয়ে থাকে । অর্থাৎ শিক্ষা সহায়ক পরিবেশসমূহের কার্যক্রম অনুমোদনে সমাজের শিশু শিক্ষা প্রশাসন অবশ্যই দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন, সন্দেহের কোন অবকাশ থাকলে তা বাতিলের দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৪.৫ সকল শিশুর জন্য শিক্ষা

### সারণী নং ৭৫ প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের ঝরে পরা শতভাগ রোধে করণীয়

| প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের ঝরে পরা শতভাগ রোধে করণীয় | গণসংখ্য (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ঝরে পরা শিশুদের শতভাগ পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে | ১০১ | ৫০.৫ |
| বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা উপকরণ দিতে হবে | ২৪ | ১২.০ |
| ঝরে পরাদের প্রকৃত কারণ খুজে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে | ২১ | ১০.৫ |
| ঝরে পরা প্রতিরোধ কার্যক্রম নিতে হবে | ১৬ | ০৮.০ |
| উপযুক্ত ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে | ১৫ | ০৭.৫ |
| অভিভাবক ও প্রতিবেশ সচেতনতা বাড়াতে হবে | ১১ | ০৫.৫ |
| অভিভাবকদের অনীহা রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে | ১০ | ০৫.০ |
| শিক্ষা কাউন্সিলর নিয়োগ করতে হবে | ০২ | ০১.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৭৫ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার উত্তরে, ঝরে পরা শতভাগ রোধে করণীয় সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫১ জনের মতে, ঝরে পরা শতভাগ রোধ করে শিশুদেরকে পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে। শতকরা ১২ ভাগের মতে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা উপকরণ দিতে হবে এবং শতকরা ১১ ভাগের মতে, ঝরে পরাদের প্রকৃত কারণ খুজে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে । অন্যান্য মতে, ঝরে পরা প্রতিরোধ কার্যক্রম নিতে হবে, উপযুক্ত ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে, অভিভাবক ও প্রতিবেশ সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং অভিভাবকদের অনীহা রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। সুতরাং ঝরে পরা রোধে সকলেই একমত যে, যেকোন ভাবেই হউক, এটিকে কার্যকরভাবে ঠেকাতে হবে নতুবা ঝরে পরা শতভাগ রোধে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবষিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৭৬ শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজ ব্যবস্থায় করণীয়

| শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজ ব্যবস্থায় করণীয় | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশুর পরিবারকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে, শিক্ষার আওতায় আনতে হবে | ১৬৫ | ৮২.৫ |
| অসচ্ছল পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে | ৬৮ | ৩৪.০ |
| শিশুশিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে পুরষ্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে | ৬২ | ৩১.০ |
| সর্বোচ্চ প্রশাসনকে শিশু শিক্ষায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে | ৬০ | ৩০.০ |
| শিশু শিক্ষা বাণিজ্য ও প্রতারণা সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করতে হবে | ৫৫ | ২৭.৫ |
| শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে | ৫০ | ২৫.০ |
| মোট | *৪৬০ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৭৬ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৪৬০টি উত্তরে, শিশুশিক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজ ব্যবস্থায় করণীয় সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৮৩টি মতে, শিশুর পরিবারকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে শিশুকে, শিশু শিক্ষার আওতায় আনতে বাধ্য করতে হবে। শতকরা ৩৪টি মতে, অসচ্ছল পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। শতকরা ৩১টি মতে, শিশু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অনেকের মতে, তা ছাড়াও সর্বোচ্চ প্রশাসনকে শিশু শিক্ষার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। শিশু শিক্ষা বানিজ্য ও প্রতারণা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে এবং শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সুতরাং শিশু শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সমাজ ব্যবস্থায় জনগনের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত পারিবারিক সম্পৃক্ততায় শিশু শিক্ষা প্রদানকেই সমাজের সচেতন সকলেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৭৭ প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করতে নীতিগতভাবে করণীয়

| প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করতে নীতিগতভাবে করণীয় | গণসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| জাতীয় শিশু শিক্ষা নীতি ও পরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে | ৯৩ | ৪৬.৫ |
| সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাতীয়,একমডেলের শিশু শিক্ষা চালু করতে হবে | ৬৫ | ৩২.৫ |
| ২৫ঃ ১, ছাত্র ঃ শিক্ষক আনুপাতিক হারে পাঠদান কার্যকর করতে হবে | ৬৪ | ৩২.০ |
| প্রচলিত ১১ধরনের পরিবর্তে একধরনের, জীবনধর্মী শিশু শিক্ষা হবে | ৬৪ | ৩২.০ |
| শিক্ষা কেন্দ্র কমিটি ও শিক্ষা প্রশাসন স্বাধীন দেশ উপযোগী হতে হবে | ৬২ | ৩১.০ |
| মর্যাদা সম্পন্ন পেশাদার শিশু শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে | ৫০ | ২৫.০ |
| মোট | *৩৯৮ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৭৭ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৩৯৮টি উত্তরে, প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করতে নীতিগতভাবে করনীয় সম্পর্কিত মতামত দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৪৭টি মতে, জাতীয় শিশু শিক্ষা নীতি ও পরিকল্পিত শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শতকরা ৩৩টি মতে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও অভিন্ন এক মডেলের শিশু শিক্ষা চালু করতে হবে। শতকরা ৩২টি মতে, ২৫ ঃ ১, ছাত্র ঃ শিক্ষক আনুপাতিক হারে পাঠদান ব্যবস্থাপনা করতে হবে এবং প্রচলিত ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করে একমুখী, এক ধরনের, জীবনধর্মী শিশু শিক্ষা চালু করতে হবে। তা ছাড়াও শতকরা ৩১টি মতে, শিক্ষা কেন্দ্র কমিটি বা ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষা প্রশাসন স্বাধীনদেশ উপযোগী হতে হবে এবং শতকরা ২৫টি মতে, মর্যাদা সম্পন্ন পেশাদার শিশু শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিতকরণে নীতিগতভাবে সুষ্ঠু ,পরিকল্পিত ও রাস্ট্রীয় স্বীকৃত সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও অভিন্ন এক মডেলের শিশু শিক্ষা প্রদানকেই সমাজের সচেতন সকল মানুষই তাদের মতামতে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৫ শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান করা

### ৩.৫.১ পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

**সারণী নং ৭৮ প্রাইমারি শিক্ষা কার্যক্রমে ও উন্নয়নে বিভিন্ন দেশী বিদেশী সাহায্য**

| প্রাইমারি শিক্ষা কার্যক্রমে ও উন্নয়নে বিভিন্ন দেশী বিদেশী সাহায্য | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| প্রাপ্ত শিক্ষা সাহায্য সরকারি সুষ্ঠুপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হতেহবে | ১০১ | ৫০.৫ |
| সরকারি সুষ্ঠুনিয়ন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় তা পরিচালিত হতে হবে | ৪৩ | ২১.৫ |
| শিক্ষা ফাউন্ডেশনকরে তা প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা ভিত্তিকবন্টন হওয়া উচিত | ৩২ | ১৬.০ |
| জাতীয় নীতি বর্হিভূত ও স্বার্থ পরিপন্থী কাজে তা প্রয়োগ করা যাবে না | ২২ | ১১.০ |
| জানেন না | ০২ | ০১.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৭৮তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার উত্তরে, শিশু শিক্ষার কার্যক্রমে ও উন্নয়নে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী শিক্ষা সাহায্য প্রয়োগ সম্পর্কিত সুপারিশ দেখানো হয়েছে। এতে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, শতকরা ৫১ জনের মতে, প্রাপ্ত শিক্ষা সাহায্য সরকারি সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হতে হবে । শতকরা ২২ জনের মতে, তা সরকারি নিয়ন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতে হবে। শতকরা ১৬ জনের মতে, শিশু শিক্ষার প্রয়োজনে তা শিক্ষা ফাউন্ডেশন করে প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা ভিত্তিক বন্টন হওয়া উচিত। শতকরা ১১ জনের মতে, তা জাতীয় নীতি বর্হিভূত ও স্বার্থ পরিপন্থী কাজে প্রয়োগ করা যাবে না । উপরিউক্ত মতামতে শিশু শিক্ষায় দেশী -বিদেশী উন্নয়ন সাহায্য গ্রহনে নেতিবাচক মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়নি। সুতরাং দেশী -বিদেশী উন্নয়ন সাহায্য অবশ্যই সরকারি সুষ্ঠু নীতিমালার আওতায় সরকারি ব্যবস্থাপনায়ই প্রয়োগ হওয়ার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৫.২ পরিকল্পিত শিশু শিক্ষা

### সারণী নং ৭৯ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদানই মূল দায়িত্ব

| সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদান করাই মূল দায়িত্ব | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| প্রাথমিক শিক্ষকরা জাতির গৌরব, মানুষ গড়ার সম্মানিত কারিগর | ৯৮ | ৪৯.০ |
| শিক্ষকের মর্যাদায়, শিশু শিক্ষাদান করাই তাঁদের একমাত্র কাজ | ৪৯ | ২৪.৫ |
| শিক্ষকগনকে মাঠকর্মীর মতো কাজ করানো সরকারের উচিত নয় | ৩০ | ১৫.০ |
| শিক্ষকতার বাইরের কাজে, তাঁদের মূল দায়িত্বে অবহেলা হয়ে থাকে | ২১ | ১০.৫ |
| জানেন না | ০২ | ১.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারণী নং ৭৯ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার উত্তরে, শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে প্রাথমিক শিক্ষকগণের শিশু শিক্ষাদান করাই তাদের একমাত্র কাজ বা মূল দায়িত্ব - এ বক্তব্যের পক্ষে সুপারিশ দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, শতকরা ৪৯ জনের মতে, প্রাথমিক শিক্ষকরা জাতির গৌরব, মানুষ গড়ার সম্মানিত কারিগর। শতকরা ২৫ জনের মতে, শিক্ষকের মর্যাদায়, শিশু শিক্ষাদান করাই তাঁদের একমাত্র কাজ । শতকরা ১৫ জনের মতে, শিক্ষকগনকে মাঠকর্মীর মতো কাজ করানো সরকারের উচিত নয় এবং শতকরা ১১ জনের মতে, শিক্ষকতার বাইরের কাজে, তাঁদের মূল দায়িত্বে অবহেলা হয়ে থাকে । তথ্যদাতাদের সার্বিক মতে, প্রাথমিক শিক্ষকরা জাতির গৌরব, মানুষ গড়ার সম্মানিত কারিগর, তাদের মর্যাদায় অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাঁরা সরকারের কোন মাঠকর্মী বা কামলা নয়, শুধুই শিক্ষক। শিক্ষকদের বাহিরের কাজে শিশু শিক্ষায় অবশ্যই নেতিবাচক প্রভাব পরে থাকে। এটি শিশু শিক্ষা নীতি নির্ধারকদের পরিকল্পনায় অবশ্যই থাকার আবশ্যকতা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৩.৫.৩ শিশু শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক

### সারণী নং ৮০ প্রাইমারির শিশুতোষ উত্তরনী (৫ম শ্রেনীর) পরীক্ষা

| প্রাইমারির শিশুতোষ উত্তরনী (৫ম শ্রেনীর) পরীক্ষা | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিশুতোষ উত্তরনী পরীক্ষা নিয়মিত হওয়া উচিৎ | ৮৩ | ৪১.৫ |
| প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক | ৪২ | ২১.০ |
| বোর্ড নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হবে | ২২ | ১১.০ |
| পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার বর্তমান ত্রুটিসমূহ দূর করতে হবে | ২১ | ১০.৫ |
| শিশু শিক্ষার খাতা মূল্যায়নে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রয়োজন | ১৭ | ০৮.৫ |
| খাতা মূল্যায়নের সময় ও ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে | ১৫ | ০৭.৫ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৮০ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার উত্তরে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুতোষ উত্তরনী পরীক্ষা বা ৫ম শ্রেনীর সমাপনী পরীক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ দেখানো হয়েছে। এতে লক্ষ্যনীয় যে, শতকরা ৪২ জনের মতে, শিশুতোষ উত্তরনী পরীক্ষা নিয়মিত হওয়া উচিৎ এবং শতকরা ২১ জনের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। শতকরা ১১ জনের মতে, বোর্ড নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হবে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার বর্তমান ত্রুটিসমূহ দূর করতে হবে । এছাড়াও অনেকের মতে, শিশু শিক্ষার পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রয়োজন ও খাতা মূল্যায়নের সময় ও ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে । উপরিউক্ত মতামতের সংগে প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের গ্রুপভিত্তিক আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশেরও সাদৃশ্যতা রয়েছে। অর্থাৎ শিশুতোষ উত্তরনী বা ৫ম শ্রেনীর সমাপনী পরীক্ষা অবশ্যই পরিকল্পনা মাফিক, কারিকুলাম ভিত্তিক, প্রচলিত আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিতে নেয়ার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

## সারণী নং ৮১ ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে আসা

| ২০১১ এর মধ্যে সকল শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে আসা | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সরকারের এ ঘোষণা বাস্তবায়নে সময় পর্যাপ্ত নয় | ৯২ | ৪৬.০ |
| এ জাতীয় ঘোষণায় সংশ্লিষ্টদের উৎসাহ সৃষ্টির করে | ৬১ | ৩০.৫ |
| এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালালে ক্ষতির কিছু নেই | ২২ | ১১.০ |
| সরকার সত্যিকারভাবে চাইলে এটি সম্ভব | ১৫ | ০৭.৫ |
| এটি সরকারের একটি রাজনৈতিক বক্তব্য | ১০ | ০৫.০ |
| মোট | ২০০ | ১০০ |

সারনী নং ৮১তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার উত্তরে , ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে আসার সরকারি ঘোষণা কতটা যুক্তিসংগত, সে সম্পর্কিত সুপারিশ দেখানো হয়েছে। এতে লক্ষ্যনীয় যে, শতকরা ৪৬ জনের মতে, সরকারের এ ঘোষণা বাস্তবায়নে সময় পর্যাপ্ত নয় এবং শতকরা ৩১ জনের মতে, সরকারের এ জাতীয় ঘোষণায় সংশ্লিষ্টদের উৎসাহ সৃষ্টির করে । শতকরা ১১ জনের মতে, সরকার এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালালে ক্ষতির কিছু নেই। এ ছাড়াও অনেকের মতে, সরকার সত্যিকারভাবে চাইলে এটি সম্ভব এবং এটি সরকারের একটি রাজনৈতিক বক্তব্য যা জনতার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য করা হয়ে থাকে। উপরিউক্ত মতামতের সংগে প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের গ্রুপভিত্তিক আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশেরও সাদৃশ্যতা রয়েছে। অর্থাৎ সরকারের এ ঘোষণা তাদের মতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কোন পরিকল্পিত বা বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৮২ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক ভাবে কার্যকর করণ

| বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক ভাবে কার্যকর করণ | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| দৃশ্যমান শিশু শিক্ষার সকল অন্তরায়সমূহ দূর করতে হবে | ৮৫ | ৪২.৫ |
| সরকারি সিদ্ধান্ত প্রচার করে শিশুরপরিবারকে উদ্বুদ্ধ করতেহবে | ৭২ | ৩৬.০ |
| অস্বচ্ছল পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে | ৬১ | ৩০.৫ |
| শিক্ষকদের সার্বিক মর্যাদা বাড়াতে হবে | ৬০ | ৩০.০ |
| স্বচ্ছল পরিবার সমূহকে শিশু শিক্ষা দানে বাধ্য করতে হবে | ৪৫ | ২২.৫ |
| শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে হবে | ৪৪ | ২২.০ |
| বই ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সময় মতো কেন্দ্রে পৌছাতে হবে | ৪২ | ২১.০ |
| মোট | *৪০৯ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৮২তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৪০৯টি উত্তরে , বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক ভাবে কার্যকর করণ করতে ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে অভিভাবকদের সুপারিশ দেখানো হয়েছে। লক্ষনীয় যে, শতকরা ৪৩টি মতে, দৃশ্যমান শিশু শিক্ষার সকল অন্তরায় সমূহ দূর করতে হবে । শতকরা ৩৬টি মতে, সরকারি সিদ্ধান্ত প্রচার করে শিশুর পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে । শতকরা ৩১টি মতে, অস্বচ্ছল পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে এবং শতকরা ৩০টি মতে, শিক্ষকদের সার্বিক মর্যাদা বাড়াতে হবে। এছাড়াও শতকরা ২৩টি মতে, স্বচ্ছল পরিবার সমূহকে শিশু শিক্ষা দানে বাধ্য করতে হবে । শতকরা ২২টি মতে, শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে হবে এবং শতকরা ২১টি মতে, বই ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সময় মতো কেন্দ্রে পৌছাতে হবে। বর্তমান সমাজের শিক্ষা কেন্দ্রে রাজনৈতিক ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষা বানিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৮৩ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা রাস্ট্রীয় ভাবে কার্যকর করণ

| বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা রাস্ট্রীয় ভাবে কার্যকর করণ | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| প্রতিটি শিশুকে সরকারিভাবে শিশু শিক্ষার আওতায় আনতে হবে | ১০০ | ৫০.০ |
| ২৫ ঃ ১, ছাত্র ঃ পেশাদার শিক্ষক অনুপাত হতে হবে | ৯৫ | ৪৭.৫ |
| শিশু শিক্ষায় সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা শতভাগ করতে হবে | ৭২ | ৩৬.০ |
| সমগ্রদেশে এক মডেলের শিশু শিক্ষা চালু করতে হবে | ৬০ | ৩০.০ |
| রিমোট এরিয়ার স্কুলগুলিতে আবাসিক সুবিধা রাখতে হবে | ৫১ | ২৫.৫ |
| শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরে অন্য কোন কাজ করানো যাবে না | ৪২ | ২১.০ |
| মাতৃত্বকালীন ছুটিতে অবশ্যই বদলী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে | ৪০ | ২০.০ |
| মোট | *৪৬০ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৮৩তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ৪৬০টি উত্তরে , বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা রাস্ট্রীয় ভাবে কার্যকর করণ করতে ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে অভিভাবকদের সুপারিশ দেখানো হয়েছে। লক্ষনীয় যে, শতকরা ৫০টি মতে, প্রতিটি শিশুকে সরকারিভাবে শিশু শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। শতকরা ৪৮টি মতে, ২৫ ঃ ১, ছাত্র ঃ পেশাদার শিক্ষক অনুপাত হতে হবে। শতকরা ৩৬টি মতে, শিশু শিক্ষার সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। শতকরা ৩০টি মতে, সমগ্র দেশে এক মডেলের শিশু শিক্ষা চালু করতে হবে । শতকরা ২৬টি মতে, রিমোট এরিয়ার স্কুলগুলিতে আবাসিক সুবিধা রাখতে হবে। শতকরা ২১টি মতে, শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরে অন্য কোন কাজ করানো যাবে না এবং শতকরা ২০টি মতে, মাতৃত্বকালীন ছুটিতে অবশ্যই বদলী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে । উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ও বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৮৪ প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে করনীয়

| প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে করনীয় | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| স্বাধীন দেশের সুষ্ঠুনীতির আওতায় সার্বজনীন ও অভিন্ন শিক্ষা হবে | ১৫৭ | ৭৮.৫ |
| প্রচলিত বৈষম্যমূলক শিশু শিক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে | ৮০ | ৪০.০ |
| বিষয়ভিত্তিক পেশাদার প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে | ৭০ | ৩৫.০ |
| সরকারি ও জাতীয় ভিত্তিক প্রাইমারী শিক্ষার বিকল্প রাখা যাবে না | ৭০ | ৩৫.০ |
| রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, ন্যাশনাল কারিকুলাম চালু করতে হবে | ৬৮ | ৩৪.০ |
| বাণিজ্যিক শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে | ৫০ | ২৫.০ |
| নির্দিষ্ট সংখ্যক অভিভাবক মিটিং নিয়মিত হতে হবে | ৪২ | ২১.০ |
| সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে | ৪২ | ২১.০ |
| মোট | *৫৭৯ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৮৪তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক উত্তরে ,প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে অভিভাবকদের সুপারিশ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, শতকরা ৭৯টি মতে, স্বাধীন দেশের সুষ্ঠু নীতির আওতায় সার্বজনীন ও অভিন্ন শিশু শিক্ষা পদ্ধতি সমগ্র দেশে কার্যকর করতে হবে। শতকরা ৪০টি মতে, প্রচলিত বৈষম্যমূলক শিশু শিক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। শতকরা ৩৫টি মতে, বিষয়ভিত্তিক পেশাদার প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং সরকারি ও জাতীয় ভিত্তিক প্রাইমারী শিক্ষার বিকল্প রাখা যাবে না। শতকরা ৩৪টি মতে, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, ন্যাশনাল কারিকুলাম চালু করতে হবে। শিশু শিক্ষা বাণিজ্যি বন্ধ করে, নিয়মিত অভিভাবক মিটিং করতে হবে এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, সর্বাধুনিক ও গ্রহণযোগ্য এবং পরবর্তী শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তা সহায়ক হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৮৫ প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জীবনকে স্বার্থক করতে করনীয়

| প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জীবনকে স্বার্থক করতে করনীয় | গনসংখ্যা (n=২০০) | শতকরা হার |
|---|---|---|
| কেন্দ্রের শিশুদের প্রকৃতসংখ্যা জেনে শিক্ষাকার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে | ৫৭ | ২৮.৫ |
| কোন শিশুকেই শিশু শিক্ষার আওতার বাইরে রাখা যাবে না | ৪৭ | ২৩.৫ |
| শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে সার্বিকভাবে শিশুকে প্রাধান্য দিতে হবে | ৪৭ | ২৩.৫ |
| এতিম ও অসহায় শিশুদেরকে আবাসিক সুবিধায় নিয়ে আসতে হবে | ৪৩ | ২১.৫ |
| পৌরসভাসহ সর্বত্র উপবৃত্তি সঠিক শিশুদেরকে দিতে হবে | ৪৩ | ২১.৫ |
| শিশু বান্ধব পরিবার ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে | ৪০ | ২০.০ |
| মোট | *২৭৭ | |

*একাধিক উত্তর

সারনী নং ৮৫ তে উপস্থাপিত তথ্যে, ২০০ জন তথ্যদাতার একাধিক ২৭৭টি উত্তরে , প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জীবনকে স্বার্থক করতে ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে অভিভাবকদের সুপারিশ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, শতকরা ২৯টি মতে, কেন্দ্রের শিশুদের প্রকৃত সংখ্যা জেনে শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে । শতকরা ২৪টি মতে, কোন শিশুকেই শিশু শিক্ষার আওতার বাইরে রাখা যাবে না এবং শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে সার্বিকভাবে শিশুকে প্রাধান্য দিতে হবে। শতকরা ২২টি মতে,এতিম ও অসহায় শিশুদেরকে আবাসিক সুবিধায় নিয়ে আসতে হবে এবং পৌরসভাসহ সর্বত্র উপবৃত্তি সঠিক শিশুদেরকে দিতে হবে । শতকরা ২০টি মতে, শিশু বান্ধব পরিবার ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে। উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জীবনকে স্বার্থক করতে আধুনিক ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তা সহায়ক হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

## ৪. ১ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা (Discussion of the Study Findings)

যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত বেশী শক্তিশালী, সেই দেশ তত উন্নত এবং সামাজিক শ্রেণীগুলো তত বেশী মর্যাদাশীল। তাই বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরার জন্যে সার্বজনীন শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়েছে এমন কথা প্রায়শঃ শোনা যায়। কথাটি সম্পূর্ণ অমূলক নহে। প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার ভিত্তি বা গোড়া। স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার দীনদশা দূর হয় নাই। অর্জিত হয় নাই প্রত্যাশিত মান। দেশের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যার অন্তঃ নেই ।

লক্ষ্যণীয় যে, দারিদ্র্যের কারণে শতকরা ৯ ভাগ শিশু এখনো স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না। আর যারা যায়, তাদের মধ্যে শতকরা ৪৮ ভাগই ঝরে পরে প্রাথমিক পর্যায়ে। যে কোন দেশের উন্নয়নে মানব সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম, আর শিক্ষাই হল মানব সম্পদ সৃষ্টির একমাত্র পথ,পদ্ধতি,প্রক্রিয়া বা হাতিয়ার। সকল শিক্ষার বুনিয়াদ হচ্ছে শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা। বর্তমান প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে কোন পেশায় পেশাভিত্তিক উন্নয়নে, ক্রমাগতভাবে পর্যবেক্ষন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুগের এই সমস্ত উন্নতি, অগ্রগতি, সবল-দুর্বল দিক চিহ্নিত করা ইত্যাদি কাজগুলো হয়ে থাকে। পরিকল্পিত, ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সেই তথ্যের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে যখন কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়, তখন সেই পদ্ধতিকে গবেষণা বলা হয়।

শিক্ষার উপর গবেষণা নতুন কোন বিষয় নয়। গবেষণার মাধ্যমেই শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণের বাধাগুলো চিহ্নিত হয়েছে এবং সে আলোকেই পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণে সামাজিক গবেষণা অত্যাবশ্যক। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের শিশুদের অবস্থার উপর গবেষণা হয়েছে, গবেষণার আলোকে সময়ের প্রয়োজনে তা যথেষ্ট নয়। সকল শিশুকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে, যে সকল অনুভূত সমস্যা (felt need) এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। দেশে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখিত শিক্ষার হার, আর বাস্তবে স্কুলমুখী শিশুদের হার কতটা পার্থক্য এবং শিক্ষার উল্লেখিত হারের চেয়ে শিক্ষিতের হার কতটা কম তা গবেষণার মাধ্যমেই জানা যুক্তিযুক্ত। "বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক বর্তমান গবেষণাটি মূলতঃ একটি নমুনা জরিপ ভিত্তিক সামাজিক গবেষণা (social Sample survey method) গবেষণা। চলমান সমাজের শিশু ও তার পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

জানা, শিশু শিক্ষার সামগ্রিক সমস্যা, বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক চিত্র অবহিত হওয়া, শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে করণীয় নির্ধারণে এবং প্রচলিত শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে ও উন্নয়নে যুক্তিযুক্ত সুপারিশ প্রদান করা , উক্ত সামাজিক গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণায় দেখা যায়, ইতোপূর্বের গবেষণায় অর্থনৈতিক কারণে সর্বাধিক সংখ্যক শতকরা ৪৬ জন শিশু বিদ্যালয়ে আসে না। বর্তমানে শতকরা ০৭ জন শিশু বিদ্যালয়ে আসে না, অধিকসংখ্যকের (৯২%) মতে, পারিবারিক অভাবের কারণেই তা হয়ে থাকে । পূর্বে সংসারের কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্যের কথা বলেছেন শতকরা ৪১ জন, বর্তমানে তা শতকরা ৪৫ জনের কথা। শিশু বয়সেই রোজগার করতে যেখানে শতকরা ১১ জন নিয়োজিত ছিল, বর্তমানে তা শতকরা ১৮ জন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শতকরা ৭ জন শিশু বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ হিসেবে একাধিক উত্তরের শতকরা ৯৯টি মতে, শিশুর অভিভাবকদের অসচেতনতা দায়ী। শতকরা ৯২টি মতে, পারিবারিক অভাবের কারণে ও শতকরা ৬৩টি মতে, মা-বাবা অশিক্ষিত। শতকরা ৫২টি মতে, শারীরিক ও মানসিক পংগুত্ব এবং শতকরা ৪১টি মতে, স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই। গবেষণায় দেখা যায়, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং অন্য কোন প্রকার শিক্ষা ফি না নেয়ার কথা থাকলেও, একাধিক উত্তরের শতকরা ৯৯টি মতে, পরীক্ষার ফি নেয়া হয়। শতকরা ৬৯টি মতে উপবৃত্তির নাম লিখাতে ও টাকা উঠাতে এবং শতকরা ৬৮টি মতে বাৎসরিক পরীক্ষার রেজাল্ট কার্ডের জন্য বিভিন্ন অংকের টাকা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ২০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত নেয়ার তথ্য উদঘাটিত হয়েছে।

গবেষণা এলাকার শিশু শিক্ষা উপযোগী সকল শিশুর স্কুলে যাওয়ার সম্পর্কিত তথ্যে, শতকরা ৪০ জনের মতে, অনেকে পড়তে যায় না। এটি প্রচলিত শিশু শিক্ষার বড় একটি নেতিবাচক দিক। সমাজের পড়তে না যাওয়া শিশুদের গড় শতকরা ৭ জন, এটি স্পষ্টতই শিশু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা । গবেষণায় অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণ জানতে, শতকরা ৯৯ জন বলেছেন, শিশু শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হলেও প্রচার ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের অভাব রয়েছে । পূর্বের গবেষণায় সরকারের এ ব্যবস্থাটি সম্পর্কে শতকরা ১৮ জন জ্ঞাত ছিলেন না। গবেষণায় শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে না এমন পরিবারের ধরন জানতে, একাধিক উত্তরের শতকরা ৯৯টি মতে, ভিক্ষুক পরিবার ও শতকরা ৬০টি মতে বস্তির পরিবার। শতকরা ৪৫টি মতে ব্রোকেন ফ্যামিলি এবং শতকরা ৩১টি মতে দরিদ্র কৃষক পরিবার রয়েছে। ভর্তিকৃত শিশুদের গড়ে শতকরা ৬৯ জন মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে থাকে। পূর্বের গবেষণায় ছিল তা মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে শতকরা ৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষা নিলেও, বাকী রয়ে যায় শতকরা ৩১ জন। এ সকল শিশুর সমাজে তাদের পরিণতি কী ? এটা জানতে চাওয়াই স্বাভাবিক। গবেষণায় এদের অবস্থান হলো, শতকরা ৪৫ জনের মতে, এ সকল শিশুদের শতকরা ২০ জন শিশু তার মাকে বাসার কাজে সাহায্য করে থাকে। শতকরা ১৭ জনের মতে, শিশুরা গাড়ীর গ্যারেজে কাজ করে। শতকরা ১৬ জনের মতে, তারা সমাজে জুতা পালিশের কাজ করে, টোকাই হিসেবে কাজ করে, হোটেল বয়ের কাজ করে এবং ফেরিওয়ালার কাজ করে যাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের শিশু শ্রমিক বা শিশু শ্রমের একটি ভয়াবহতম সমাজচিত্র। গবেষণায় সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ তথ্যটি শতভাগ লোকই জানে, তবে পূর্বের গবেষণায় শতকরা ৪ ভাগ লোক তা জ্ঞাত ছিল না। ভর্তিকৃত শতকরা ৩১ জন শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পরে যা পূর্বের গবেষণায় ছিল শতকরা ৪৮ ভাগ।

ঝরে পরা রোধে করণীয়, উপবৃত্তির ভূমিকার প্রশ্নে একাধিক উত্তরের শতকরা ৯৬টি মতে, উপবৃত্তি প্রকৃত অভাবীদের দিতে হবে এবং শতকরা ৭৩টি মতে উপবৃত্তি বন্টনকারী কর্তৃপক্ষ সঠিক নয়। খাদ্য সহায়তা বা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর প্রশ্নে , শতকরা ৯৬ জনের মতে ক্ষুধার্ত শিশুদের পরিবারগুলোকে রেশনিং এ নিয়ে আসলে ঝরে পরা কমতে পারে। পূর্বের গবেষণায় এ ক্ষেত্রে শতকরা ২৭ জন জ্ঞাতই ছিলেন না। গবেষণায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় ম্যানেজিং কমিটির কার্যকারিতা জানতে, একাধিক উত্তরের শতকরা ৯৪টি মতে ম্যানেজিং কমিটির গঠন প্রক্রিয়া সঠিক নয় এবং শতকরা ৭০টি মতে অযোগ্য লোকেরা কমিটিতে স্থান পায়। পূর্বের গবেষণায় শতকরা ৭৫ জন, ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নে অবদান রাখেন বলেছেন। বর্তমানে একাধিক উত্তরের শতকরা ৯০টি মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং শতকরা ৯৯টি মতে, এনজিও বা কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সেবাধর্মী ও দায়িত্বশীল।

গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষকদের ডেপুটেশনে কাজের (নির্বাচন তালিকা প্রণয়ন, টিকা দিবসকে কার্যকর করা, শিশু জরিপ কাজ প্রভৃতি) নেতিবাচক প্রভাব জানতে, শতকরা ৩৫ জনের মতে, শিক্ষাদানের শতকরা ৪০ ভাগ ক্ষতি হয় এবং শতকরা ২১ জনের মতে, বছরে ৫-৬ মাস ঠিকমতো ক্লাস হয় না। প্রধান শিক্ষকের বাহিরের কাজের নেতিবাচক দিক জানতে, একাধিক উত্তরের শতকরা ৯৩টি মতে, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কাজ নিয়মিত হয় না এবং শতকরা ৮৮টি মতে, তাঁর অনুপস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। সংগত কারণেই শতকরা ৫৫ জনের মতে, শিক্ষকতার বাহিরে শিক্ষকদেরকে মাঠকর্মীর মত কাজ করানো সরকারের অনুচিত কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শতকরা ৭০ জনের মতে, বৈষম্যমূলক, হযবরল ও লাগামছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা। শতকরা ২৮ জনের মতে, শহরে বস্তির ও পল্লীতে গরীবের স্কুল। শতকরা ২১ জনের মতে, প্রাইমারী শিক্ষা হল, চাকুরী জীবিদের শিক্ষাদান কার্যক্রম মাত্র। শিক্ষকদের পেশাগত মান খুবই নিম্ন মানের বিধায় পাঠদানে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বর্তমান সমাজে কি ধরনের শিশু শিক্ষা প্রয়োজন, এ প্রশ্নে শতকরা ৪৯ জনের মতে শিশু শিক্ষা জীবনভিত্তিক, বাস্তবধর্মী ও কর্মমুখী হতে হবে এবং শতকরা ৪৫ জনের মতে সার্বজনীন, পরিকল্পিত, একমুখী, বাধ্যতামূলক ও জাতীয় শিশু শিক্ষা কার্যক্রম হওয়া উচিত।

পাঠদান ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম এ ধরণের হলে,

"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাঝে

ডাক-ঢোল ঝাঝর বাজে....."

এতে শিশুরা কী জ্ঞান লাভ করবে ? অথচ এই সে দিনও ছিল,

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি

সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি

আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে

আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে"

পরিবর্তন মানেই উন্নয়ন নয়, জীবনবোধ ও কাংখিত মানবতার জন্যেই পরিবর্তন কাম্য। প্রচলিত শিশু শিক্ষা উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে একাধিক উত্তরের শতকরা ৪৯টি মতে জাতীয় নীতি ও জ্ঞানভিত্তিক, পরিকল্পিত, স্বাধীন দেশ উপযোগী শিশু শিক্ষা চাই এবং শতকরা ৪৬টি মতে সরকারি অভিন্ন ,একমাত্র জাতীয় শিশু শিক্ষা প্রচলন করতে হবে। গবেষণায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর) সম্পর্কে, শতকরা ৯০ জনের মতে এটি সময়ের দাবী, ভাল উদ্যোগ এবং খুবই প্রয়োজনীয়। শিশু শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করতে, একাধিক উত্তরের শতকরা ৮৩টি মতে শিশুর পরিবারকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে প্রতিটি শিশুকে, শিশু শিক্ষা কার্যক্রমভুক্ত করতে হবে। শিশুতোষ উত্তরণী (৫ম শ্রেণীর কেন্দ্র পরীক্ষা) পরীক্ষা সম্পর্কে, শতকরা ৫৯ জনের মতে, এটি একটি ভাল উদ্যোগ এবং পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা অবশ্যই আরো উন্নত ও যুগোপযোগী করতে হবে। সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১১ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে হবে। এ সম্পর্কে শতকরা ৫৩ জনের মতে, এটি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রকৃত অর্থে,

Dhaka University Institutional Repository

টার্গেট বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিৎ , নেতিবাচক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। গবেষণায় বর্তমান শিশু শিক্ষার উন্নয়নে, ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে একাধিক উত্তরের শতকরা ৭৯টি মতে, স্বাধীনদেশ উপযোগী, সুষ্ঠুনীতি ও পরিকল্পনার আওতায় সার্বজনীন ও অভিন্ন শিশু শিক্ষা পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে। একাধিক উত্তরের শতকরা ৪০টি মতে, প্রচলিত বৈষম্যমূলক শিশু শিক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে এবং সরকারি জাতীয় ভিত্তিক প্রাইমারী শিক্ষার বিকল্প রাখা যাবে না। গবেষণা পর্যালোচনার ইতি টানতে বলতে হয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নীতি-নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, সমাজ-সচেতন সুধীজন, গবেষক, লেখক, কলামিস্ট, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব , শিক্ষা সেবক, শিক্ষক, সচেতন জনতা, সকল শিশুর অভিভাবক বা পরিবার প্রধান ও পরিবার, সকলেরই সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা , শিক্ষা উন্নয়নে তথা দেশ উন্নয়নে একটি ঈর্ষণীয় মডেল হোক, এটি যে কোন সচেতন মানুষ বা গবেষক মাত্রই কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

## ৪.২ উপসংহার (Conclusions)

শিক্ষা মানব সভ্যতার ক্রমান্বিত অগ্রযাত্রার পথ নির্মাণ করেছে অর্থাৎ শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী মানব প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষকে ক্রমাগত তার পরিবর্তিত পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়েছে এবং এর ফলে তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটেছে। সে নবতর জ্ঞান, দক্ষতা ও জীবন দৃষ্টি অর্জন করেছে। কাজেই শিক্ষার সবচেয়ে বড় আদর্শ মানব ব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত ক্ষমতা তাকে জাগিয়ে তোলা এবং বাস্তবে তা রুপায়ন করা। শিশু শিক্ষা বলতে , সেসব কর্মসূচির সমষ্টিকে বোঝায় যা শিশুর শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক উন্নয়ণ সাধন করে তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, তাকে বোঝায়। কথাটি সম্পূর্ণ অমূলক নহে, প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার ভিত্তি বা গোড়া।

স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও সামাজিক ভাবে শিক্ষার দীনদশা দুর হয় নাই। অর্জিত হয় নাই প্রত্যাশিত মান। শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক। উল্লেক্ষ্য যে, দারিদ্র্যের কারণে শতকরা ০৯ ভাগ শিশু এখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না, আর যারা যায় তাদের মধ্যে শতকরা ৩১ ভাগই ঝরে পরে প্রাথমিক পর্যায়ে । শিশু ও তার পরিবারের জনমিতিক ও আর্থ-সামজিক অবস্থা নিরীক্ষণে পরিবারের প্রধানের বয়সের গড় (পুরুষ) ৩৮ এবং (নারী)৩১ বছর। পরিবারের সদস্য সংখ্যার গড় ৪ জন এবং শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুর সংখ্যা ২ জন । পরিবারের প্রধানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দশম শ্রেনী পর্যন্ত স্বাভাবিক। পেশা হিসেবে কৃষি ও গৃহিনী এবং মাসিক গড় আয় আটহাজার চারশত আশি ( ৮,৪৮০/-) টাকা মাত্র। যা নিম্ন আয়কে নির্দেশ করে থাকে।

শতকরা ৪টি পরিবার ভূমিহীন রয়েছে। স্বল্প আয়ের বা বেকারত্বের শিকার পরিবার রয়েছে অনেক। শতকরা ১৮টি পরিবারে মৌলিক চাহিদা পূরণের ঘাটতি রয়েছে অথচ সন্তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে চায় প্রায় সকলেই। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সরকারের উপরই শিশু শিক্ষাদানের দায় বেশী বর্তায় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। শিশু শিক্ষার সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শতকরা ৯৬ জন শিশুর শিক্ষাদান হচ্ছে, সংগত কারণেই এ প্রতিষ্ঠানের সমস্যাসমূহই শিশু শিক্ষার প্রধান সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা (গড়ে ৪ জন), শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য (গড়ে ২৮০জন), একই ক্লাসে অধিক শিশু (গড়ে ৪৬ জন) শিক্ষা গ্রহণ করে। এতে শিশুরা শিক্ষা অর্জনে কম সময় পায়। যা থেকে আরও সমস্যা সৃষ্টি হয়, ক্লাসে অমনোযোগীতা, একই ক্লাসে একাধিক বছর থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিতির হার বেড়ে যাওয়া, যা সর্বাধিক শতকরা ৬০ জনের মতে ঝরে পরার হারকে বাড়িয়ে চলেছে। শিশুরা স্কুলে আসতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেত্রাঘাতের সম্মুখীন হয়, কিন্তু শিক্ষকগণ ও ম্যানেজিং কমিটি নির্বিকার। প্রতিকার বা প্রতিরোধ কোনটাই লক্ষ্যনীয় নেই । শিক্ষক স্বল্পতা ও চাকুরীর মানসিকতা, ম্যানেজিং কমিটির স্বেচ্ছাচারিতা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি, শুধু সমস্যার পাহাড়ই গড়ে তোলে নাই, বর্তমান পুরো ব্যবস্থাপনাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক চিত্র সম্পর্ক অভিহিত হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই বেছে নিতে হয়েছে। কেননা সবাই আংশিক বা পুরোপুরিভাবে এক্ষেত্রে জ্ঞাত, আংশিক বা পুরোপুরি ভর্তি, বেতন, বই, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ অনেক কিছু ফ্রি।

পৌরসভার বাইরে শর্তসাপেক্ষে উপবৃত্তিও দেয়া হয়ে থাকে কিন্তু সবাই কম জ্ঞাত তা হলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভিন্ন অজুহাতে টাকা নেয়, পরীক্ষার ফি বাবদ (৯৯% জনের মতে) , উপবৃত্তির নাম ও টাকা উঠাতে, ৫ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পরীক্ষার রেজাল্ট কার্ড এর জন্য, স্কুলের আয়ার বেতন বাবদ, হাজিরা খাতায় উপস্থিতি বাড়াতে, পরীক্ষার নম্বর বাড়াতে, ভর্তি বা নতুন ক্লাসে নাম উঠাতে টাকা লাগে। প্রশাসন নির্বিকার, মনে হয় এটি তারা জানে না কিন্তু বাস্ত বতা ভিন্নরকম। প্রচলিত সমাজের অনেক শিশুই (৪০% জনের মতে) পড়তে যায় না, যার গড় ৭ জন। অভাব, অশিক্ষা ,অসুস্থতা, দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, সমান ভাবেই বিচরণ করছে কিন্তু সরকারি গবেষণায় কেবলই ইতিবাচক ইংগিত পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পরিবার ও অভিভাবক সর্বোপরি সমাজ এক্ষেত্রে অসচেতন (৯৯% জনের মতে) এবং রক্ষকের (ম্যানেজিং কমিটি ) ভূমিকা রহস্যজনক (৯৯% জনের মতে)।

এ পরিস্থিতিতে শতকরা মাত্র ৬৯ জন শিশু পঞ্চম শ্রেণীর গন্ডীপার হতে পারে। অন্যরা কোথায় ? এ প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক। তাদেরকে পরিবারের কাজে, গ্যারেজে, জুতা পালিশ করতে, টোকাই হিসেবে, হোটেল বয় হিসেবে, ফেরিওয়ালার কাজে সাধারনত পাওয়া যায়। শিশু শ্রমিক হয়ে মানব সভ্যতার চ্যালেঞ্জ হিসেবে ওরা বেড়ে ওঠেছে। এনজিও বা কিন্ডার গার্টেনের চিত্র একটু ভিন্ন এবং বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষার চিত্রও একটু অন্য রকম। অর্থাৎ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ভাল ফল নেই (৯৯% জনের মতে)। তাহলে শিশু শিক্ষার সার্বিক চিত্র কী দাড়ায় ? প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। শহরের বস্তির শিশুর এবং পল্লীতে গরীবের স্কুলে হিসেবে, সবাই এটিকে অর্থাৎ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাকে করুণা করে চলেছে। শিশু িশিক্ষা উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা নিরূপণ করতে শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রায় সকলেই মৌলিক ও জাতীয় (৯৫% জনের মতে) শিক্ষা হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান বৈষম্যমূলক, হযবরল, লাগামছাড়া (৭০% জনের মতে) ভাব

Dhaka University Institutional Repository

দূর করে সার্বজনীন, পরিকল্পিত, একমুখী, বাধ্যতামূলক ও জাতীয় শিশু শিক্ষা হিসেবে (৪৫% জনের মতে) এটিকে পুনঃ প্রচলন করতে হবে। জাতীয় ভিত্তিক, অভিন্ন, সরকারি, স্বাধীন দেশ উপযোগী এবং এক মাত্র শিশু শিক্ষা (৯৫% জনের মতে) হিসেবে আধুনিক ভাবে এখনই কার্যকর করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে জাতীয় উন্নয়নকে। শিশু শিক্ষার কার্যক্রমে ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রাপ্তিতে, জাতীয় শিশু শিক্ষা ফাউন্ডেশন এ প্রস্তাব এসেছে। শিক্ষকদের যথাযথ মানুষ গড়ার কারিগর করতে হবে। ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষানুরাগীদেরকে রাখতে হবে। প্রচলিত শিশু শিক্ষা বাতিল করে উদ্দেশ্যমুখী ও এক মডেলের সার্বজনীন শিশু শিক্ষা বহাল করতে হবে এবং প্রতিটি শিশুকেই (১০০% ভাগ) শিক্ষার আওতায় আনতে হবে।

এ সুপারিশ, পরামর্শ বা প্রস্তাবনা শুনা বা দেখা মাত্রই কারো, কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে এত টাকা পাব কৈ ? এতসব করতে তো অনেক টাকার প্রয়োজন কিন্তু চোখ কান খুলে দেশমাতৃকার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অগ্রসর হতে চাহিলে, দেশ ও মানুষের প্রতি প্রেম থাকলে সদুত্তর মিলে যাবে। সরকারের দূর্ণীতি দমন, অদূরদর্শী শিশু শিক্ষা পরিকল্পনা বন্ধকরণ, অর্থের অপচয় বন্ধকরণ, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্টাফদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, প্রচলিত শিক্ষাদান প্রকৃতির পরিবর্তে জীবন ও কর্মমুখী শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহন এবং প্রকৃত শিক্ষানুরাগীদের যথাযথ মূল্যায়ন করলে অর্থের স্বল্পতা হবে না । দেশ প্রেমকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে যুগোপযোগী শিশু শিক্ষা কার্যক্রম যতটা শীঘ্র সম্ভব শুরু করলে ততটাই মঙ্গল হবে এবং সময়ের সাথে প্রগতির সাদৃশ্যতা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

Dhaka University Institutional Repository

## ৪.৩ সুপারিশ সমূহ ( Recommendations)

শিশু শিক্ষার বর্তমান কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন ও উন্নয়নে সুপারিশ সমূহ হলো ঃ- অসচ্ছল শিশুদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, পারিবারিক রেশনিং এবং স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের এর আওতায় আনা যেতে পারে। সচ্ছল পরিবারকে শিশু শিক্ষাদানে বাধ্য করতে সামাজিক শাস্তির বা জরিমানার আওতায় আনা যেতে পারে । শিশুর পরিবারকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে অভিভাবকদের জীবনবোধ উপলব্ধি বাড়ানো যেতে পারে। সরকারি সুষ্ঠু নীতির আলোকে পরিকল্পিত শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এবং চলমান বৈষম্যমূলক শিক্ষা বাতিল করা যেতে পারে। সরকারি সিদ্ধান্তের সঠিক প্রচার সকল গণমাধ্যমের নিয়মিত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে, শিশু শিক্ষার জনসচেতনতা ক্রমস্বয়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

শিশুর মৌলিক অধিকার পূরণে পারিবারিক আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, শিশু শ্রমকে শূণ্যে আনা যেতে পারে। শিশু শিক্ষা শতভাগ সফল করতে স্বাধীনদেশ উপযোগী জ্ঞান ভিত্তিক, দেশ প্রেমিক, সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার আওতায় সার্বজনীন ও অভিন্ন সরকারি শিশু শিক্ষা পদ্ধতি কার্যকর করা যেতে পারে। শিশু শিক্ষা বিস্তারে আর্থিক সহায়তা গ্রহণে সরকারকে, দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখা যেতে পারে। ২৫ ঃ ১ অনুপাতে, ছাত্র ঃ শিক্ষক (পেশাদার) শিক্ষা কার্যক্রমে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শিক্ষানুরাগীদের অগ্রাধিকার, তর্কের উর্ধ্বে রাখা যেতে পারে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বা রিমোট এরিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক সুবিধা রাখা যেতে পারে।

পথশিশুকে সরকারি সার্বিক ব্যবস্থপনায় লালন করা যেতে পারে। ধর্মীয় ভাবধারায় ও মর্যাদায়, জীবন ও কর্মমুখী শিশুপাঠ্য রচনা করা যেতে পারে। শিক্ষকদেরকে মানবকারিগর করতে প্রশিক্ষণ, সঠিকনিয়োগ, সম্মানজনক জীবনযাপন ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে। শিশু শিক্ষা উপযোগী শিশুর সংখ্যার আলোকে অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধা নিশ্চিত করা যেতে পারে। অটিজন ও বিকলাঙ্গ শিশুদের বিশেষ শিক্ষায় সম্পৃক্ত রাখা যেতে পারে। সকল দল-মত-পথ তথা রাজনৈতিক বা দলীয় দৃষ্টিকোণের বাইরে শিশু শিক্ষাকে প্রকৃতির আলোকেই বিস্তার নিশ্চিত করা যেতে পারে। সুশিক্ষিত নাগরিকের সমৃদ্ধশালী দেশ, সমগ্র জাতি সত্তায় অনুকরণীয় করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৪.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study)

বর্তমান গবেষণাটি উদ্দেশ্যমূলক বা সুবিধাজনক নমুনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে বিধায় পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অন্যান্য যে সব সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হলো, গবেষণাটি গাজীপুর জেলার, গাজীপুর সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি বসবাসকারী শিশু পরিবারের প্রধান থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে বিধায়, প্রাপ্ত ফলাফল থেকে সাধারণীকরণ করা সহজ নয়। তথ্যদানকারীদের নিরক্ষরতা থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধিক সংখ্যকের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকায়, গবেষণার তাৎপর্য বুঝে তথ্য দেয়া সহজ সাধ্য ছিল না। পল্লী অঞ্চলের লোকদের সহজে অর্থ পাওয়ার প্রবণতা এবং যে কোন প্রকার জরিপকে অর্থ প্রাপ্তির পূর্বাভাষ ভাবায় তথ্যের তাৎপর্যতা কিছুটা হ্রাস পায়। আত্মসমালোচনার চেয়ে অন্যের সমালোচনাকে স্বল্প শিক্ষিতরা দৃষ্টি কটু ভাবতে না পারায় তথ্য প্রদানে অতিরঞ্জিততার প্রভাব থাকে।

গবেষণা কর্মটি মৌলিক চাহিদা ও শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট বলে, প্রচুর বইপত্র, জার্নাল, সাময়িকী, পত্র - পত্রিকার প্রতুলতা রয়েছে, সময় ও অর্থব্যয় বিবেচনায় "সাহিত্য সমীক্ষা" ভিত্তিক তথ্য কম সংযোজন করা হয়েছে। নিজস্ব ব্যয়ে, গবেষণাকর্মটি সম্পদিত বলে অর্থ ব্যয়ের সীমাবদ্ধতাকে এড়ানো যায়নি। সময়ের অভাবে পরিসংখ্যানের সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়নি এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন উপস্থাপণের কারণে ভাষাগত ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। প্রকৃত গবেষণা একটি জটিল, দক্ষতা, চলমান প্রক্রিয়া ও নৈপূণ্য ভিত্তিক নিরীক্ষাধর্মী কাজ, প্রয়োজনীয় সময় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কম থাকলেও গবেষণাকর্মটি মৌলিক বা প্রতিশ্রুতিশীল ও অনুসরণীয় হয়েছে এমনটি আমার ধারনায় রয়েছে।

শিক্ষা বা শিশু শিক্ষার বিষয়ে ইতোপূর্বে অনেক গবেষণা হয়েছে, মূলতঃ শিক্ষা বিস্তারে গবেষণাই হলো অন্যমত পথ। ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে শিশু শিক্ষায় কিছুটা গতিময়তা বাড়লে আমি খানিকটা উৎসাহিত হবো । আমার এ গবেষণা কর্মে "সার্বিক" শব্দ ব্যবহৃত হলেও অনেক তথ্যই অনুদঘাটিত রয়ে গেছে , যা নতুন নতুন গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে এবং গবেষণায় অনেক্কে অনুপ্রাণিত করতে পারে, গবেষক মাত্রই এতে অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেনা। সৃষ্টিশীল গবেষণায় সীমাবদ্ধতা থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য গবেষণা কৌশল অবলম্বন করে তাৎক্ষনিক ভাবে তথ্যের গুনগত মান বজায় রাখায় উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা , সম্পন্ন গবেষণার উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

# ৫.০. পরিশিষ্ট (Appendice)

## ৫.১. সাক্ষাৎকার অনুসূচী (Questionnaire)

# সাক্ষাৎকার অনুসূচী

## সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

গবেষণার বিষয় ঃ বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

(Child Education in Bangladesh ঃ Problem & Prospect)

(আপনার প্রদত্ত তথ্যাবলী কেবলমাত্র এমফিল গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

সাক্ষাৎকার অনুসূচী নং- ..... ।

**তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় ঃ**

তথ্য প্রদানকারীর নাম ঃ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

বর্তমান ঠিকানা ঃ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ ... ... ... ... ...

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ঃ ... ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

## ক. সাধারণ জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্যাবলী ঃ

১। অনুগ্রহপূর্বক নিম্নোক্ত তথ্যগুলো দিন ঃ

| ক্রমিক নং | পরিবারের সদস্যদের নাম | উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক | বয়স | বৈবাহিক অবস্থা | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

২। আপনার বিবাহিত জীবন কত বছরের ? ☐ বছর।

৩। আপনাদের বিবাহকালীন বয়স কত ছিল ? স্বামী ☐ বছর।

স্ত্রী ☐ বছর।

৪। আপনার মোট সন্তান সংখ্যা কত ? ছেলে ☐ মেয়ে ☐ মোট ☐ জন।

## খ. আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী ঃ

৫। অনুগ্রহপূর্বক নিম্নোক্ত আর্থ-সামাজিক তথ্যগুলো দিন ঃ

| ক্রমিক নং | পরিবারের উপার্জনকারীদের নাম | বর্তমান পেশা | অন্যান্য আয়ের উৎস | সর্বসাকুল্যে মাসিক আয় |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Dhaka University Institutional Repository

৬। ক) আপনার কী কোন নিজস্ব জমির মালিকানা আছে ? হ্যাঁ/ না

খ) (হ্যাঁ হলে) আপনার কি ধরনের জমি রয়েছে ? (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন (3) ব্যবহৃত হবে)

(১) ভিটামাটি (২) চাষের জমি (৩) ব্যবসায় ব্যবহৃত জমি (৪) অন্যান্য ঃ-------

গ) পরিবারে আপনার সিদ্ধান্তের মর্যাদা কতটুকু ?

(১) সম্পূর্ণ (২) আংশিক (৩) মোটেই নাই

ঘ) আপনি আপনার সমাজের (ধর্মীয়, শিক্ষা, সমিতি, গ্রামীণ সালীশ) কোন দায়িত্বে আছেন কী ? হ্যাঁ/ না

ঙ) (হ্যাঁ হলে) আপনি সমাজের কোন দায়িত্ব পালন করেন ? ... ... ... ... ... ... ... ... ...

চ) সামাজিক দায়িত্ব পালনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? একটু খুলে বলুন ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৭। ক) বর্তমানে আপনার কোন সামাজিক সমস্যা রয়েছে কী ? হ্যাঁ/ না

খ) (হ্যাঁ হলে) আপনি কি ধরনের সামাজিক সমস্যায় পড়েছেন ? অনুগ্রহ করে একটু খুলে বলুন ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৮। ক) আপনার পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো (অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন) পুরণ হচ্ছে কী? হ্যাঁ/ না।

খ) (না হলে) কোন কোন চাহিদাগুলো পুরণ হচ্ছে না ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) আপনার মতে কেন পূরণ হচ্ছে না ? (১) আয় কম ব্যয় বেশী বলে (২) দারিদ্র্যতার কারনে (৩) প্রয়োজন মনে করেন না বলে (৪) অন্যান্য ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৯। ক) (দারিদ্র্যতার কারণে) আপনার মতে, আপনি কী কারনে দরিদ্র বলে মনে করেন ? সংক্ষেপে বলুন ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

খ) দরিদ্রতার এ সকল কারণ দূরীকরনে আপনি কী করতে চাচ্ছেন ? সংক্ষেপে বলুন ঃ

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

১০। সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠনে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ? সংক্ষেপে বলুন ঃ

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

## গ. শিশু শিক্ষার সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

১১। ক) আপনার শিশু শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী কত জন সন্তান রয়েছে ?

ছেলে ☐ মেয়ে ☐ মোট ☐ জন।

খ) আপনার উক্ত সন্তানদেরকে আপনি পড়ালেখা করান কি না ?

হ্যাঁ/না ("না" হলে ২৪ নং প্রশ্ন)

গ) (হ্যাঁ হলে) আপনার সন্তানদেরকে কোথায় শিক্ষাদান করান ?

(১) সরকারি প্রাইমারী স্কুল (২) কিন্ডার গার্টেনে (৩) ব্র্যাক স্কুলে (৪) মাদ্রাসায় (৫) কারিগরী প্রতিষ্ঠানে (৬) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঘ) আপনার উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম জানা থাকলে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঙ) উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকসহ কতজন শিক্ষক রয়েছেন ?

পুরুষ ☐ মহিলা ☐ মোট ☐ জন।

চ) আপনার জানামতে, আপনার শিশুর বিদ্যালয়ে কতজন ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে ?

ছাত্র ☐ ছাত্রী ☐ মোট ☐ জন।

১২। ক) আপনার শিশুর শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে আপনি খোঁজ খবর রাখেন কি ? হ্যাঁ/ না

খ) (না হলে) কেন খোঁজ রাখেন না ? সংক্ষেপে বালুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) (হ্যাঁ হলে) আপনার শিশুকে/শিশুদেরকে কত বৎসর বয়সে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন?

..... বৎসর বয়সে।

ঘ) ভর্তির সময় আপনার কত টাকা লেগেছে ? ... ... ... ... ... টাকা/কোন টাকা লাগে নাই।

ঙ) আপনার শিশুকে/শিশুদেরকে কোন ক্লাসে ভর্তি করিয়েছেন ?

(১) নার্সারি /প্লে গ্রুপ/ শিশু শ্রেণী (২) ১ম শ্রেণী (৩) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

চ) বর্তমানে আপনার শিশু/শিশুরা কোন ক্লাসে পড়ে ? ... ... ... ... ... ... ... ... ক্লাসে।

ছ) আপনার শিশু সন্তানের ক্লাসে কতজন শিশু একসঙ্গে পড়ালেখা করে ?

ছেলে ☐ মেয়ে ☐ মোট ☐ জন।

১৩। ক) আপনার জানামতে আপনার শিশুদেরকে কোন কোন বিষয়ে পড়ায় ?

(১) বাংলা (২) অংক (৩) ইংলিশ (৪) সমাজ (৫) বিজ্ঞান (৬) ধর্ম

(৭) অন্যান্য ... ... ... ... ..

খ) আপনার শিশুদেরকে বোর্ডের কি কি পাঠ্য বই পড়ায় ? জানা থাকলে বলুন-

(১) আমার বই (২) আমার বাংলা বই (৩) প্রাথমিক গণিত (৪) English for Today (৫) পরিবেশ পরিচিতি- সমাজ (৬) পরিবেশ পরিচিতি- বিজ্ঞান (৭) ইসলাম শিক্ষা (৮) ধর্ম শিক্ষা (৯) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) বোর্ডের বই ছাড়া, আপনার শিশুকে অন্য কোন বই পড়ানো হয় কী ? হ্যাঁ/ না

ঘ) (হ্যাঁ হলে) বইয়ের নাম জানলে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ঙ) আপনার শিশুকে বর্তমানে যে ভাবে পড়ানো হচ্ছে, এতে আপনার কোন মতামত আছে কী? হ্যাঁ/ না

চ) (না হলে) কোন মতামত নেই কেন ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ছ) (হ্যাঁ হলে) আপনার মতামত দিন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

১৪। ক) আপনার শিশুর স্কুলে নিয়মিত রুল কল করা হয় কি ? হ্যাঁ/ না

খ) (না হলে) কেন রুল কল করা হয় না জানতে চেয়েছেন কি ? হ্যাঁ/ না

গ) (না হলে) কেন জানতে চাননি ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ঘ) (হ্যাঁ হলে) কি জানতে পেরেছেন ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ঙ) স্কুলে অনুপস্থিত শিশুদের ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ? জানা নেই/ জানা থাকলে সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

চ) আপনার মতে শিশুদের স্কুলে অনুপস্থিত থাকার কারন সমূহ কি কি ?

(১) নিয়মিত না গেলে, শাস্তির ব্যবস্থা নেই (২) অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না (৩) হাজিরা খাতায় নাম থাকলেই চলে, না গেলে শিক্ষকরা কিছু মনে করেন না (৪) শিশুরা নিয়মিত স্কুলে না গেলে, শিক্ষকরা অন্য ব্যক্তিগত কাজ করতে পারেন (৫) অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে আসতে চায় না (৬) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

১৫। ক) শিশুদের নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কোন কর্মসূচী রয়েছে কী ?

হ্যাঁ/ না

খ) (না হলে) কেন নেই বলে আপনি মনে করেন ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ...

গ) (হ্যাঁ হলে) নিয়মিত উপস্থিত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম কি ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ...

ঘ) শিশুদেরকে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত রাখতে না পারলে কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ঙ) আপনার মতে শিশুদেরকে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত রাখতে কি করা উচিত ?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

১৬। (১৪ এর চ নং উত্তর '২' হলে) অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না কেন বলে আপনি মনে করেন?

(১) শারীরিক অসুস্থতার কারনে (২) প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পুষ্টির অভাবে (৩) অভিভাবকদের অসচেতনতার কারনে (৪) পরিবারের সাহায্যে কাজ করতে হয় বলে (৫) অন্যান্য ঃ ... ... ...

১৭। (১৪ এর চ নং উত্তর '৫' হলে) অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে আসতে চায় না কেন বলে আপনি মনে করেন ?

(১) শিশুরা স্কুলে আসতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে (২) স্কুলে আসলে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে (৩) স্কুলে নিয়মিত পড়ালেখা হয় না (৪) স্কুলে শিক্ষকরা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না (৫) স্কুলের শিশুদেরকে দিয়ে শিক্ষকরা ব্যক্তিগত কাজ করান (৬) কারনে অকারনে শিশুদেরকে বেত্রাঘাত সহ শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেন (৭) স্কুল দূরে (৮) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

১৮। (১৭ নং প্রশ্নের উত্তর '১' হলে) শিশুরা স্কুলে আসতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে কেন বলে আপনি মনে করেন ? (১) শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে জীবন সম্পর্ক উৎসাহী করে তুলেন না (২) পড়ালেখার পাশাপাশি অন্য কোন ভাল আনন্দ দানের ব্যবস্থা নেই (৩) বার বার ফেল করে (৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়ার অনুপযোগী বলে (৫) ভাল শিশুদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা নেই বলে (৬) অন্যান্য ঃ ... ... .... ... ... ....

১৯। ক) শিশু শিক্ষায় নিয়মিত হতে শিশুদের চেয়ে শিক্ষকদের ভূমিকা অগ্রণী বলে কি আপনি মনে করেন ? হ্যাঁ/ না।

খ) (না হলে) কেন মনে করেন না ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) (হ্যাঁ হলে) শিশু শিক্ষকদের, শিশুদের নিয়মিত স্কুলে আসতে অগ্রণী ভূমিকা না নেয়ার কারন কি বলে আপনি মনে করেন ? (১) শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে পড়ান না (২) শিক্ষকরা শিক্ষকতাকে চাকুরী মনে করেন (৩) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও এটি কে পেশা মনে করেন না (৪) শিশুদেরকে সহানুভূতি ও উৎসাহ দান করে পড়ান না (৫) পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় ভাল শিক্ষকগণও সফল হতে পারেন না (৬) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... .

২০। ক) আপনার শিশুর ক্লাসে অমনোযোগী কোন শিশু রয়েছে কি ? হ্যাঁ/ না

খ) (হ্যাঁ হলে) অমনোযোগী শিশুদের ক্ষেত্রে কমিটি কি কোন বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন ? হ্যাঁ/ না

গ) (না হলে) কেন কোন ব্যবস্থা নেন না বলে আপনি মনে করেন ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঘ) (হ্যাঁ হলে) কি ধরণের বিশেষ ব্যবস্থা নেন বলে আপনি জানেন ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

২১। ক) অনেক শিশু একই ক্লাসে একাধিক বছর পড়ালেখা করে, এটি আপনি জানেন কি ? হ্যাঁ/ না।

খ) (হ্যাঁ হলে) এক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি কোন ব্যবস্থা নেন কি ? হ্যাঁ/ না।

গ) (হ্যাঁ হলে) কী ব্যবস্থা নেন ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) (না হলে) কেন কোন ব্যবস্থা নেন না বলে আপনি মনে করেন ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

২২। ক) অনিয়মিত বা অনুপস্থিত শিশুরাই এক সময় ঝরে পরা শিশুতে পরিণত হয়- আপনার মতে তা কিভাবে হয়ে থাকে ?

(১) শিক্ষার বাহিরের পরিবেশকে বেশী ভাল মনে করে ফেলে। (২) অন্য ঝরে পড়াদের সাথে মিশে যায়। (৩) অনেকে সমাজের চোরাগলিতে পা দিয়ে ফেলে। (৪) অনেকে শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী আর হয়ে উঠতে পারে না। (৫) অনেক অভিভাবক শিশুকে কোন না কোন কাজে লাগিয়ে দেয়। (৬) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

খ) আপনার কোন সন্তানের পড়ালেখা কি বন্ধ হয়েছে ? হ্যাঁ/ না।

গ) (হ্যাঁ হলে) কোন সন্তানের ? বড়/ মেঝো/ ছোট/ একাধিক।

ঘ) এখন সে বা তারা কি করে ? সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

**(ঝরে পরা বা প্রাইমারী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া শিশুদের সম্পর্কিত)**

২৩। ক) আপনার শিশুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলো কেন ? (প্রযোজ্য না হলে ২৬ নং প্রশ্ন)

(১) আর্থিক দুর্বলতার কারণে (২) পারিবারিক ভাঙ্গনের জন্য (৩) শারীরিক অসুস্থতার জন্য (৪) টাকার অভাবে (৫) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

খ) (ক এর উত্তর '১' হলে) আর্থিক দুর্বলতায় বা টাকার অভাবে কেন আপনি আপনার শিশুকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ?

(১) সংসারের আয় বাড়াতে কাজ করতে হয় বলে (২) স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই বলে (৩) লেখাপড়া করে লাভ নেই (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ...

গ) (ক এর উত্তর '২' হলে) পারিবারিক অশান্তি বা ভাঙ্গনের জন্য কি কি কারনে আপনার শিশুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে ?

(১) বাবা অথবা মা মারা গেছে বলে (২) বাবা আরেকটি বিয়ে করেছেন বলে (৩) মা অন্যত্র চলে গেছেন বলে (৪) সামাজিক নিরাপত্তার অভাব (৫) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... .

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) (ক এর উত্তর '৩' হলে) শারীরিক কী অসুস্থতার কারনে আপনার সন্তান স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে? (১) শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে (২) শিশুর মুখ দিয়ে পড়া আসে না বলে (৩) ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন (৪) ক্ষীণ শ্রবণ (৫) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (৬) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু

(৭) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঙ) (খ এর উত্তর '৩' হলে) প্রাইমারীতে পড়ে লাভ নেই কেন ?

(১) এখানে শিশুরা ভাল কিছু শিখে না (২) অভিভাবকদের কোন মর্যাদা দিতে শিখায় না (৩) স্কুলে পড়া লেখা হয় না (৪) ইচ্ছা করে যায় না (৫) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ...

চ) (গ এর উত্তর '৪' হলে) সামাজিক (নিরাপত্তা) কী কারনে আপনার শিশু স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে? (১) আমাদের বাড়ীর কোন শিশু পড়তে যায় না (২) পড়ানোর জন্য কোন সামাজিক সাহায্য নেই (৩) গরিবের সন্তানেরা বেশী পড়তে পারে না তাই (৪) স্কুলে ভর্তি করায় না (৫) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ছ) (ঙ এর উত্তর '৩' হলে) স্কুলে পড়ালেখা হয় না কেন, বলে আপনি মনে করেন ?

(১) শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব পালন করে না (২) স্কুল কমিটি দলাদলিতে ব্যস্ত থাকে (৩) প্রাইমারী শিক্ষায় সঠিক কোন তদারকি নেই (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ...

জ) (ছ এর উত্তর '৩' হলে) সরকারী প্রাইমারী শিক্ষায় কেন, কোন তদারকি নেই বলে আপনি মনে করেন?

(১) শিক্ষকরা ঠিকমত ক্লাস না নিলে তাদের কোন অসুবিধা হয় না (২) সরকারী প্রাইমারী থেকে কিন্ডার গার্টেনে বাচ্চাদের কেয়ার বেশী নেয় (৩) প্রয়োজনীয় ও যোগ্য শিক্ষকের অনুপস্থিতি (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

২৪। ক) আপনি কেন আপনার শিশুদেরকে পড়ান না ? (প্রযোজ্য না হলে "২৬" নং প্রশ্ন)

(১) স্কুলে যেতে চায় না (২) স্কুলে যেতে পারে না (৩) স্কুলে পাঠাই না (৪) অন্যান্য ঃ.....

খ) (ক এর উত্তর '১' হলে) আপনার শিশু নিয়মিত স্কুলে যেতে চায় না কেন ? (১) বিদ্যালয় দূরে বলে (২) পড়ালেখায় আগ্রহ নেই বলে (৩) স্কুলের শাস্তি/বেত্রাঘাতের ভয়ে (৪) টিকা ইনজেকশনের ভয়ে (৫) রাস্তাঘাট চলাচলের জন্য নিরাপদ নয় (৬) অন্যান্য ঃ ...

Dhaka University Institutional Repository

গ) (ক এর উত্তর '২' হলে) আপনার শিশু নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না কেন ?

(১) স্কুলে পাঠাই না বলে (২) স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি (ঝরে পড়া) (৩) শারীরিক অসুস্থতার কারনে (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঘ) (ক এর উত্তর '৩' হলে) আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান না কেন ?

(১) অভাবের সংসারে ঠিকমত ভাত/কাপড়ই দিতে পারি না, স্কুল পাঠাব কি করে (২) প্রাইমারীতে পড়ে লাভ নেই (৩) মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ...

২৫। ক) শিশুকে স্কুলে না পাঠানো একটি সামাজিক, নৈতিক অপরাধ- এটি আপনি জানেন কি ?

হ্যাঁ/ না।

খ) (না হলে) আপনি এখন জানলেন, এখন আপনি কি করবেন বলে ভাবছেন ?

(১) শত সমস্যা হলেও শিশুকে স্কুলে পাঠাব (২) আরও আগে জানলে এ ভুল করতাম না

(৩) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) (হ্যাঁ হলে) আপনি জেনে শুনে বুঝে কেন আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান না ?

(১) পড়ালেখা করা লোকই দেশের শত্রু (২) আমার শিশুকে না পড়ালে কার কি (৩) অভাবের কারনে পাঠাই না (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঘ) আপনার শিশুকে স্কুলে না পাঠালে, সরকার আপনাকে জরিমানাসহ অন্যান্য শাস্তি দিতে পারে, এ ব্যবস্থা নিলে আপনি কি করবেন ?

(১) সময় এলে দেখা যাবে (২) তা হলে অবশ্যই ভাবতে হবে (৩) তাহলে শিশুকে অবশ্যই স্কুলে পাঠাবো (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

## ঘ. শিশু শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক চিত্র সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

২৬। (শিক্ষা মৌলিক অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বা বেতন ফ্রি ও বাধ্যতামূলক) বর্তমানে আপনার সমাজে শিশুদের পড়ালেখার জন্য কি কি ব্যবস্থা রয়েছে বলে আপনি জানেন ?

(১) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (২) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩) এন.জি.ও পরিচালিত স্কুল / ব্র্যাক স্কুল (৪) এবতেদায়ী মাদ্রাসা (৫) কিন্ডারগার্টেন বা কে.জি স্কুল (৬) হাফেজিয়া / কওমি / খারেজি মাদ্রাসা (৭) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

২৭। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও বেতন ফ্রি ছাড়া আর কি কি সুবিধা দেয় বলে আপনি জানেন?

(১) উপবৃত্তি (২) খাদ্য সহায়তা (৩) বিনামূল্যে বই (৪) শিক্ষা সামগ্রী (৫) প্রাথমিক চিকিৎসা (৬) টিকা ইনজেকশন (৭) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

২৮। ক) আপনার জানামতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন ক্ষেত্রে কোন টাকা পয়সা নেয় কি? হ্যাঁ / না।

খ) (হ্যাঁ হলে) ক্ষেত্রগুলো বলুনঃ (১) ভর্তি করতে (২) নতুন ক্লাসে নাম উঠাতে (৩) পরীক্ষার ফি (৪) উপবৃত্তির নাম ও টাকা উঠাতে (৫) পরীক্ষার নম্বর বাড়াতে (৬) হাজিরা খাতায় উপস্থিতি বাড়াতে (৭) রেজাল্ট কার্ড এর জন্য (৮) ৫ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট নিতে

(৯) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

২৯। ক) আপনার গ্রাম বা মহল্লার সকল শিশু শিক্ষা উপযোগী শিশুই কি স্কুলে পড়তে যায়?

হ্যাঁ / না।

খ) (হ্যাঁ হলে) তারা কোথায় বেশী পড়তে যায় ?

(১) সরকারী প্রাথমিক স্কুলে (২) বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে (৩) ব্র্যাক স্কুল (৪) কিন্ডারগার্টেন স্কুলে (৫) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) (না হলে) কতজন শিশুর মধ্যে কতজন যায় না বলে আপনি মনে করেন ?

(১) ... ... ... জনে ... ... ..., (২) শতকরা ... ... ... জন, (৩) অন্যান্যঃ ... ...

৩০। ক) কেন সমাজের সকল শিশুই পড়া-লেখা করতে যায় না বলে আপনি মনে করেন ?

(১) বাবা-মা অশিক্ষিত বলে (২) অভিভাবক অসচেতন বলে (৩) স্কুলে যাওয়ার সরঞ্জাম নেই বলে (৪) অভাবের কারনে (৫) শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু বলে (৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বা দূরে বলে (৭) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

খ) (ক এর উত্তর '২' হলে) বাবা-মা বা অভিভাবক অসচেতনতার কারনগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন ?

(১) সন্তান অধিক হওয়ায় আহার/বাসস্থান যোগাতেই ব্যস্ত থাকে (২) শিশু শিক্ষা

(২) বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হলেও প্রচার ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের অভাব (৩) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি র দায়িত্বহীনতা (৪) মা মিটি ং ও উঠান বৈঠকের অনুপস্থিতি (৫) দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যাধিক্য (৬) জাতীয় শিক্ষার হার কম বলে (৭) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) (ক এর উত্তর '৩' হলে) অধিকাংশ পরিবারে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার সরঞ্জাম কেন নেই বলে আপনি মনে করেন? (১) পরিবারগুলোতে প্রয়োজনীয় আয় নেই (২) পরিবারের প্রয়োজনে কাজ করতে হয় (৩) এতিম ও পরিত্যক্ত শিশুরা অসহায় হয়ে পড়ে

(৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঘ) আপনার সমাজের কোন শ্রেণীর পরিবারগুলোর শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে না বলে আপনি মনে করেন ?

(১) দারিদ্র্য সীমার নিচের পরিবারের (২) দরিদ্র কৃষক পরিবারের (৩) ব্রোকেন ফ্যামিলির (৪) ভিক্ষুক পরিবারের (৫) বস্তির পরিবারের (৬) উপার্জনকারীহীন পরিবারের (৭) অন্যান্য ঃ ... ... ...

৩১। আপনার মতে ভর্তিকৃত শিশুদের কতজন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ?

(১) ভর্তি ... ... জন, শেষ করে ... ... জন (২) শতকরা ... ... জন (৩) জানা নেই

(৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৩২। ক) আপনার মতে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন না করা মানে ঝরে পড়া রোধে উপবৃত্তির ভূমিকা কি? (১) প্রকৃত অভাবীদেরকে উপবৃত্তি দিতে হবে (২) উপবৃত্তি বন্টনে অনিয়ম রোধ করতে হবে (৩) উপবৃত্তির সংখ্যা বাড়ালে ঝরে পড়ার হার কমবে (৪) অন্যান্য ঃ .....

Dhaka University Institutional Repository

খ) উপবৃত্তি বন্টনে অনিয়ম বলতে আপনি কি বলতে চেয়েছেন ?

(১) বন্টনকারী কর্তৃপক্ষ সঠিক নয় (২) যোগ্য প্রার্থীর নাম উপবৃত্তির তালিকায় থাকে না

(৩) উপবৃত্তির তালিকায় নাম উঠাতে টাকা লাগে (৪) উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে

(৫) স্কুল পরিচালনা কমিটি র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে হবে (৬) অন্যান্য ঃ ... ... ...

৩৩। ঝরে পরা রোধে খাদ্য সহায়তার ভূমিকা কি বলে আপনি মনে করেন ?

(১) স্কুলের শুরুতেই শিশুদেরকে মানসম্মত খাদ্য দিতে হবে (২) ক্ষুধার্ত শিশুদের পরিবারগুলোকে রেশনিং এ নিয়ে আসলে ঝড়ে পড়া কমতে পারে (৩) বর্তমান সরবরাহকৃত খাবারগুলো পর্যাপ্ত নয় এবং বন্টনেও মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে (৪) অন্যান্যঃ ... ... ... ... ...

৩৪। ঝরে পরার হার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থেকে এন.জি.ও বা কিন্ডারগার্টেনে কম কেন বলে আপনি মনে করেন? (১) এন.জি.ও বা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সেবাধর্মী ও দায়িত্বশীল বলে (২) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করে বলে (৩) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জবাবদিহিতার কঠোরতা নেই বলে (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৩৫। (৩৪ এর উত্তর '২' হলে) আপনার মতে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কার্যকারিতা কেন নেই?

(১) অযোগ্য লোকেরা কমিটি তে স্থান পায় বলে (২) কমিটি গঠিন প্রক্রিয়া সঠিক নয় বলে

(৩) রক্ষকরাই ভক্ষকের ভূমিকায় রয়েছে বলে (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৩৬। (৩৪ এর উত্তর '৩' হলে) আপনার মতে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জবাবদিহিতা কেন নেই?

(১) পাঠদান প্রক্রিয়া ও পাঠ্যক্রম আধুনিক চাহিদা সম্পন্ন নয় বলে (২) সরকার সম্পূর্ণ বেতন-ভাতা দেয় বলে (৩) প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বলে (৪) অন্যান্য ঃ ... ... ...

## (সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষাদান সংক্রান্ত)

৩৭। ক) আপনার জানা মতে, শিক্ষকতা ছাড়া সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের আর কি কি কাজ করতে হয় ? (১) ভোটার তালিকা প্রণয়ন (২) স্থানীয় ও সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব পালন

*Dhaka University Institutional Repository*

(৩) আদমশুমারী (৪) কৃষি শুমারী (৫) জেলে শুমারী (৬) জাতীয় শিশু জরিপ কাজ (০- ১৪ বছর) (৭) স্বাক্ষরতা জ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য জরিপ (৮) অন্যান্য ঃ ... ... ... ...

খ) সরকারী কি কি কর্মসূচীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের অংশগ্রহণ করতে হয় বলে আপনি জানেন? (১) টিকা দিবস (২) স্যানিটেশন ক্যাম্পেইন (৩) পরিবেশ দূষণ রোধ (৪) শিশু পাচার রোধে ক্যাম্পেইন (৫) অন্যান্য ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) প্রাইমারীর প্রধান শিক্ষককে প্রতিমাসে মিটি ংয়ের নোটি শ তৈরি, তা পাঠানো, এজেন্ডা তৈরি, রেজুলেশন তৈরি, বেতন তোলার মাসকাবারা ফরম দাখিল করতে হয়, এতে শিক্ষকতার কাজে কতটা ব্যাঘাত হয় বলে আপনি মনে করেন ?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঘ) প্রাইমারীর প্রধান শিক্ষককে শিক্ষক প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম, জেলা- উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করতে হয়, এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি প্রভাব পড়ে বলে আপনি মনে করেন ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঙ) প্রতিমাসে একবার ম্যানেজিং কমিটি র (১২ সদস্যের) মিটি ং করতে প্রাইমারীর প্রধান শিক্ষককে সদস্যদের বাসায় যেয়ে সাক্ষর আনতে হয়, এ ব্যাপারটি আপনি কি হিসেবে দেখবেন ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

চ) প্রতি তিনমাসে একবার প্রাইমারীর প্রধান শিক্ষককে অভিভাবকদের নিয়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা করতে হয়, এটি কে আপনি কি হিসেবে দেখবেন ?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ছ) প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালনের জন্য সরকারী ছুটি থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে হয়, এতে শিক্ষাদানে শিক্ষকরা অনিহা দেখাতে পারেন বলে আপনি মনে করেন ?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

জ) প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে বিস্কুট ও খাদ্য বিতরণ, উপবৃত্তির হিসাব রাখা, বছরের শুরুতে বই বিতরণের জন্য মাষ্টার রুল তৈরি করা, বইয়ের চাহিদা পত্র সরকারের কাছে জমা দেয়া, বই

Dhaka University Institutional Repository

বিতরণে ডেপুটেশনে কাজ করা- প্রভৃতি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকতার মূল কাজে কতটা বাঁধা দেখা দেয় বলে আপনি মনে করেন? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঝ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বেশী হওয়ায় মাতৃকালীন ছুটি তে (চার মাস) শিক্ষা কার্যক্রম কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলে আপনি মনে করেন ?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঞ) প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল কাজ পাঠদান এবং তা নিয়ে চিন্তা করা, গবেষণা করা, শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর দেয়া, তাদের খোঁজ খবর রাখা ও তাদের মেধা বিকাশে সহায়তা করা- এতে শিক্ষকগণকে সময় দিতে অন্য ব্যস্ততাগুলো কতটা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বলে আপনি মনে করেন? ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

## ঙ. শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সম্ভাব্যতা নিরূপন সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

৩৮। ক) আমাদের সমাজে আপনার দৃষ্টিতে প্রাইমারী শিক্ষার গুরুত্ব কি ?

সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

খ) প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

খুলে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) আপনার মতে, প্রাইমারী শিক্ষা কী ধরনের হওয়া উচিত ?

খুলে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঘ) বর্তমানে প্রচলিত শিশু শিক্ষা উন্নয়নে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ঙ) শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩ থেকে ৫ বছর বয়সী) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৩৯। ক) বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সরকারের বিভিন্ন কাজে বাধ্যতামূলক ব্যস্ত রাখা, শিক্ষার্থীরা ভাল শিক্ষা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে- এটি শিক্ষকদের অভিমত, আপনি এক্ষেত্রে কি সুপারিশ করবেন ?

সুপারিশ ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Dhaka University Institutional Repository

খ) প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষকদের সার্বিক মান বাড়াতে হবে। শিক্ষা বহির্ভূত কাজ কমিয়ে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ায়ে শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে- শিক্ষকদের এ অভিমতে, আপনার মতামত কি ?

মতামত ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৪০। ক) আপনার সমাজের সকল শিশুকে শিক্ষাদান করতে কি কি সহায়ক শক্তি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

খ) বর্তমান সরকারের মতে, আমাদের দেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা (সরকারী, বেসরকারী, ইংলিশ প্রভৃতি) পদ্ধতি রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ?

অনুগ্রহ করে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

গ) ঝরে পরা শিশুদেরকে অবশ্যই স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ঝরে পরা একশো ভাগ রোধ করতে হবে। আপনার অভিমত কি ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ঘ) শিশু শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করতে আপনি কি ভাবছেন ?

সংক্ষেপে বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

## চ. শিশু শিক্ষার কার্যক্রমে ও উন্নয়নে সুপারিশ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

৪১। ক) আপনার শিশুকে অবশ্যই স্কুলে পাঠাতে হবে এবং তার প্রাথমিক শিক্ষায় অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে, এটি আমাদের একটি জাতীয় অঙ্গীকার। এক্ষেত্রে আপনার মতামত দিন ঃ

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

খ) প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠ পর্যায়ের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ ব্যাপারে আপনার মতামত দিনঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

গ) শিশু শিক্ষা একটি দেশের জন্য একটি মাত্র পরিকল্পিত মডেল/পলিসি হওয়া অত্যাবশ্যক- এ ব্যাপারে আপনি কী সুপারিশ করবেন ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ঘ) বিভিন্ন দেশী-বিদেশী শিক্ষা উন্নয়ন সাহায্য কিভাবে সমন্বিত করে প্রয়োগ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Dhaka University Institutional Repository

৪২। ক) শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারের কোন মাঠকর্মী বা কামলা নয়- শুধুই শিক্ষক, এ বক্তব্যে আপনার মতামত কি ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

খ) প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ সাফল্য অর্জনে বাংলাদেশের নিজস্ব উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা জোরদার করতে অবশ্যই অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও দরিদ্র ঘরের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে, এ ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি ?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৪৩। শিশুতোষ উত্তরণী পরীক্ষা (পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা) ২০০৯ সম্পন্ন হয়েছে, এতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয় প্রতীয়মান হয়েছে- এতে আপনার মতামত কি ?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৪৪। দেশ ব্যাপী শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণে ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের মধ্যে দেশের সকল শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসা হবে- সরকারের এ ঘোষণায়, আপনার অভিমত কি ?

........ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

৪৫। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটি কার্যকর করা আমাদের অন্যতম জাতীয় কর্তব্য। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে, ভবিষ্যতে আমাদের কী কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আপনার পরামর্শ গুলো বলুন ঃ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

**আমাকে সময় দান ও তথ্য প্রদানের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।**

*Dhaka University Institutional Repository*

# ৫.২ গবেষণা এলাকার মানচিত্র (Arena of Research)

## ৫.২.১ বাংলাদেশের মানচিত্র

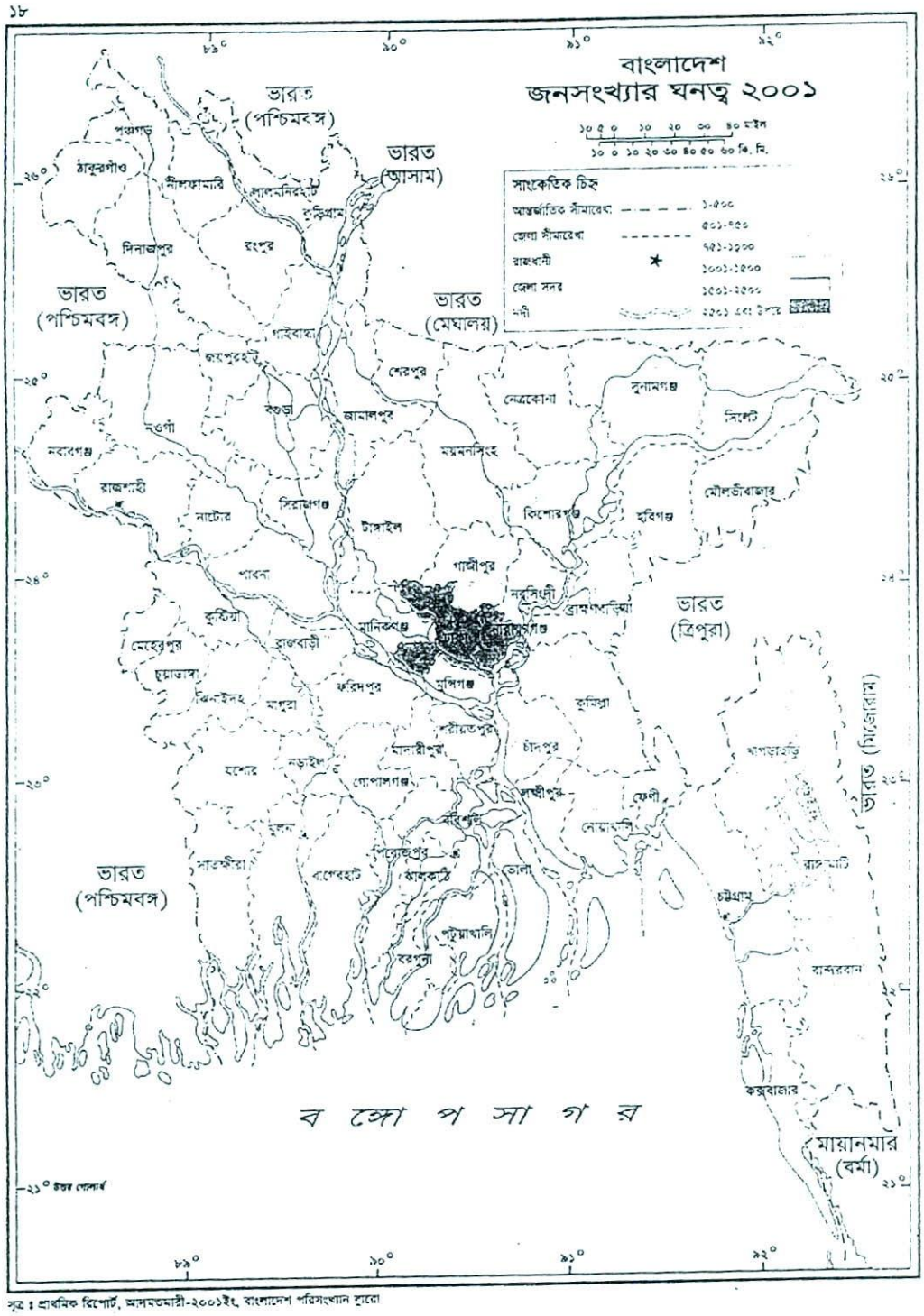


সূত্র : প্রাথমিক রিপোর্ট, আদমশুমারী-২০০১ইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

Dhaka University Institutional Repository

# ৫.২.২ বাড়িয়া, পূবাইল ও গাজীপুর পৌরসভার মানচিত্র

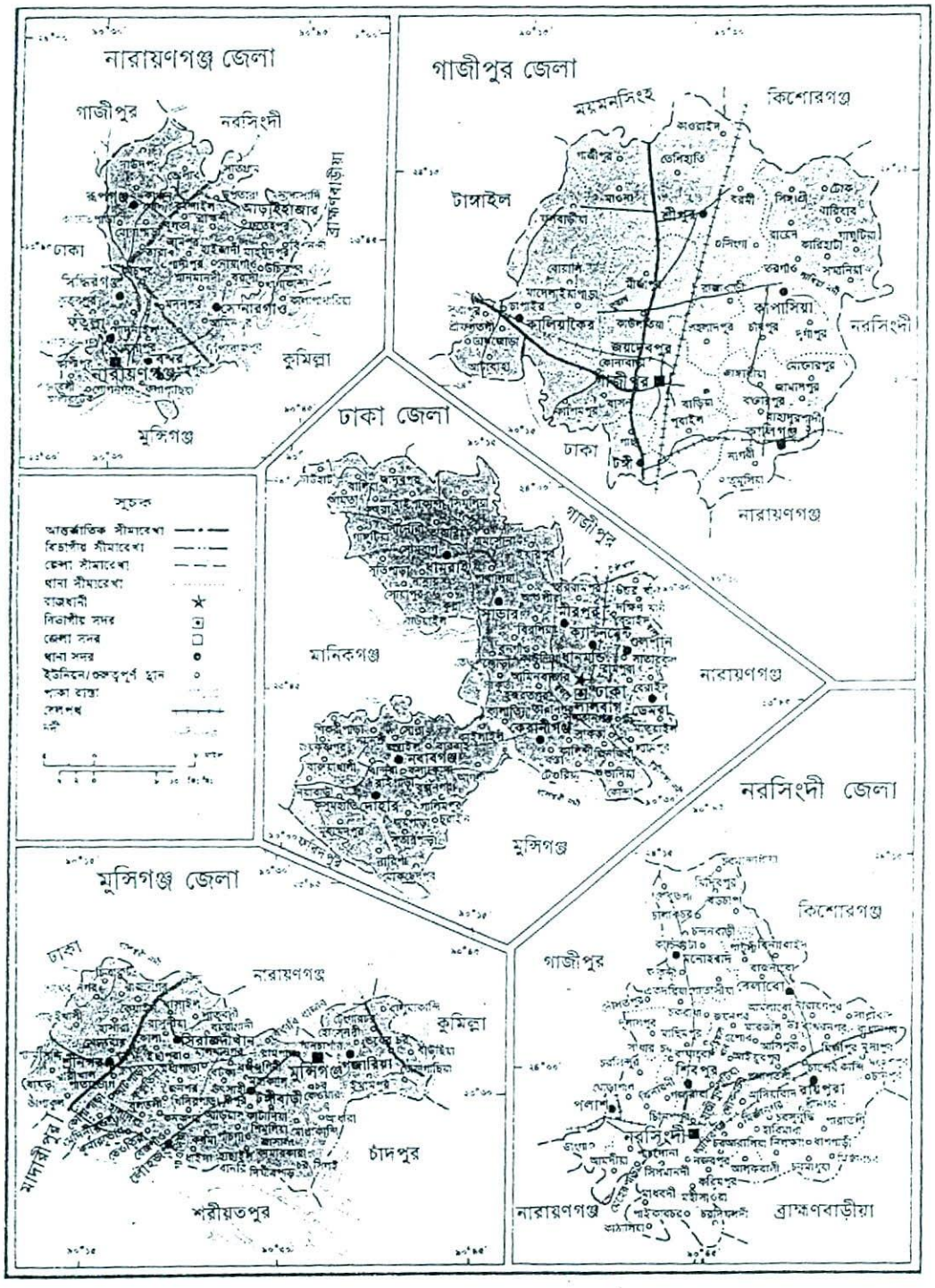

Dhaka University Institutional Repository

# তথ্যনির্দেশণা (References)

**আকবর শ্যামলী,** আখতার তাহমিনা ও বেগম জাহান আরা, আশ্বিন- ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, নারী শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ, পৃষ্ঠা-৩ ।

**আক্তার আয়েশা ,** ২০০২, প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহন, এমফিল, অভিসন্দর্ভ, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

**ইউনিসেফ,** বাংলাদেশ, ১৯৯৭, বাংলাদেশে শিশু ও তাদের অধিকার, শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের অধিকার অর্জনে অগ্রগতি ।

**এম, এ, ওহাব,** গনি আব্দুল সরকার, হোসেন মনির, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮।

**'গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট',** সবার জন্য শিক্ষা , ইউনেস্কো প্রকাশনা , ২০০৬ ।

**চতুর্থ আদমশুমারি,** ২০০১, বাংলাদেশ।

**চলতি বিশ্ব,** মার্চ- ২০০৪, বিসিএস প্রকাশনা, ঢাকা-১১০০।

**জরিপ,** 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে ঢাকা শহরের বস্তিবাসী শিশুদের অংশ গ্রহণের উপর একটি জরিপ', সকগই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩শে মার্চ ১৯৯৯ ।

**টাস্কফোর্স রিপোর্ট,** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ।

**তপন শাহজাহান,** এপ্রিল-১৯৯৩, অ্যাসাইনমেন্ট ও থিসিস লিখন, রওশন আরা হাসান, ৫/৮৬, ইস্টার্ন প্লাজা, ঢাকা ।

**দৈনিক ইত্তেফাক,** ৩০/১২/২০০৫, নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১২০৩।

**দৈনিক জনকণ্ঠ,** ১৩/ ০৫/ ২০০০, কেমন চলছে প্রাইমারি-১, পৃষ্ঠা ১১।

**দৈনিক নয়া দিগন্ত ,** ০২/০২/ ২০১০, প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট ।

**পর্যালোচনা,** 'বস্তিবাসী শিশুদের শিক্ষা ঃ দু'টি এনজিও কার্যক্রমের তুলনামূলক পর্যালোচনা', সকগই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

**প্রতিবেদন,** জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার , ১৯৯৭।

**বিকাশ** জ্যোৎস্না চৌধুরী, মুহাম্মদ ইবনে ইনাম- শিক্ষার ইতিহাস, রসুল গোলাম মিয়া (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫।

**বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন** , প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা , ১৯৯২।

**বেগম নাজমিন নুর,** ১৯৯৮, সামাজিক গবেষণা পরিচিত, নলেজভিউ, ঢাকা।

**বেগম কামরুন্নেসা** ও আক্তার সালমা , গবেষণা কর্ম , "প্রাথমিক শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ " ।

**বিশ্বাস মংগল চন্দ্র** , গবেষণা কর্ম , প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী না আসার কারণ ।

**মুন্সী শামছুল হক,** জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, স্বাবলম্বী ,সবার জন্য শিক্ষা, ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ।

**রিপোর্ট,** বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো , ১৯৯৮ ।

**রহমান আতীকুর** ও শওকতুজ্জামান সৈয়দ, ২০০৪, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, সকগই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**রহমান আনিসুর,** জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, স্বাবলম্বী , ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-০৩ ।

**শায়লা মাহমুদা বানু** , ১৯৯৭, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধি এবং ঝরে পরা রোধে প্রাক প্রাথমিক 'শিক্ষার ভূমিকা নিরুপন', এম এড অভিসন্দর্ভ, আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

**সমীক্ষা,** 'ঢাকা শহরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ মিরপুর ও মোহাম্মদপুর থানার উপর একটি সমীক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (সকগই), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর - ২০০২।

**হোসেন কামাল** , ১৯৯৩, প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ, এমফিল, অভিসন্দর্ভ, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**A Annan Kofi ,** (1999) , Secretary General of United Nations.The state of the world's children , UNICEF .

**Akter Salma,** (1980) , Universal Primary Education in Bangladesh, Some implications for Administration and supervision, IER, University of London.

Dhaka University Institutional Repository

**CARE,** (December - 2002, February 2003), Quarterly Report, `Cht` Children's Opportunity for learning Enhanced', Bangladesh Education Sector, Cholen-2.

**Dircetor** of Primary Education, (2001), Primary Education Statistics in Bangladesh.

**Department** for International development, (January- 2001), `The Challenge of Universal Primary Education, Strategies for achieving the international development targets'.

**Education for all,** National plan of action, Primary and Mass Education dept. Govt. of Bangladesh .

**Eusuf and Associates,** (July- 2002), Govt. Final Report, Effective School's through Enhanecd Education Management.

**FREPD,** (1993) , `A Study of the literacy situation Policy and plan of Bangladesh', P-89.

**Mia, Ahmadullah** & Others, (1984), Situation of Female Enrolment and drop out in Primary School, ISWR, University of Dhaka.

**M. Coley** Soraya, (1990) , Proposal Writing, V- 63.

**Nesbit and Merton ,** Contemporary Social Problem , P-4 .

**R. M. Dave,** Director , UNESCO .

**Survey,** `Child Education and literacy Survey', Primary and Mass education dept. Govt of Bangladesh , 1997 .

**UNICEF,** (2000), `An Analysis of the situation of children in Bangladesh – 1987', Bangladesh Education Sector Review, volume-11, The University Press Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

**UNESCO,** (August-1994) ,`Cluster Evaluation of three Education scetor projects - Revised Report of Findings', UNDP, Govt. of Bangladesh .

**UNICEF,** (1998), `Child Work and Education - Five Case studies from Latin America', Edited by Marina Cristina Salazar, Walter Alarcon Glasinovich, United Nations Children's Fund.

**Web.Site :** PWA. WWW. dpe. gob. bd.